বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২ জ্যৈষ্ঠ ।।১৪৩১।।শনিবার।। ১৭ মে., ২০২৫ ।। ১১ ম বর্ষ ১৪০ সংখ্যা।। ১২ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ট্রেলার দেখেছে পাকিস্তান, এখনো সিনেমা দেখা বাকি ঃ রাজনাথ

নয়া জামানা, দিল্লী ঃ পাকিস্তান এখন শুধু ট্রেলার দেখেছে। যদি তারা চায় পুরো সিনেমাটাই আমরা দেখিয়ে দেব। এই মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার তিনি গুজরাতের ভুজে ভারতীয় বায়ুসেনার ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন। তার আরো বক্তব্য পাকিস্তান ভারতের কাছ থেকে রাতের অন্ধকারে দেখতে পেয়েছে দিনকে। এরপরেও যদি ওরা না শোধরায় তাহলে ভারতকে বড় পদক্ষেপই নিতে হবে। রাজনাথ থেকে আরো অভিযোগ আইএমএফ ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তানকে ১০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। পাকিস্তান সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে দুটি বৃহৎ জঙ্গি ঘাঁটি তারা পুনঃনির্মাণ করবে। আমরা মনে করছি বিশ্ব ব্যাংকের ঋণের টাকায় ওই জঙ্গি ঘাঁটি পুনঃনির্মাণ করা হবে। পাকিস্তানের এইসব সিদ্ধান্ত বলে দেয় যে তারা আগামী দিনে জঙ্গিবাদকে আদৌ শেষ করতে নারাজ। বরং জঙ্গি ঘাঁটি পুনর নির্মাণ করে তারা সন্ত্রাসবাদীদেরই মদদ দিচ্ছে। এসব বন্ধ করতে হবে। ভুজে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূসী প্রশংসাও করেছেন। তাদের তিনি মিষ্টিমুখ করান। বিদেশ পন্থী জয়শংকর এদিন তালিবান সরকারের প্রধান এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন।তিনি বলেন আফগানিস্তানের তালিবান সরকার পায়েল গ্রামের ঘটনা প্রেক্ষিতে ভারত যে পদক্ষেপ করেছে তাকে স্বাগত জানিয়েছে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক টাইমস শুক্রবার যে প্রতিবেদন তুলে ধরেছে সেখানে বলা হয়েছে ভারত ১১ টি জঙ্গি ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে। জেট বিমানের হ্যাঙ্গার তছনছ। বিভিন্ন এয়ার বেস নদীর আকার ধারণ করেছে। উপগ্রহ চিত্র তুলে ধরে নিউ ইয়র্ক টাইম একের পর এক তথ্য সামনে এনেছে বিশ্ববাসীর কাছে।

চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়া জামানা, দিল্লী আগামী ৪ সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে হবে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এই নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে ২০২২ সালে বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি রাজা শেখার মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু হাইকোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাবি করেন। দীর্ঘদিন ওই মামলা তারিখের পর তারিখ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট ২৫ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে দিন বলেছে হাইকোর্ট যারাই দিয়েছে এরপর আমরা ইচ্ছা করলে মামলাটি এখানে খারিজ করতাম। তবু রাজ্য সরকার তাদের অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ চেয়েছে। তাই আমরা মামলাটি শুনলাম। প্রথমে বিচারপতিরা বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ৫০ শতাংশ দেয়ার ঘোষণা করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের আইনজীবী অভিষেক মনুসিংভি প্রার্থনা করে বলেন ওই টাকা দিতে গেলে কোমর ভেঙে যাবে সরকারের। কিন্তু আদালত তখন বলে এটা হতে পারে না। আপনারা তাহলে ২৫ শতাংশ বকেয়া চার সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিন। আগামী সপ্তাহ থেকে সুপ্রিম কোর্টের ছুটি পড়ে যাচ্ছে। তাই মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে অগাস্ট মাসে। কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন রাজ্য সরকারকে বকেয়া দিতেই হবে। তিনি বলেন সরকারের টাকা নেই বলছেন আইনজীবী তাহলে দুর্গা পুজোর জন্য, মন্দির নির্মাণের জন্য, সুপ্রিম কোর্টের রায় যাদের চাকরি গেছে তাদের ভাতা দেয়ার কথা কিভাবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই সরকারের টাকা নেই এই যুক্তি মানা যায় না। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আপাতত বকেয়া দিতে হবে পঞ্চম বেতন কমিশনের ঘোষণা মত। আনুমানিক হিসাব এর ফলে রাজ্য সরকারের দশ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। আর পুরো টাকা মেটাতে হলে দিতে হবে ৪০ হাজার কোটি টাকা। এখন কি করবে রাজ্য সরকার? রাজ্য সরকার আবার রিভিউ পিটিশানে যেতে পারে। কিন্তু সেই পিটিশন আদালত গ্রহণ নাও করতে পারে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ইনস্টলমেন্ট এর ভিত্তিতে দেবার জন্য প্রার্থনা করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে রাজ্যের ১০ লক্ষ কর্মচারী আর্থিক সুবিধা পাবেন। তবে সব থেকে বেশি আর্থিক সহায়তা পাবেন পেনশন ভোগীরা। তবে আদালত শেষ পর্যন্ত রাজ্যের নতুন কোন প্রার্থনা নিয়ে গেলে কি করবে সেদিকে তাকিয়ে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তবে প্রত্যেকেই বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী বলতেন মহার্ঘ ভাতা ঐচ্ছিক সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রমাণিত হলো মহার্ঘ ভাতা সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা।

দলের রাশ নিজের হাতেই রাখলেন মমতা

কেষ্ট সভাপতি নয়, বীরভূমে থেকে গেল কোর কমিটি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ২৬ সালের নির্বাচনের আগে দলের রাশ নিজের হাতেই রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন জেলার সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের নাম প্রকাশ করা হয়। সব থেকে বড় চমক হল বীরভূম। জেল যাত্রার আগে বীরভূমের সভাপতি ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট মন্ডল। পরবর্তীতে বীরভূমের দলীয় কাজ পরিচালনার জন্য একটি কোর কমিটি গড়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত সেই কমিটিকে পুনরায় বহাল রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন আবারো রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা রামপুরহাটের বিধায়ক আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই কমিটিতে কেষ্ট মন্ডল কেওরাখা হয়েছে। একইভাবে বিরোধী হিসেবে পরিচিত কাজল শেখকে পুনঃ বহাল করা হয়েছে। আগের যারা কমিটিতে ছিলেন তারাই রইলেন। আগামী বিধানসভার ভোট এই কমিটি পরিচালনা করবে। এর পাশাপাশি কলকাতা জেলা কমিটিতে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কে চেয়ারম্যান করে কমিটি গড়া হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি হয়েছেন দেবাশীষ কুমার। আর উত্তর কলকাতা জেলা কমিটি দলীয় কাজ দেখবে কোর কমিটি।

এই কমিটিতে কলকাতার ৪বিধায়ক সহ নয়জনের কমিটি তৈরি হয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছেন অতীন ঘোষ, স্বর্ণ কমল সাহা, সুপ্তি পান্ডে, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া দুই কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার ও জীবন সাহা রয়েছেন। এই উত্তর কলকাতা জেলা কমিটি নিয়েও দলের মধ্যে নানান খুব বিক্ষোভ রয়েছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গোষ্ঠীর রাজনীতির প্রবক্তা বলে অভিযোগ উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর কলকাতার ভার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কে মাথায় রেখে কোর কমিটিতেই ছেড়ে দিলেন।কিছুদিন আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব বিধায়কদের কাছ থেকে দুটি করে নাম চেয়েছিলেন। সেই মতো বিধায়করা নাম ও জমা দেন। তারও আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি তালিকা দিয়েছিলেন নেত্রীকে। অভিষেক পন্থীদের ধারণা ছিল যে তার অনুগামীরা অনেকেই উঠে আসবেন জেলা নেতৃত্বের জন্য। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের লাগাম নিজের হাতেই রাখলেন।সামান্য কিছু অদল বদল করে। যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে বেশিরভাগই নেতৃত্বের জায়গায় রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা।

২০২২ সালে গরু চোরাচালানে সিবিআই অনুব্রত মণ্ডল কে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে ওই মামলায় ই ডি ও যুক্ত হয়। দিল্লির তিহার জেলে অনুব্রত দু'বছরের বেশি ছিলেন।পরবর্তীতে তার মেয়েকেও গ্রেফতার করে সিবিআই। শেষ পর্যন্ত দুজনেই এখন জামিনের মুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুব্রতকে সভাপতি করলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ তিনি বীরভূম জেলা এসে বোলপুর লাইন তৈরি করেছে। এখানে কোর কমিটির অনুমোদন ছাড়াই এককভাবে কেষ্ট সভা-সমিতি করছে। সম্ভবত সে কারণেই তাকে সভাপতি করা হলো না। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে খুব একটা নগদল করা হয়নি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বারাকপুর সাংগঠনিক জেলাতে চেয়ারম্যান রয়েছেন নির্মল ঘোষ। সভাপতি হয়েছেন পার্থ ভৌমিক । বারাসাত সাংগঠনিক জেলাতে সভাপতি ও চেয়ারম্যানের পদ পরে ঘোষিত হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে এর মধ্যে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সংগঠনিক জেলার বদল হয়েছে। বাঁকুড়ায় সভাপতি ছিলেন অরূপ চক্রবর্তী। সেই জায়গায় এসেছেন তারাশঙ্কর রায় ৷৷

বিষ্ণুপুরেও বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায় কে সরিয়ে ডগি ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুব্রত দত্তকে। এছাড়া সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদেও নতুন কয়েকজনকে আনা হয়েছে। এই কমিটি আগামী বিধানসভার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন পরিচালনা করবে। যার নেতৃত্বে থাকবেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোমর ভেঙে যাওয়া পাকিস্তান শান্তি বৈঠকের প্রস্তাব দিল

নয়া জামানা, দিল্লী ঃ চরম বিপাকে পাকিস্তান। ভারতের সঙ্গে রাত দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানের কোমর পুরোপুরি কার্যত গুরিয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরি ফ ভারতকে শান্তি আলোচনা বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু ওই বৈঠক কোথায় এবং কোন কোন এজেন্ডাতে হবে তা কোন জানায়নি পাক সরকার। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন শান্তি আলোচনা তখনই হতে পারে যখন পাকিস্তানকে বলতে হবে জঙ্গি নিকেশ করতে পারাবদ্ধপরিকর। একদিকে সন্ত্রাসবাদ জঙ্গি হামলা চলবে অপরদিকে শান্তি বৈঠক হবে এ হতে পারেনা। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরো বলেছেন আমাদের দেয়া শর্তেই পাকিস্তানকে আলোচনায় বসতে হবে। তাহল ১, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরাতে হবে। ২,সীমান্ত সংঘর্ষ চুক্তি মেনে চলতে হবে পাকিস্তানকে। ভারতের এই শর্ত নিয়ে পাকিস্তানের তরফে এখনো কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে এসবের মধ্যেই পাকিস্তানের বালচ বিদ্রোহীরা স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অভিযোগ চীনের তিনজন প্রদেশ থেকে বালুচিস্তানের গদর বিমানবন্দর পর্যন্ত চীন কলিজার তৈরি করছে। আর এখান থেকেই তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খনিজ সম্পদ। সোনা, তামা ও খনিজ তেল। বালুচিস্তান পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। ২০০০ সাল থেকে পৃথক বালচরাষ্ট্র করার দাবি জানিয়ে আসছেন বালিছিস তাদের মানুষ। এজন্য তৈরি হয় বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি। সাম্প্রতিক আইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিদ্রোহীরা ১২ জন পাচ্ছে না কে খতম করেছে। আর এবার তারা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মির আরো অভিযোগ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদই নয়, এই প্রদেশ থেকে রকমারি ফল বাদাম, খেজুরও চলে যাচ্ছে চিনে। আর এখানকার মানুষ দশকের পর দশক দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। তাদের আরো অভিযোগ আমাদের সম্পদ নিয়ে অন্য রাষ্ট্র মুনাফা করছে। এসব চলতে পারে না। সন্ত্রাসবাদীদের ধ্বংস করতে ভারত যেভাবে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে এই প্রদেশের মানুষ সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চায়। কারণ তারা মনে করে বছরের পর বছর যেভাবে তারা অত্যাচারিত। এখন সময় এসেছে বিদ্রোহ করে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা। আমরা সেই লক্ষ্যই এগিয়ে চলেছি বলে পাকিস্তান লিবারেশন আর্মি দাবি করেছে। তাই সময় বলবে শেষ পর্যন্ত বালুচিস্তানের কি পরিণতি হয়।

মালদাতে রহিম বক্সির ওপর আস্থা মমতার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মালদা জেলার আগামী ভোট এবং দলীয় কর্মসূচি রুপায়নে বিধায়ক রহিম বক্সীর ওপরই ভরসা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে রহিম বক্সিকে আবারো সভাপতি করা হয়েছে। চেয়ারপারসন পদে রয়েছেন চৈতালি সরকার। কংগ্রেস আমলে এবং তার পরবর্তী কিছু দশকে মালদায় গনি খান চৌধুরীকে সামনে রেখে ভোট হতো। গনি খানের ইমেজ এখন অনেক ফিকে। পরিবর্তে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক অনেক এগিয়ে। এজন্য আব্দুর রহিম বক্সী যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জেলাতে কিভাবে হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে ভোট করতে হয় তা গত বিধানসভার ভোটে রহিম বক্সি প্রমাণ করেছেন। তারই জামানায় পঞ্চায়েত ভোটে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে দল। এমনকি পুরো ভোটেও তার নেতৃত্ব দলকে আরো বেশি আসন এনে দিয়েছে। তাই সব দিক চুলচেরা বিচার করে রহিম বক্সিকে আবারো জেলা সভাপতি করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রহিম বক্সি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মোথাবাড়ির ঘটনা ট্যাকেল করতে পেরেছেন। মুর্শিদাবাদের মত মালদাতে কোন বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারেনি রহিম বক্সির সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য। তবে জেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অনেক বাড়লো।আগামী নির্বাচনে চৈতালি সরকারকে তার কাজের প্রমাণ দিতে হবে। আর জেলার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায় কে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে করা হয়েছে দলের অন্যতম সহ সভাপতি।

১৭ উপাচার্যের নিয়োগে আপত্তি রাজ্যপালের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্য সরকারের দেয়া ১৭ জন উপাচার্যের নামে আপত্তি তুললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হয়। সুপ্রিম কোর্টের কাছে রাজ্যপালের তরফে একটি মুখ বন্ধখামে ওই আপত্তির কথা জানানো হয়েছে রাজ্যপালের তরফে। শুনানির মধ্যেই ওই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনেন বিচারপতিরা। সবকিছু দেখে ২ বিচারপতির বেঞ্চ বলে ন সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রাক্তন বিচারপতি ইউ ইউ নদীতের কাছে নামগুলি পাঠানো হচ্ছে। ওই কমিটি নামগুলি দেখে এবং যোগ্যতা যাচাই করার পর আদালতে রিপোর্ট দেবে। তারপরেই আদালত সিদ্ধান্ত জানাবে।

পুলিশ লাঠিও চালালো আবার কাটা ঘায়ে মলমও দিল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিকাশ ভবনে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর পুলিশের লাঠি চালনাকে ঘিরে তপ্ত বাংলা। আর এরই মধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করে একদিকে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর দোষ চাপালো।অপবদিকে আন্দোলনকারীদের কাটা ঘায়ে মলমের প্রলেপ দিল। শুক্রবার এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামীম ও এডিজি দক্ষিণ বঙ্গ সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিক বৈঠক করে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন ঘেরাও নিয়ে এই মন্তব্য করেন।দুজনেরই মূল কথা হলো পুলিশ ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা প্রথমে পুলিশকেই আক্রমণ করেছে। একাধিক পুলিশ কর্মী জখম। সব্যসাচী দত্তের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুপ্রতিম বাবু বলেন, উনি নিজের কাজের জন্য বিকাশ ভবনে আসছিলেন।কিন্তু তাকে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়। প্রভোগেশন এসেছিল প্রথম আন্দোলনকারীদের থেকেই। অর্থাৎ আন্দোলনকারীরাই পুলিশকে বাধ্য করেছে লাঠি চালাতে। পুলিশ ইতিমধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ী করেছে। জাবেদ শামীম বলেন বিকাশ ভবনে কর্মীরা ছুটির পরও আটকে ছিলেন।তাদের থেকেই ফোন আসতে থাকে আমাদের বের করে নিয়ে যান। আমাদের বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা মাতা অথবা স্বামী সন্তানরা স্ত্রী রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ। এভাবে আমরা আটকে থাকতে পারিনা। শামীম বলেন প্রথমে আমরা অনুরোধ করি কর্মীদের বের করে দেয়ার জন্য। কিছুটা কাজ হলেও পরে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর পুলিশ বাধ্য হয়ে লাঠি চালিয়ে কর্মীদের বের করে দেন। যে কথা বলা হচ্ছে পুলিশের বিরুদ্ধে আমি বলতে চাই যে বৃহস্পতিবার রাতে ন্যূনতম ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। আপনাদের ভাবতে হবে সরকারি বাড়ি দখল করা কর্মীদের আটকে রাখা জোর করে তাতে পুলিশ চুপ করে বসে থাকতে পারেনা। তবে এটাও ঠিক যারা চাকরি হারা তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। আমরা জানি চাকরি হারালে কি অবস্থা হয়। অর্থাৎ একদিকে পুলিশের লাঠি চালোনা অপরদিকে খতে মলম দেয়ারপুলিশ। তবে এরই মধ্যে আন্দোলনকারী শিক্ষক শিক্ষিকারা ঘোষণা করেছেন রাজনীতির পতাকা ছেড়ে যদি কোন নেতা মন্ত্রী এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসেরও কেউ যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। এই ঘোষণার পর শুক্রবার সন্ধ্যায় অবস্থান মঞ্চে যান সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ। পরে রাতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সজল ঘোষ, কৌস্তুব বাগচিরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা নাগরিক সমাজের থেকেও বিশিষ্টজনদের আসার আবেদন করেছিলেন কিন্তু শুক্রবার তাদের দেখতে পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকারের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফের নেতারা আন্দোলন মঞ্চে গিয়ে তাদের জানিয়ে আসেন পুলিশের এই বর্বর রচিত হামলার প্রতিবাদে পাড়া জেলা জুড়ে আন্দোলনে নামবেন খুব শীঘ্রই। তবে আন্দোলনকারীদের পক্ষে চিনময় মন্ডল জানিয়েছেন আমরা অবস্থান থেকে উঠছি না। পুলিশ আমাদের উপর যত আক্রমণি করুক না কেন যত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে আসুক না কেন আমরা পথেই থাকব।

কি বলেন একবার পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য বিবেচিত হয়ে চাকরি সাত বছর করেছি। কিন্তু এসএসসি এবং শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির আতুর ঘরে যারা লুকিয়ে রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আমরা দত্ত হীন ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি কোনভাবেই পরীক্ষা আমরা দেব না। আমাদের যোগ্য ঘোষণা করে সম্মানের সঙ্গে স্কুলে ফিরিয়ে দিতে হবে। না হলে এই অবস্থান বিক্ষোভ আরো বড় আকার ধারণ করবে।

রাশিফল

স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই যত্নের প্রয়োজন। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয় কোনও ...মেষ

মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সান্ধ্য ভ্রমণ

আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। জমিজমায় বিনিয়োগ করা লাভদায়ক হবে।

সাফল্য হাতের নাগালে এলেও শক্তি কমে আসবে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয়

সামান্য জিনিসে মন দেবেন না। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ক্ষতি

আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারে

বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে, যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে।

ধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আপনি যে কারও সাহায্যে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হতে পারে

বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমৎকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

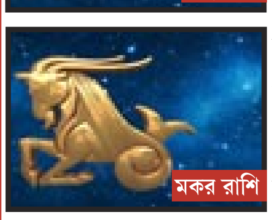

আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর আপনার

আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা করবে

ভ্রমণ-ভোজ এবং আনন্দ আপনাকে আজ এক ভালো মেজাজে রাখবে।

রাশিফল বিভাগে বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯০০২৯৮৯১৩২

ডায়াবেটিসের সমস্যায় আম খেতে ভয় পাচ্ছেন ! কী বলছেন পুষ্টিবিদরা ?

নয়া জামানা ঃ গ্রীষ্মকালে বাজারে ফলের রকমারি সমাহার। তরমুজ, আম, কাঁঠাল, লিচু; সবই বাজারে পাওয়া যায়। তবে গরমের শুরুতে তরমুজ এলেও অন্যান্য ফল এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজারে আসেনি। সবেমাত্র আম পাকতে শুরু করেছে। যদিও বাজারে কিছু আমের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। তবে ভরপুর বাজারে আম আসতে আরও সপ্তাহখানেক সময় লাগবে। তবে এর মধ্যে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন; ডায়াবেটিসে কি পাকা আম খাওয়া যাবে। ডায়াবেটিস থাকলে কি পাকা আম খাওয়া ঠিক হবে? আম অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল। এই ফলের মধ্যে ভিটামিন সি, এ, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক ও পটাশিয়াম প্রায় সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে। তবে এতে শর্করা ও ক্যালোরির পরিমাণও একটু বেশি। সে কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে পাকা আম খাওয়া নিয়ে এক ধরনের দ্বিধা দেখা যায়। ডায়াবেটিস রোগীরাও পাকা আম খে তে পারেন। কিন্তু কয়েকটি নিয়ম মেনে খেতে হবে। উচ্চ পরিমাণে ফ্রুটোজ থাকলেও আমে অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি রয়েছে। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিস রোগীরা কীভাবে আম খাবেন; আপনি যদি ডায়াবেটিস রোগী নাও হোন, তবু ইচ্ছামতো পাকা আম খ াওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং ওজন বৃদ্ধির ভয় থাকে। তাই একটা বড় সাইজের আম গোটা না খেয়ে, বরং তা সকাল-বিকাল ভাগ করে খান। একটা আম সারাদিন ধরে খেলে সুগার লেভেল বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে না। আর গোটা আম খাবেন না। কারণ গোটা আম ছোট ছোট টুকরো করে খাবেন। এতে মনে হবে, আপনি অনেকটা পাকা আম খেয়ে ফেলেছেন।তা ছাড়া পাকা আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি থাকে। তাই ভারি খাবারের সঙ্গে পাকা আম খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভালো। বিশেষ করে রাতে খাবার খাওয়ার পর আম খাবেন না। আপনি সকালের নাশতা ও লাঞ্চের মধ্যবর্তী সময়ে পাকা আম খাবেন। আবার সকালে দুটি রুটির সঙ্গে এক টুকরো আম খেতে পারেন।তবে ভরপেট খাবার খ াওয়ার সঙ্গে পাকা আম কোনো অবস্থাতেই খাওয়া ঠিক নয়।

সন্তানের সামনে অভিভাবকদের যেসব কাজ করা উচিত নয়

নয়া জামানা ঃ অভিভাবকরা সবসময় তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তারা চায় তাদের সন্তান সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসেবে বড় হোক। তবে কখনও কখনও বাবা-মায়েরা না বুঝে সন্তানের সামনে এমন কাজ করেন যা তদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একথা কারও অজনা না যে, বাবা-মায়ের কথা ও কাজ শিশুদের আচরণে অনেক প্রভাব ফেলে, তাই কোন কিছু বলার বা করার আগে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কিছু কাজ আছে যা কখনও সন্তানের সামনে করা উচিত নয়। চলুন জেনে নেওয়া যাক সন্তানের সামনে অভিভাবকদের কোন কাজগুলো করা উচিত নয়।

চিৎকার-অশান্তি

অভিভাবকদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তারা কখনোই সন্তানদের সামনে উচ্চস্বরে চিৎকার বা মারামারি করবেন না। তাদের ঝগড়া করতে দেখে শিশুরা বিচলিত ও নিরাপত্তাহীন বোধ করতে পারে। লড়াই করতে দেখলে, তারাও আপনার সঙ্গে তর্ক শুরু করবে। এর পাশাপাশি তারা অশান্তিকেই যেকোনো সমস্যা একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করবে।

কাউকে খারাপ কথা বলা

আপনি যদি সন্তানের সামনে কাউকে নিয়ে সমালোচনা করেন বা বাজে কথা বলেন, তাহলে তা আপনার সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। তাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। আপনার এমন আচরণ দেখে শিশুরা হয়তো বিশ্বাস করবে যে অন্যকে অপমান করা ঠিক।

ক্রমাগত ফোন ব্যবহার

বাড়িতে থাকলে এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময়ে যতটা সম্ভব কম ফোন ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। পারিবারিক সময়ে শিশুদের সামনে ক্রমাগত ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করা ঠিক নয়। আপনার সন্তান যদি ভবিষ্যতে এটি করে তবে আপনি তাকে থামাতে পারবেন না।

সন্তানের সমালোচনা

আপনি যদি আপনার সন্তানের প্রতিটি অভ্যাস এবং কাজের সমালোচনা করেন এবং তাদের দোষারোপ করেন, তবে এটি তাদের আত্মমর্যাদার ক্ষতি করতে পারে। এটি করা বন্ধ করুন। কারণ তাদের আত্মবিশ্বাসও নড়ে যেতে পারে।

লাল নাকি সবুজ,পুষ্টির দৌড়ে কোন আপেল এগিয়ে ?

নয়া জামানা ঃ রোজ আপেল খেলে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে না। কিন্তু দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে এখন অন্য জায়গায়। বাজারে লালের পাশাপাশি সবুজ আপেলেরও দেখা মিলছে।বাজারেও সবুজ আপেলের দেখা মেলে। স্বাভাবিক ভাবেই লাল আপেলের তুলনায় সবুজ আপেলের দামও বেশি। কিন্তু পুষ্টিগুণের দিক দিয়ে কে এগিয়ে রয়েছে, জানেন ?

সবুজ আপেলের উপকারিতা

সবুজ আপেলের মধ্যে শর্করার মাত্রা কম এবং গ্লাইসেমিক সূচকও কম। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে সবুজ আপেল। পুষ্টিবিদদের মতে, 'সবুজ আপেল ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য ভীষণ উপকারী।' শুধু তা-ই নয়, ফাইবারের পরিমাণও সবুজ আপেলের মধ্যে বেশি বলে জানিয়েছেন ডায়েটেশিয়ান। এই আপেলের মধ্যে পেকটিন নামের ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ওজন কমায় এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে। সবুজ আপেলের মধ্যে পলিফেনল নামের যৌগ রয়েছে, যা দেহে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এতে ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি কমে। তবে সবুজ আপেলের স্বাদে টক।

লাল আপেলের উপকারিতা

বিশেষজ্ঞরা বলছেন লাল আপেল সবুজের তুলনায় অনেক বেশি মিষ্টি। তা ছাড়া লাল আপেলের মধ্যে অ্যান্থোসায়ানিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। শুধু তা-ই নয়, এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রদাহ কমায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক। সবুজের তুলনায় লাল আপেলের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ কম ঠিকই, কিন্তু এটাও স্বাস্থ্যকর। ডায়েটেশিয়ানের কথায়, লাল আপেলের মধ্যে থাকা ফাইবারও হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে।

লাল নাকি সবুজ?

লাল ও সবুজ আপেলের মধ্যে শর্করার মাত্রা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লেভেল ও ফাইবারের ধরনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তবে, দুই আপেলের মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়।

নজরে INSTA

সোহা আলি খান

আমির খান

কঙ্কনা সেন শর্মা

মাধুরী দীক্ষিত

শাহরুখ খান

পুনম পান্ডে

ধূমপানে করলে হার্টের যে ক্ষতি হয় ?

নয়া জামানা ঃ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক, এ কথা সবাই কমবেশি জানেন তবে মানেন না অনেকেই। ধূমপানের অভ্যাস বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে।

অতিরিক্ত ধূমপান করলে শরীরে তার দীর্ঘ প্রভাব পড়ে।বিশেষ করে ধূমপানের ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায় ও পরবর্তী সময়ে তা হৃদরোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধূমপান ও হৃদরোগের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কি ?গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপানের কারণে প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় ও বেশিরভাগই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ধূমপানের কারণে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে ভালো কোলেস্টেরল অর্থাৎ এইচডিএল কমে যায়। যে কারণে ধমনীতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ে।এ কারণে হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়। সঙ্গে রক্তনালিতে চর্বি, খারাপ কোলেস্টেরল ক্যালশিয়াম, ক্রিস্টালের আকারে জমতে শুরু করে। ফলে রক্তনালির দেওয়াল পুরু হতে থাকে। ফলে হার্ট অ্যার্টাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক জেনেও অনেকে তা ছাড়তে পারেন না। এক্ষেত্রে কিছু করণীয় আছে। যা অনুসরণ করে সহজেই আপনি ত্যাগ করবেন কী করে?ধূমপান ত্যাগ করার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করেন অনেকে। নিকোটিন থেরাপি তার মধ্যে অন্যতম। ধূমপান করতে ইচ্ছা করলে নিকোটিন দেওয়া স্প্রে বা চিউইং গাম খেলে এই সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।যে সময়ে ধূমপান করতে ইচ্ছে করবে, তখন তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারাও কিন্তু এক রকম অভ্যাস। বন্ধু সমাগমে, কাজের ফাঁকে বা মানসিক চাপে,

যখনই ধূমপান করতে ইচ্ছে করবে নিজেই নিজের মন অন্যদিকে নিন কিংবা অন্য কিছু ভাবুন।

হাতের কাছে

হাওড়া

ডি.এম হাওড়া-
৯৮৩১০৭৬৮৬৫

এস.ডি.ও উলুবেড়িয়া-
৯৮৩০৬৯৩১৬৮

হাওড়া গ্রামীণ

সুপারেনটেনডেন্ট অফ হাওড়া রুরাল পুলিশ-
৯১৪৭৮৮৮২৩১

এস.ডি.পি.ও উলুবেড়িয়া-
৯০৭৩৩৪৩৮০২

আই.সি বাগনান-
৯১৪৭৮৮৮২৪৮

বাঁকুড়া জেলা

দমকল বিভাগ-
৮৫৮৪০২৭৩০৬

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ-
৯৪৩৪১৬৭৭৪৭

জলপাইগুড়ি

বক্সিরহাট থানা--
০৩৫৮২২৬৩৬৩০

বক্সিরহাট দমকল কেন্দ্র--
০৩৫৮২২৬৩২৩০

ধুপগুড়ি মহকুমা শাসক -
৯০৪৬২২৭৯২৪

ধুপগুড়ি বিডিও সঞ্জয় প্রধান--
৭৭৯৭৮৬৩৮০০

ধুপগুড়ি বিএমওএইচ
৭০০৩৩৬৮৫৬৭

ধুপগুড়ি আইসি
৯১৪৭৮৮৯১৬৬

বানারহাট বিডিও অফিস
নং-- ৭৩১৮৮৫৮০০৬

বানারহাট ধুপগুড়ি দমকল।
নং-- ৯৮৩২৮৪৪৯৩৫

বানারহাট হসপিটাল।
নং-- ৯৪৩৪৩৫১৯৫৭

পুরুলিয়া

এস.পি--
৮৯৭১৭৭৬৬৬/৯০৮৩৬৯৪০০

ডি.এম--
৯৪৩৪০০১১২২

সি.এম.ও.এইচ--
৯৪৩৪১৯৭০৮

সভাধিপতি--
৮৬৭০৫০০৫৭৮

আই.সি পুরুলিয়ার সদর পি.এস
৯১৪৭৮৮৮৭৬১

আই.সি পুরুলিয়া (এম) পি.এস--
৯১৪৭৮৮৮৭৬৪

মালদা

এস.ডি.পি.ও কালিয়াচক
নং-- ৯১৪৭৮৯০২৮০

বিডিও কালিয়াচক-১
নং-- ৭৭১৯৩৬০৭৪৩

বি.এম.ও.এইচ কালিয়াচক হসপিটাল।
নং-- ৮০০১০৮৪০২৯

সি.এম.ও এইচ মালদা
নং-- ৯৮৩০৮০০২৩১

মালদা ডি.এম
নং-- ৯৭৭৫৮৪৪৮৪৪

হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধেই এলাকায় একাধিক জায়গায় পড়লো পোস্টার

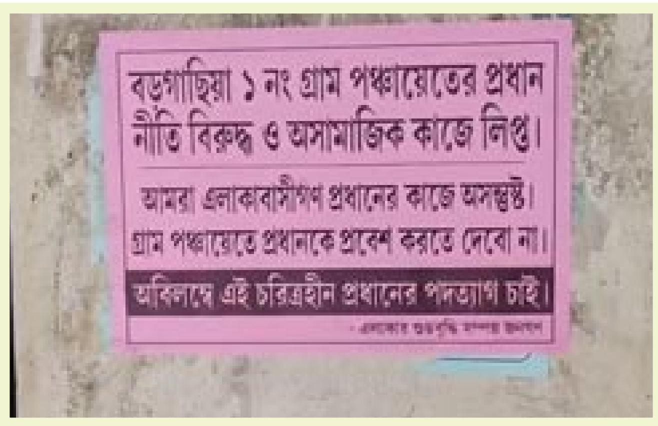

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ এবার খোদ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধেই এলাকায় একাধিক জায়গায় পড়লো পোস্টার। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের বড়গাছিয়ার ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ওই প্রধান বেশ কয়েকদিন ধরেই 'নিখোঁজ'। এমনকি পঞ্চায়েত অফিসেও তিনি প্রায় মাসখানেক আসছেন না বলে অভিযোগ। প্রধানের রুমেও ঝুলছে তালা। দীর্ঘদিন ধরেই ওই পঞ্চায়েত অফিসে প্রধানের 'অনুপস্থিতি'র কারণে বহু কাজ আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ। প্রধানের 'অনৈতিক' কাজের বিরুদ্ধে এলাকায় একাধিক জায়গায় পোস্টার পড়েছে। এবং প্রধানকে আগামী দিনে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও পোস্টার পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিভিন্ন জরুরি কাজের জন্য পঞ্চায়েত অফিসে এসেও তাঁদের ফিরে যেতে হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে ওই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, প্রধান দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত অফিসে আসছেন না বলে অভিযোগ পেয়েছি। এই বিষয়ে দুটি দিক রয়েছে একটি দলগত দিক ও একটি প্রশাসনিক দিক। দলগত দিক দিয়ে দলের সভাপতি দেখবেন। আমি প্রশাসনিক দিকটি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। এমনকি প্রয়োজনে জেলার প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা করব। দলের অঞ্চল সভাপতি বলেন, ওনার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ এসেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানকে তাঁর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এবং সদস্য পদ থেকেও ওনাকে পদত্যাগ করতে হবে।

হাওড়া সদরে তৃণমূলের দায়িত্বে অরূপ -গৌতম

নয়া জমানা, হাওড়া ঃ হাওড়া সদরে তৃণমূলের চেয়ারপার্সন হলেন মন্ত্রী অরূপ রায় ও সভাপতি হলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা লগনদেও সিং এবং সভাপতি কল্যাণ ঘোষকে তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক করা হয়েছে। দায়িত্বভার গ্রহণের পরেই এদিন মন্ত্রী অরূপ রায় ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি বৈঠক করেন। কিভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে দুজনের কথাবার্তা হয়। হাওড়া জেলা রাজনীতিতে গৌতম চৌধুরি মন্ত্রী অরূপ রায়ের অনুগামী হিসেবে পরিচিত। অরূপ রায়ের হাত ধরেই উত্তর হাওড়ার রাজনীতিতে গৌতম চৌধুরির উত্থান। স্বভাবথই ২০২৬ এর বিধানসভা ভোটের বৈতরণী পার হতে দল বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা অরূপ রায়ের ওপরৈই ফের ভরসা রাখল। দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর মন্ত্রী অরূপ রায় সাংবাদিকদের বলেন, ' দলের সংগঠনে যে গ্যাপ তৈরি হয়েছিল সেটা পূরণ করতে হবে। হাওড়া সদরের ৮টি ব্লকেই দলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। যে দায়িত্ব দল দিয়েছে তা যথাযথভাবে আমাদের সকলকে পালন করতে হবে।' প্রসঙ্গত শুক্রবারই হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়কে। এর পাশাপাশি হাওড়া সদর তৃণমূল কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি হয়েছেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী।

ঝাঁ-চকচকে, আধুনিক !

রাজ্যের প্রথম অমৃত ভারত স্টেশনের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী

নয়া জমানা, কলকাতা ঃ অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ শেষ। সার্বিক পরিষেবার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে এই স্টেশনের। ২২মে স্টেশনের সমস্ত নতুন পরিষেবার উদ্বোধন হবে। উদ্বোধন করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় কাজ শেষ হওয়া প্রথম স্টেশন কল্যাণী ঘোষপাড়া। উন্নয়নের কাজ শেষ হওয়ায় সব পরিষেবাই যাত্রীদের জন্য সেদিনই খুলে দেওয়া হবে।বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিষেবার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। পরিদর্শনের পর তিনি জানান, চলতি মাসেই এই স্টেশনের উদ্বোধন হবে। দিল্লি থেকেই এই উদ্বোধনের কাজ হবে। শিয়ালদহ ডিভিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, স্টেশন ভবনের পরিকাঠামো বদল, বিশ্রামাগার, শেডের উন্নয়ন, শৌচাগার, বসার সিট, পানীয় জল সবই আধুনিক মানের করে তৈরি করা হয়েছে। ১০৩টি স্টেশনের সঙ্গে এই স্টেশনের পরিষেবা চালু করা হবে।প্রাথমিক পর্যায়ে দেশে ১২৭৫ স্টেশনের কাজ চলছে। সম্প্রতি পূর্ব রেলের জিএম মিলিন্দ কে দেউসকর জানিয়ে ছিলেন, আগামী ছ'মাসের মধ্যেই অমৃত ভারত স্টেশনগুলির কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারমধ্যেই শিয়ালদহ শাখার কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনের কাজ শেষ হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনের পাশেই রয়েছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রচুর পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এই স্টেশন ব্যবহার করেন। এছাড়া সতীমায়ের মেলার জন্য অতি পরিচিত এই স্টেশন। স্টেশনের উন্নয়নে সকলের যাতায়াতকে আরও মসৃণ করে তুলবে বলে ধারণা রেলকর্তাদের।

ভুয়ো নথিপত্র দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ, গ্রেপ্তার ৫

নয়া জমানা, কলকাতা ঃ ভুয়ো নথিপত্র দাখিল করে বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে গাড়ি কেনার অভিযোগ উঠল। তদন্তে নেমে পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন শাখা। ধৃতদের নাম আশিকুল শেখ, সোমনাথ ঘোষ, অভিজিৎ পাল, সইফুল্লা শেখ ও শঙ্কর গুপ্ত। তারা জাল নথি দেখিয়ে পাঁচটি গাড়ি কিনেছিল বলে পুলিস সূত্রে খবর। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত তারাতলা ও বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, শঙ্কর এই চক্রের মূল মাথা। গত বছরের জুলাই মাসে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের তদন্ত শাখার এক কর্তা শেক্সপিয়ার সরণি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। তিনি দাবি করেন, ওই শাখা থেকে ভুয়ো নথি দেখিয়ে ৭৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পাঁচটি গাড়ি কেনা হয়েছে। ঘটনাটির তদন্তভার হাতে নেয় লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ। জানা যায়, আশিকুল পুরো ঘটনার অন্যতম চক্রী ও ঋণগ্রহীতার ব্যবস্থাপক। দু'টি গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে আশিকুলের মোবাইল নম্বর দেওয়া ছিল।

সোমনাথ ও অভিজিৎ দু'টি গাড়ির ক্রেতা, যার প্রতিটির দাম ১৪ লক্ষ টাকা। সইফুল্লা সমস্ত জাল ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ও আইটি রিটার্ন প্রস্তুত করেছিল। মূলচক্রী শঙ্কর গাড়িগুলি ডিলার ও অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পাঁচটি গাড়ির সন্ধান করছে পুলিস।

জন বার্লাকে আইনি নোটিশ পাঠালেন শুভেন্দু

নয়া জামানা , কলকাতা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জন বারলাকে আইনি নোটিশ দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত বৃহস্পতিবার তিনি যোগদান তৃণমূল কংগ্রেসে। টাকা গ্রহণ করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছ থেকে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যের সভাপতি সুব্রত বকশি। দল বদল করেই বারলা শুভেন্দু কে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন আমি যখন কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলাম তখন আলিপুরদুয়ারে রেলের জমিতে পি পি পি মডেলে একটি হাসপাতাল তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী বাধা দেওয়ার ওই কাজ করা যায়নি। এরপরই শুভেন্দু প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন সবটাই মিথ্যা। আর উনিতো এক বছর আগে থেকে তৃণমূলের সঙ্গে ভর করছেন।

আমাদের সংসদ রাজু বিস্তা শাস্ত্রী চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে সাহায্য করেন। ঠিক সহায়তা করেন। তারপরেও তিনি এই মিথ্যাচার করলেন। ওই আইনি নোটিসে শুভেন্দু সাব জানিয়ে দিয়েছেন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে অভিযোগ করেছেন তা ঠিক।আর যদি প্রমাণ না করতে পারেন তবে আমি আপনার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল ও সিভিল সুট ফাইল করব। গত লোকসভা নির্বাচনে জন বার্লাকে বিজেপি কোন টিকিট দেয়নি। পরিবর্তে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করে বিধানসভার বিজেপির মুখ্য সচেতক মনোজ টিজ্ঞাকে।

এদিন তিনি বলেন জন বারলা দল ছাড়লেও বিজেপির কিছু এসে যায় না। বিজেপি আগামী নির্বাচনে ভালো ফলই করবে। আর টিকিট না পেয়ে উনি সরাসরি আমার বিরোধিতা করেছিলেন। ওই বিরোধিতায় কোন কাজ হয়নি। জন বারলা বলেছেন আগামীতে আমি চা শ্রমিকদের সংগঠনকে আরো মজবুত করে তুলব। বিজেপিতে যোগ দিয়ে কাজ করতে পারিনি মানুষের। তৃণমূল কংগ্রেস এ এসে আমি সেই কাজই করব।

ভিনরাজ্যে সাইবার জালিয়াতি, আনন্দপুরে ধৃত চার অভিযুক্ত

নয়া জমানা, কলকাতা ঃ বেঙ্গালুরু ও আমেদাবাদে একাধিক সাইবার জালিয়াতিতে অভিযুক্তকে আনন্দপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল বেঙ্গালুরু পুলিস। দু'দিন আগেই চার অভিযুক্ত কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে কয়েকশো কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা বেপাত্তা ছিল। ২০২৪ সালের জুন মাসে বেঙ্গালুরুর দক্ষিণ-পূর্ব সিইএন থানায় সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ জমা পড়ে। তাতে উল্লেখ করা হয়, ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগকারীর কাছ থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ওই টাকা জমা পড়ে। তদন্তে উঠে আসে, জালিয়াতরা অনলাইনে বিনিয়োগের টোপ দিয়েও অনেকের টাকা হাতিয়েছে। আমেদাবাদেও একইভাবে প্রতারণার শিকার হন একাধিক ব্যক্তি। ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম পোর্টালের বেঙ্গালুরু পুলিসের অফিসাররা জানতে পারেন, আমেদাবাদেও ফোন গিয়েছে একই নম্বর থেকে। অ্যাকাউন্টও এক। তখনই তাঁরা বুঝতে পারেন, এটি একই চক্রের কাজ। এরপর তাদের খোঁজ শুরু হয়। চারজন ধরা পড়ে। কিন্তু পুলিসের হেফাজত থেকে তারা পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। অভিযুক্তদের মোবাইলের সূত্র ধরে তাদের কলকাতায় আসার খবর পান তদন্তকারীরা। এরপর বেঙ্গালুরু পুলিসের টিম কলকাতা পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারে, অভিযুক্তদের টাওয়ার লোকেশন আনন্দপুর এলাকা। এরপরই তাঁদের টিম আনন্দপুরে হানা দেয়। জানা যায়, মাত্র দু'দিন আগে তারা একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। বাড়ির মালিককে ভুয়ো নথি জমা দিয়েছে। কয়েকদিন পর চলে যাবে বলে তারা তাঁকে জানিয়েছিল। এরপরই স্থানীয় থানাকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবার রাতে ওই বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই বেঙ্গালুরু পুলিসের অফিসাররা চারজনকে গ্রেপ্তার করেন। ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, তারা এই এলাকায় আগেও এসে থেকেছে। ধৃতদের ট্রানজিট রিমান্ডে বেঙ্গালুরু নিয়ে যাচ্ছে পুলিস।

কলকাতা পথ দেখায়, দূষণের মাত্রা কমলো শহরে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ কলকাতার শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা তুলনায় কমে গেল। বাতাসে পাটিকুলেট ম্যাটার বা ক্ষুদ্র ধূলিকণা ভেসে বেড়ায়।

ওই ধূলিকণা জমতে জমতে বায়ু দূষণ হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের তিনটি শহরকে দূষণের মাত্রা কমার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে। এর মধ্যে কলকাতা অন্যতম। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন বাতাসে গুণমানের

উন্নতি হয়েছে। এর ফলে দূষণের মাত্রা কমে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তার সমাজমাধ্যমের পোস্টে লিখেছেন কলকাতায় পথ দেখায়। এটা ঠিকি যে দেশের সবথেকে দূষণ ছড়িয়ে রয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লির দূষণমাত্রা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। এরপর মুম্বাই ব্যাঙ্গালুরু প্রভৃতি শহরে দূষণের মাত্রা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকায় সবুজায়নের প্রকল্প চালু করেছে। কয়েক বছর আগে লাগানো গাছ বড় হওয়ায় দূষণের মাত্রা কমেছে। শহরের ফুসফুসে অক্সিজেনের মাত্রা ও বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আসুন সবাই মিলে আমরা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর শহর তৈরি করতে পারি। এটা ঠিকই যে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে নিউ টাউন

রাজারহাট এলাকা ঘিরে সবুজায়ন প্রকল্প চালু হয়েছে। এখানে অক্সিজেনের মাত্রা বেশি। দূষণ কম হওয়ায় কলকাতা বাতাসে পাটিকুলেট ম্যাটার আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে।

জাল টিকিট পরীক্ষকদের রুখতে নতুন পরিচয় চালু হলো

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ এখন থেকে সাদা জামা আর কালো কোট পড়া কেউ টিকিট চাইলে তাদের সঠিক চেকার বলে ধরবেন না। বরং তাদের জন্য বলা হয়েছে আরপিএফ কে অভিযোগ জানাতে। সম্প্রতি হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে বেশ কয়েকজন কাল টিকিট পরীক্ষককে গ্রেফতার করেছে রেল পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে হাওড়া ও শিয়ালদহ ডিভিশনে একটি চক্র তৈরি হয়েছে। যারা না থাকা যাত্রীদের থেকে জরিমানা আদায় করছে। এই খবর সামনে আসতেই শিয়ালদহ ডিভিশনে চালু হলো চেকার দের জন্য নতুন পরিচয়। একটি গোলাকার চাকরির মধ্যে হিন্দি ও ইংরেজিতে লেখা থাকবে টিকিট কালেক্টর। তার সঙ্গে থাকবে একটি প্রতিটি ছবি এবং আধিকারিকের সই। যদি কেউ ওই পরিচয়পত্র ওই পরিচয় ছাড়া টিকিট চায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের রেল পুলিশকে জানাতে হবে। শুক্রবার শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম এই ব্যবস্থা চালু করেন। সম্প্রতি হাওড়া ও শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বালিগঞ্জ স্টেশনে দুজন ভুয়ো টিকিট পরীক্ষককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তারপরেই রেলপথ কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোর্টের কলারে ওই চাপটি লাগানো থাকবে। তাহলেই বুঝতে হবে তারা সঠিক টিকিট পরীক্ষক। ভারতীয় রেল জানিয়ে দিয়েছে কোনভাবেই যাত্রীদের হেনস্তা করা যাবে না। তাই এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।

নির্বাচনে টিকিট পেতেই সব্যসাচীর হামলা ঃ শুভেন্দু

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সামনে বিধানসভার ভোট। তাই সব্যসাচী দত্ত টিকিট পেতে বিকাশ ভবনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর তার বাহিনী নিয়ে হামলা করেছে। এই অভিযোগ করেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার তিনি বলেন, অতীতে ভাঙ্গরে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনের টাওয়ার বসানো নিয়ে গ্রামবাসীরা যে আন্দোলন করেছিল তার নেপথ্যে ছিলেন এই সব্যসাচী দত্ত। বারাসাতে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় যারা আন্দোলন করছিলেন সেই আন্দোলন ভাঙ্গারও কারিগর সব্যসাচী দত্ত। তিনি বলেন উনি ঠেঙ্গারে বাহিনী পোষেন। আর তাদের দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হামলা করেন। বৃহস্পতিবার তিনি যা করেছেন তার বাহিনী নিয়ে গিয়ে তা অপরাধ। যেখানে বড় আন্দোলন হচ্ছে সেখানে তিনি গেলেনই বা কেন? শুভেন্দর প্রশ্ন এইসব মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া হতে পারে না। আসলে বিধানসভার চেয়ারম্যান হয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। তাই বিধানসভার টিকিট পেতে তিনি এইসব কাজ করছেন। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক নিগ্রহ নিয়েও মুখ খোলেন বিরোধী দলনেতা। তার অভিযোগ দুই দুই জন সাংবাদিক নিগৃহীত হলেন সব্যসাচী ও তার বাহিনীর হাতে। কিন্তু কলকাতা প্রেস ক্লাব এখনো পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ অথবা মিছিল করেনি। আসলে প্রেসক্লাবও এখন হয়ে গিয়েছে। সাংবাদিকদের যে সলিডারিটি ছিল কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই জমানায় তার বিন্দুমাত্র নেই।

রাজ্যে ১৫ পোস্ট অফিস বন্ধ হতে চলেছে

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ গ্রাহকের অভাব। তাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকাতা ও শহরতলী ১৫ টি ডাকঘর। ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল এই সিদ্ধান্ত নিল। তবে কর্মীদের সাথী হারানোর কোন সম্ভাবনা নেই। ওয়েস্ট বেঙ্গল ডাক বিভাগ এই আশ্বাস দিয়েছে। যেসব পোস্ট অফিস বন্ধ হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল পার্ক সার্কাস, বোসপুকুর রোড, ঝাউতলা, বারাকপুর বাজার, সহ ১৫ টি ডাকঘর। কেন্দ্রীয় ডাক ও তার বিভাগ ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেল কে এজন্য নির্দেশিকা ও পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই নির্দেশে আজ বলা হয়েছে কোনভাবেই কর্মী সংকোচন করা হবে না। তাদের অন্যত্র বদলি করে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে। বিনিয়োগের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংক পুলিশ সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে পোস্ট অফিস। বিশেষ করে গ্রামীণ পোস্ট অফিসে বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু শহর ও শহরতলীতে এ ধরনের বিনিয়োগ নেই। তাই আর্থিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়া এই পোস্ট অফিস গুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এইসব পোস্ট অফিস বন্ধ হলে চিঠিপত্র আদান-প্রদান থেকে শুরু করে পাসপোর্ট ইত্যাদি কিভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছবে। আরো প্রশ্ন ওই সব পোস্ট অফিসে যারা ইতিমধ্যেই বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করেছেন তাদের অ্যাকাউন্ট দূরবর্তী পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হলে গ্রাহকদের সমস্যা হবে। কারণ পোস্ট অফিসে বেশিরভাগ মানুষই বিনিয়োগ করে থাকেন তাদের অবসরের প্রাপ্য টাকা থেকে। এমত অবস্থায় পোস্ট অফিস গুলি বিভাগীয় প্রধানদের কাছে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হবে। তবে পোস্ট অফিস বন্ধ হলে মানুষের টাকা বেসরকারি ব্যাংকে চলে যাবে। ব্যাংকগুলি বাড়তি মুনাফা নেবে। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক কিছু সার্কুলার বলছে সুদের পরিমাণ কম। সবমিলিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে।

সেরা কলকাতা

ফের দেশের সেরা তিন শহরের তালিকায় কলকাতার নাম।কলকাতার মুকুটে নয়া পালক। পরিবেশ সুরক্ষায় এবার কলকাতার মুকুটে জুড়ল কেন্দ্রের স্বীকৃতি।তকলকাতা আবার পথ দেখাল! কেন্দ্র পরিবেশ সুরক্ষার নিরিখে তিনটি শহরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার মধ্যে কলকাতাও রয়েছে।পরিচ্ছন্ন এবং সবুজে ভরা কলকাতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।নগরায়নের ফলে ক্রমশ বাড়ছে দূষণ। দিল্লি-সহ দেশের একাধিক শহরের পরিস্থিতি প্রায় একইরকম। বিশেষত দিল্লির অবস্থা খুবই খারাপ। বারবার তা শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে। কলকাতার ছবি একেবারেই আলাদা। 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' বাতাসে নেই বললেই চলে। তার ফলে বায়ুদূষণ হচ্ছে না। 'পার্টিকুলেট ম্যাটার' হল বাতাসে মিশে থাকা ক্ষুদ্র কঠিনকণা এবং তরলের সংমিশ্রণ। সে কারণে দূষণমুক্ত কলকাতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কেন্দ্র।

চিঠিপত্র বিভাগ

লালগোলা ট্রেন

লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাত্রীদের পা ফেলার জায়গা থাকে না, চিঁড়ে-চ্যাপ্টা ভীড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঠাঁই দাঁড়িয়ে পা কনকন,মাজা কনকন নিয়ে এ-পা ও-পা করে দাঁতে দাঁত চেপে বহুকষ্টে চলা। সীটে বসা যাত্রীদের নড়াচড়া দেখে পরখ করার চেষ্টা করে কাছাকাছি কেউ নামবে কিনা। কপাল ভালো থাকলে কোনো কোনো সময় জায়গা জুটে যায় আর নাহলে অবস্থা ভাপাচাল। তারমধ্যে থাকে হকারদের লাইন। এ যেন ছোটখাটো মেলা। একসঙ্গে দশবারো জন এক কামড়াতে ওঠে, শুরু হয়ে যায় গুঁতোগুঁতি। এতে এই জৈষ্ঠ্যের গরমে যাত্রীদের অবস্থা এবারে সিদ্ধ চাল যেন, প্রাণ হয় লবেজান। যারা ওঠে তারা জানে লালগোলা ট্রেনে চাপা মানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। তাই, চাই লালগোলা লাইনে আরো ট্রেন এবং সেইসঙ্গে হকার নিয়ন্ত্রণ।

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস,
সাহেব নগর, পলাশীপাড়া, নদিয়া।
১৪/৫/২৫

রাস্তা মুক্ত চাই

মালদহ জেলার হবিবপুর ব্লকের আইহো ঘোষপাড়া।এখানে একটি ছোট্ট সেতু রয়েছে।এই রাজ্য সড়কের উপর দিয়েই মালদহ শহর থেকে সমস্ত যানবাহন নালাগোলা গঙ্গারামপুর এমনকি বালুরঘাটে যায়।সময় বদলেছে।বেড়েছে যানবাহন চলাচলের সংখ্যাও।যাত্রীবাহী গাড়ির সাথে সাথে,অন্য বোঝাই গাড়ি চলাচলের সংখ্যাও বেড়েছে।কিন্তু মালদহ নালাগোলাগামী আইহো ঘোষপাড়ায় রাজ্য সড়কের উপর সব সময় গবাদিপশুর আনাগোনা দেখা যায়।কখনো গবাদি পশুগুলি রোডের উপর বসে থাকে,শুয়ে থাকে।গাড়ি চালক ও বাইক চালকেরা একটু অসতর্ক হলেই ঘটে দুর্ঘটনা।তাই স্থানীয় প্রশাসন ও হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে অবিলম্বে আইহো ঘোষপাড়া এলাকার সাধারণ মানুষকে বিষয়টি নিয়ে সচেতন করা হোক।গরু ছাগল গবাদি পশু যেন রোডের উপর না ছেড়ে দেয়। সেদিকে প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি রাখার অনুরোধ করছি।

উজ্জ্বল সরকার,বুলবুলচন্ডি,হবিবপুর

ভাগাড় চাই

মাননীয়,সম্পাদক, সমীপেষু

,আপনার দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে প্রশাসনকে অবগত করতে চাই যে মালদহ জেলার বামনগোলা ব্লকে গরু ছাগল ভেড়া মুরগি কুকুরের মৃত্যু হলে সেগুলি এলাকার মধ্যেই পড়ে থাকে ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। শুধু তাই নয় দুর্গন্ধের সাথে সাথে জীবাণুও ছড়ায়।বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার উন্নয়ন হচ্ছে। পানীয় জলের সংকট দূর হয়েছে।গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছে বিদ্যুৎ।কিন্তু গবাদি পশুর সহ কুকুর বিড়ালের মৃত্যু হলে সেগুলি খেলার জন্য নেই কোন স্থায়ী ভাগাড়।ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি ভিডিও ও প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের প্রতি আবেদন অবিলম্বে ভাগাড় নির্মাণ করা হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।তাই ব্লক প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির প্রতি আবেদন শীঘ্রই বামনগোলা ব্লকে স্থায়ী ভাগাড় নির্মাণ করা হোক।

অশোক হালদার,বামোনগোলা,মালদহ

আন্ডারপাস তৈরির দাবি

সামসি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি আন্ডারপাস তৈরির।সামসি রেলগেটে আন্ডারপাস তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের।কিন্তু হেলদোল নেই রেল দপ্তরের।ইতিমধ্যেই সামসি রেলগেটে আন্ডারপাস তৈরির দাবি জানিয়ে রেল দপ্তর কে চিঠি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।তারপরেও এতদিনে তৈরি হয়নি রেলের আন্ডারপাস।কি কারণে তৈরি হয়নি রেলের আন্ডারপাস একজন সাধারণ মানুষ হয়ে তা বুঝতে পারছি না।রেল দফতরের কাছে অনুরোধ শীঘ্রই সামসি রেলগেটে আন্ডারপাস তৈরি করা হউক।

ফাইজ আহমেদ,সামসি,মালদহ

শ্বেত মৃত্যুর নিচে

এভারেস্ট রেষ্ট ইন পিস সুব্রত

দীপক দাস

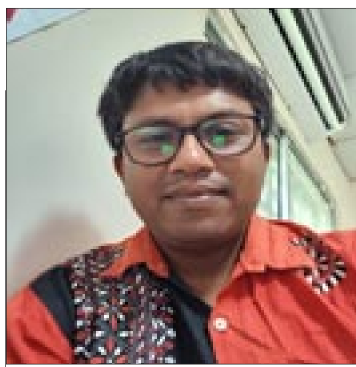

আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগের গল্প।তখন সবে ক্রিকেট মাঠে কমেন্ট্রি শুরু করেছি।অনেক কিছু ভূল হচ্ছে।কোথাও অ্যাক্সেন্ট। কোথাও গ্রামার।একদিন সুব্রত এসে বলল বাপি দা (ডাক নাম আমার) তোমার এক্সেন্ট খুব পুওর।ভুল হচ্ছে।একবাক্যে মেনে নিয়েছি।কারন সুব্রত মেধাবী, কারণ সুব্রত অত্যন্ত পড়ুয়া।এরপর একদিন জানলাম সুব্রত হাইস্কুলে চাকরি পেয়েছে।ইংলিশের শিক্ষক।ভালো লেগেছিল, কারণ পড়াশোনা বাদে ও যে কিছু জানত না। সুব্রত যাকে ভালোবাসত সেও আমার পাড়ার মেয়ে।একদিন সেই মেয়েও স্কুলে চাকরি পেলো।কিন্তু এরপর আমরা সবাই যে যার পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে এলাম।দূরত্ব বেড়ে গেল। পিছনে পড়ে থাকল সেই সবুজ ঘেরা কে এস পি মাঠ।কুপার্স ক্যাম্প।ওল্ড সি আর ই।যেখানে সুব্রত, পম্পা , আমরা বেড়ে উঠি, আরও স্মৃতি...আরও.. আরো। তখনো জানতাম না সুব্রত পাহাড় ভালোবাসে, তখনও জানতাম না যারা পাহাড় ভালোবাসে তাদের সংসার করতে নেই,বাচ্চা নিতে নেই, শুধু জীবন আর পাহাড়ের শ্বাস মুল চুষে নিতে নিতে লিভ - ইন করতে হয়।পমপা সুব্রত কে বিদায় দিয়ে বেস ক্যাম্পে বসে রইল।হিমালয়ের বুকে এভারেস্ট তখন সাদা চাদরে মোড়ানো। ধীরে ধীরে চরম শিখর- এভারেস্টে বুকে ভারতের পতাকা পুতে দিল, পুতে দিল একটা জেদ,পুতে দিল সেই ছোট্ট বেলা থেকে না হারার মানসিকতা। ফাইট সুব্রত ফাইট।জিও।জিও।ও যে আমার পাড়ার।আমার ছোট।কিন্তু এরপর তো আরও চ্যালেঞ্জ। গ্যাস সিলিন্ডার কমে আসছে।রাত বাড়ছে।কদম

কদম মেপে চলতে হবে।ওর গার্ল ফ্রেণ্ড পম্পা তখন বেস ক্যাম্পে ওর অপেক্ষায়। ক্যাম্প ফোর থেকে সামান্য ওপরে উঠতেই শুরু হয়েছিল ঝড়। দলটা ছয়জনের, কিন্তু আবহাওয়ার খারাপ পূর্বাভাস সত্ত্বেও , সুব্রত নামতে চেয়েছিল। আমি

আজই নামব, বলেছিল সে। ক্ষ্মএটা আমার স্বপ্ন। যদি ফিরে না আসি, জানবে আমি পাহাড়ের কোলে লুকিয়ে পরেছি।বাকি পাঁচজন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে একা যেতে দিয়েছিল। তারা ক্যাম্পে ফিরে গিয়েছিল, ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ১১টা।রাতটা অন্ধকার ছিল, আর ঠান্ডা কাঁচের মত ধারাল। পরদিন ভোরবেলা তারা রেডিওতে শুনল, একটি স্যাটেলাইট লোকেশন সুব্রত শেষ অবস্থান দেখিয়েছে হিলারি স্টেপের একটু নিচে। কিন্তু এরপর কিছুই নয়।একদিন পরে, আবহাওয়া কিছুটা ঠিক হলে দুইজন শেরপা আর সুব্রতর এক বন্ধু উপরে উঠল। বরফের নিচে, একটা ঝাঁকড়া পাথরের পাশে তারা দেখল ;বসে থাকা অবস্থায়, পিঠ ঠেকে আছে পাথরে, চোখ বন্ধ, ঠোঁট জমে নীল।তার ক্যামেরায় শেষ ছবি ছিল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে তোলা, যেখানে সে একাই দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে বিশাল শূন্যতা।কে জানে, শেষ মুহূর্তে সে কী ভেবেছিল;জয়, না অতল পরাজয়?এভারেস্ট তাকে গ্রাস করেছে, কিন্তু তার স্বপ্ন আজও সেই চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।ভালো থাকিস সুব্রত।পাহাড়ে থাকিস।আরও কোন জন্মে হয়ত একি পাড়ায় থাকব।

মোস্তাক হোসেন এক অপ্রতিরোধ্য স্বপ্নবাজের নাম

সোনিয়া তাসনিম

দেশভাগ সময় বা তার পরবর্তীকালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের বুকে আঁকড়ে থাকা মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থান ও পরিচিতির সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে খুব দ্রুত। মূলত ভারত ভাগের ঘোষণার সাথেই যেন সুবিশাল এই মানচিত্র থেকে একরঙা এক সমৃদ্ধ জাতি হঠাৎই তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যার দরুন তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এক ভয়াবহ বিপন্নতার। আচমকা কোনওরকম ঘোষণা কিংবা প্রস্তুতি ছাড়াই তাদের পরিচিতি হয়ে ওঠে এক শব্দে। সংখ্যালঘু। আদৌ সে সময়টাতে শিক্ষিত, অবস্থাসম্পন্ন, অভিজাত মুসলমানদের সিংহভাগ পাকিস্তানে থিতু হওয়ার কারণটাই মূলত এমন সংকটাপন্ন অবস্থার সূচনার কারণ। একই পতাকার বিভাজন ভিন্ন দুটি রাষ্ট্র তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিলুপ্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার জন্মের কারণে দেশভাগ যেমন মুসলমানদের নিজস্ব পরিচিতিকে বদলে দেয় তেমন ক্ষমতানির্ভর কেন্দ্রটিকেও করে তোলে নড়বড়ে। উন্নত তথা অগ্রগামী চেতনার বলয়ে সৃষ্টি হয় এক বিশাল শূন্যতা। যার দরুন একদা অখণ্ড ভারতে বসবাসরত বৃহত্তর এই মুসলিম জাতি খণ্ডিত ভারতের মানচিত্রে সেই সংখ্যালঘুর তকমা আঁকড়ে নিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। অবস্থা দাঁড়ায় গভীর সমুদ্রের মাঝে ভাসতে থাকা দিগ্বিদিকশূন্য কোনও তরীর মতো। শুরু হয় নেতৃত্বের এক বিশাল সংকট। দক্ষ দিকনির্দেশকের এই অভিশপ্ত খরায় পুড়ে অঙ্গার হতে থাকে বৃহত্তর একটি জাতির সমৃদ্ধি তথা উন্নয়নের চেতনার অবারিত সম্ভাবনা। রুখে যায় উন্নয়নের জোয়ার। তাতে খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া অবাঞ্ছিতর মতোই কালের স্রোতে বিলীন হয়ে যায় একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা। প্রবল আর্থসামাজিক পশ্চাদপদতায় ডুবে যায় মুসলিম জাতির মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার প্রয়াস। এমতাবস্থায় পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু এই মুসলিমদের দুর্দশা অনুধাবন করা নেহাতই অকল্পনীয় এক ব্যাপার ছিল। শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, আর্থিক অস্বচ্ছতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব ঘুন পোকার মতো যখন কুড়ে কুড়ে গোটা মুসলিম সমাজকে ক্ষুধার্ত দানবের মতো গ্রাস করে নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময়টাতেই মোস্তাক হোসেনের আগমন। একটি ধসে পড়া, বিপর্যস্ত জাতিকে পুনরায়

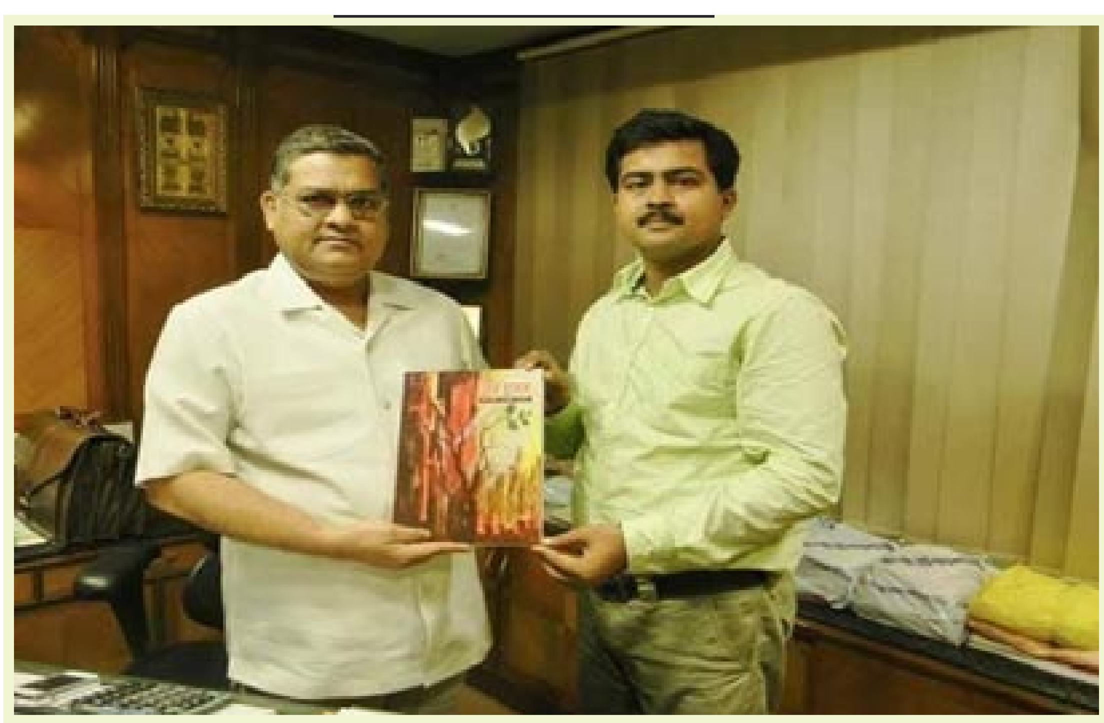

ঘুরে দাঁড়াতে তথা নতুন দিনের সবুজ চেতনার স্বপ্নে বিভোর করে নিতে পতাকা আন্দোলনের এই পথিকৃৎ তাঁর নবজাগরণ, উন্নয়ন আর চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন গোটা মুসলিম সমাজের মরুপ্রতিম দুর্বল চিত্তক্ষেত্রে। আর কেবল আশা জাগিয়েই নয়, অমোঘ সেই সফলতার লালসা বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে তার চারাগাছ উন্মেষ পর্যায় থেকে আরাম্ভ করে মহীরুহে বিস্তার ঘটানোর একনিষ্ঠ সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন এক অবিচল, দক্ষ কৃষকের মতোই। আর একটা সময় তাঁর এই ঐকান্তিক প্রয়াস কেবল বুঝি কেবল মুসলিম জাতির অগ্রযাত্রায় নয় বরং এক অখণ্ড জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। সফলতার সোনালি ধানে গোলা ভরে তোলা এই ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করেছেন ক্ষীয় শক্তি আর দুর্বলতা নিয়েও কেবল ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমের মাচা আগলে নেওয়ার মধ্য দিয়েই এক বৃহত্তর জাতির অগ্রযাত্রা সগর্বে ধাবমান হওয়া কোনও রূপকথার গল্পকেও হার মানাতে সক্ষম। সুশীল, অগ্রগামী, সমৃদ্ধ চেতনার অধিকারী এই ব্যক্তিত্ব মোস্তাক হোসেনের নাম তাই পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের কাছে এক আবেগের নাম। অনুপ্রেরণার জ্বলন্ত মশাল। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই প্রাণোচ্ছল ব্যক্তি প্রমাণ করেছেন কেবল পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে নয় বরং সুদূরপ্রসারী অগ্রগামী চিন্তার সাথে, নিখুঁত পরিকল্পনার ছক আর সাথে কায়িক পরিশ্রমের ইন্ধন মিললেই কণ্টকাকীর্ণ অনুর্বর জমিনের মাঝেও সফলতার রাস্তার মসৃণ আইল কেটে নেওয়া অসম্ভব কোনও কিছু নয়। মহৎ এই পথিকৃতের জীবন ঋতু বৈচিত্র্যের মতোই বর্ণিল আর বৈচিত্র্যময়। ইতিহাসের ধূসর পাতা থেকে তুলে নিয়ে আসা মোস্তাক আহমেদ নামটির ব্যবচ্ছেদ করে নিলে তাই বিস্মিত হওয়ার সাথে সাথে উজ্জীবিত হওয়ার এক মূলমন্ত্রও রক্ষাকবচের মতোই হৃদ মাঝারে আসন গেড়ে বসে। শুরুটা ছিল সেই ৪৭ পরবর্তী সময়ের পরে। টালমাযাল অবস্থায় উপনীত হতভাগ্য বিচলিত মুসলিম জাতি যখন পোক্ত কোনও বন্দরে ক্ষীয়কায় কোনও নোঙর গেড়ে নিতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়টাতেই প্রজ্বলিত মশাল হাতে মোস্তাক হোসেনের আগমন। তবে মঞ্চে অবতীর্ণ কাল এই সময়ে হলেও মূলত শুরুটা ছিল বিশ শতকের চল্লিশ দশকে। গঙ্গা-পদ্মার ভাঙনের করাল গ্রাসে যখন সুফলা জমি জল মাতার গর্ভে বিলীন, মুর্শিদাবাদের জনগণ তখন হাহাকারে নিমজ্জিত। জঙ্গিপুরকেন্দ্রিক নীল চাষ, লাক্ষা চাষের পাট চুকিয়ে নিজেদের ন্যূনতম কৃষি জমিনটুকুও যখন হাত ফসকাবার উপক্রম ঠিক সেই সময়টাতেই এই সব নিম্নবিত্ত মানুষগুলোর ভাগ্যাকাশে ধ্রুবতারার মতো উদিত হলেন গিয়াসউদ্দিন বিশ্বাস। তাঁর হাতে তুলে নেওয়া ঝান্ডার সুশীতল পতাকার ছায়ায় তিনি মুটেমজুর এসব হতভাগ্যদের দেখিয়ে দিলেন নতুন দিশার আলো। প্রায় পুঁজিহীন ব্যবসার সূত্রপাত ঘটানো এই আত্মপ্রত্যয়ী সংবেদনশীল গিয়াসউদ্দিন বিশ্বাসের হাত ধরেই ধূলিয়ান ও অওরঙ্গাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কারখানা। কাস্তে, কোদাল হাতে অভ্যস্ত হাতেরা ধীরে ধীরে চালনা করতে শিখে যায় কারখানার কলকব্জার জটিলতা। সেই যে শুরু এর পরেরটা কেবলই সফলতার আলেখ্য।এই গিয়াসউদ্দিন বিশ্বাসের পাঁচ পুত্র ও চার কন্যার মাঝে মোস্তাক হোসেন, পঞ্চম। প্রতিভাবান দূরদর্শিতা সম্পন্ন মোস্তাক জন্ম নিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। মুর্শিদাবাদের অওরঙ্গাবাদের চাঁদড়া গ্রামে। বাল্যশিক্ষা আঁকড়ে ধরা এই চাঁদড়া গ্রামের প্রদীপ পাঠশালাতেই। এরপর কলমের আঁচড় আঁকেন নিমমতিতার গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ ইনস্টিটিউটে। বহরমপুরের ঐতিহ্য সম্বলিত কৃষ্ণনাথ কলেজে বি.কম সম্পন্ন করেন অ্যাকাউন্ট্যান্সিতে। এরপর চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টে পাঠচক্র গড়িয়ে যেতে চাইলেও গতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে বাবার অসুস্থতায়। তবে সময় পরিক্রমায় ঠিকই বংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হিসেবে নিজেকে প্রমাণও করেন পরবর্তীতে। শিক্ষার প্রতি তাঁর এই অবিচল নিষ্ঠা প্রমাণ করে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে কতটুকু জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। সাল ১৯৮০। পিতার অসুস্থতার হেতুই ব্যবসার গণ্ডিতে নিজেকে পুরোদস্তুর আবৃত করে নেওয়ার পর বইয়ের পাতায় ডুবে যাওয়ার প্রয়াসটা স্বপ্নজয়ের ঝাঁপিতে বন্দি রাখতে হয় না চাইতেও। তবে হাল ছেড়ে দেন না মোটেও। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেশ বুঝতে পেরেছিলেন জীবনে দাঁড়িয়ে যেতে হলে কেবল পুঁথিগত জ্ঞানটা থাকলেই হয় না সঙ্গে বাস্তব জীবন পাঠের রসদটাও ভীষণ জরুরি। তাইতো পিতার দেখানো পথে হেঁটে পতাকার খুঁটিনাটি বিষয় নখদর্পণে আয়ত্ত করে পাড়ি দেন বহুটা পথ। সীমাবদ্ধ ব্যবসার বাজার এবং আসু আবসু আন্দোলনের বিপরীত বাতাস সংকেত দিচ্ছিল ভিন্ন বার্তার। আর তাই তাঁর তুখোড় মস্তিষ্কের বুনন ছড়ায় অন্য প্রদেশে। সেই পরিকল্পনা সফল করতেই ঝান্ডা গেড়ে নেন দিল্লির বুকে। ব্যাটে-বলে ছন্দ মিলে যায় সুন্দর। পতাকার ছায়া বিস্তার করে সুদূর হরিয়ানায়। বিচক্ষণ মোস্তাক বুঝতে পেরেছিলেন সুদূর অভীষ্ট এই লক্ষ্য ছুঁয়ে নেওয়া একার পক্ষে অনেকটাই অসম্ভব শামিল। তাই দশের লাঠি একের বোঝা এই নীতিতে অবলম্বন করে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন মিত্রশক্তির উদ্ভব ও বিস্তারে। আর তখুনি লালা সুশীল শেঠের সহযোগিতায় হরিয়ানার বিস্তীর্ণ ভূমিতে পতাকা তার প্রভাব বিস্তার করে দারুণ ভাবে। এরপর একে একে রাজস্থান থেকে পাঞ্জাব, হিমাচল থেকে দক্ষিণ ভারত এই সমস্ত প্রদেশে কেবল পতাকারই ছায়া বিস্তৃত হতে থাকে সগর্বে। মোস্তাক হোসেন তাঁর প্রখর জ্ঞান এবং ব্যবসায়িক কূটচালে শিল্পখাতকে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করে নেন বলাবাহুল্য এমনটা করা সহজ ছিল না মোটেও। অগ্রযাত্রায় এই দৌড়ে কাঠখড় পোড়াবার সঙ্গে ঝুঁকিও নিতে হয়েছে তাঁকে বহুবার।

নতুন মুখের উপর ভরসা রাখল তৃণমূল কংগ্রেস

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃবসিরহাট সাংগঠনিক জেলা নতুন জেলা সভাপতি পেল ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা ছাত্রনেতা থেকে মানুষ জনগণের নেতা বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন এর উপর , ২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এই বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালিকেই জাতীয় ইস্যু করে লড়াই করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল তৎকালীন সময় হাজী নুরুল ইসলাম প্রায় তিন লক্ষ্যের কাছাকাছি ব্যবধানে হারিয়েছিল তার নিকটবর্তী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী রেখা পাত্র , সাতটি বিধানসভা ও একটি লোকসভার দায়িত্ব এখন এই দুধে ছাত্রনেতার হাতে , পূর্বে এই দায়িত্বে ছিলেন সদ্য প্রয়াত লোকসভার সাংসদ হাজী নজরুল ইসলাম , এর পূর্বে এই ছাত্রনেতা সামলেছেন বাদুড়িয়া নর্থ ব্লকের সভাপতি দায়িত্ব তাছাড়াও লিটন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ।এদিন নতুন জেলা সভাপতি নাম ঘোষিত হতেই বাদুড়িয়া বসিরহাট ও জেলার সর্ব এলাকায় কর্মীরা মেতে ওঠেন চলে মিষ্টি মুখ ও শুভেচ্ছা বিনিময় সবুজ আবিরে মেতে ওঠে গোটা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা। নবনির্বাচিত সভাপতি বলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংগঠনিক জেলায় সাতটি বিধানসভায় যাতে ৫০ থেকে ৬০ হাজার ভোটে জিতে উপহার দিতে পারি তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে যাব পূরণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবো বিশেষ করে সন্দেশখালি বিধানসভায় ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৮৫০০ ভোটে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু সেটাও আমরা দেখব এখন সন্দেশখালি মা-বোনেরা ভুল বুঝেছে দলে দলে আমাদের সঙ্গে আসছেন উন্নয়নের ধারাকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাবো। ব্লক সভাপতি পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তৃণমূলের সদস্য সহ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আমি দিনের একটি মজবুত সংগঠন তৈরি করে দলকে উপহার দেয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য। বসিরহাট লোকসভায় হারোয়া হিঙ্গল সন্দেশখালি বিধানসভায় দেখা গিয়েছে একাধিক গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সেটা নিয়ে তিনি বলেন আমাদের মধ্যে কোন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই বিরোধীরা চক্রান্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে এর জবাব দেবে বাংলার সাধারণ মানুষ।

মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ সাগর বিধানসভার নামখানা ব্লকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল শুক্রবার, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার , এবং মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নামখানা ব্লকের সভানেত্রী সহ অন্যান্যরা। এদিন অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচিতে মহিলাদেরকে বলা হয়, ২৬ শে বিধানসভা নির্বাচন, নির্বাচনে মহিলা ভোট টানতে এলাকার মহিলাদের সাথে কথা বলতে হবে। মহিলাদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী,রূপশ্রীর মত প্রকল্প, মমতা সরকার করে দিয়েছে,সেসব বিষয় নিয়ে এলাকার মহিলাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। অঞ্চলে আঁচল কর্মসূচির মাধ্যমে একত্রিত করা হয় ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যদের।

শিক্ষকদের ওপরে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসইউসি-র

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ ১৫ মে বিকাশ ভবনে যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষকদের উপর নৃশংস পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৬ মে শুক্রবার এস ইউ সি আই (সি) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসের ডাকা দেওয়া হয়।সাথে সাথে আজ রায়দিঘী বাজারে ব্রীজের সম্মুখে এস ইউ সি আই সি দলের রায়দিঘী লোকাল কমিটির ডাকে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের রায়দিঘী লোকাল কমিটির সম্পাদক জয়দেব সরদার ও জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বিশ্বনাথ সরদার।

এদিন বিশ্বনাথ সরদার বলেন, বিকাশ ভবনের যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের ওপরে ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে আনে, কোনো শিক্ষকের মাথা ফেটে গিয়েছে, শিক্ষিকাদের ওপরে মারধর করা হয়েছে, এই ঘটনায় এখনো বহু শিক্ষক কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

ইতিমধ্যে সারা পশ্চিমবাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, শিক্ষকদের ওপরে যেভাবে পুলিশী অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, তীব্র ধিক্কার জানালেন এস ইউ সি আই দলের জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ সরদার এবং তার সহকর্মীরা।

জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন মথুরাপুরে

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভারতবর্ষে ১৬ ই মে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালন করা হয়, বর্ষাকালে মশার প্রজনন এবং সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে উদ্বেগের মধ্যে এই পরামর্শটি জারি করা হয়েছে। এই সময়কালে সাধারণত মশার প্রজনন এবং সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়। ডেঙ্গু জ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বরের ভাইরাস ছড়ায়। এর ফলে সাধারণত ত্বকে ফুসকুড়ি, মাথাব্যথা ও উচ্চ জ্বর দেখা দেয়। ডেঙ্গুর কোন নির্দিষ্ট ওষুধ নেই, প্রতিবছর চিকিৎসকরা ডেঙ্গুর লক্ষণ ব্যবস্থার ওপর মনোযোগ দেন বেশি করে।

ডেঙ্গু দিবসের উদ্দেশ্য হলো এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করতে পারে এমন সম্ভাব্য চিকিৎসার বিকল্পগুলি নিয়ে শুক্রবার ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘী বিধানসভার মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকে ডেঙ্গু দিবস পালিত হল। এদিন ডেঙ্গু দিবসে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর দু নম্বর ব্লকের ব্লক আধিকারিক নাজির হোসেন, জয়েন্ট বিডিও সীমা মুন্ডা, জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি জয় ভূষণ ভান্ডারী, মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের জনস্বাস্থ্যের কর্মদক্ষ সহাদেব সরদার সহ অন্যান্যরা।

সম্প্রীতি ও একতার শপথে রক্তদান শিবির নামাখানায়

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আয়োজনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা (নামখানা শাখা) দ্বারিক নগর গ্রামীন হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। গ্রীষ্মকালীন তীব্র রক্ত সংকটের মোকাবিলা করতে ও রোগীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সকল জাতি নির্বিশেষে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ১৫০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন, পাশাপাশি হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও আশা কর্মী সহ এলাকার বাসিন্দারাও রক্তদান করেন, রক্তদানের শেষে সকল রক্তদাতাদের হাতে একটি করে সার্টিফিকেট তুলে দিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, যারা সার্টিফিকেট নিয়েছেক্ষ্ম তাদের আগামী দিনে রক্তের প্রয়োজন পড়লে সার্টিফিকেট দেখিয়ে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবে ব্লাড ব্যাংক থেকে। এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সীমান্ত কুমার মালি সহ অন্যান্যরা।

মথুরাপুরে মাধ্যমিক কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানালেন সাংসদ বাপি হালদার

নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ মথুরাপুর লোকসভার ১৭ টি ব্লক স্কুলের মাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির তত্ত্ববোধনে এই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার নিজেই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা জানান। উল্লেখ্য, কাকদ্বীপ সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির স্কুলের ছাত্র সৌভিক দিন্দা প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৬ পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে রাজ্যের মধ্যে।

মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র রাহুল রিকতিয়াজ ৬৮৬ নম্বর পেয়ে দশম স্থান অধিকার করেছে রাজ্যের মধ্যে। পাশাপাশি কাকদ্বীপ সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দিরের পবিত্র মন্ডল ৪৮৯ প্রাপ্ত নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করেছে রাজ্যের মধ্যে। এদিন সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, রায়দিঘীর বিধায়ক অলক জলদাতা, ব্লক সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ।এদিন সাংসদ বাপি হালদার বলেন,এবছর অত্যন্ত ভালো ফলাফল করেছে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীরা, এবং ছাত্রছাত্রীরা ভালো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের সফল ভবিষ্যতে কামনা করেন সাংসদ বাপি হালদার। আগামী দিনে আরো ভালো ফলাফল হবে ছাত্রছাত্রীদেরক্ষ্ম এমন কথা ও জানান তিনি।

ঘুটিয়ারি শরীফে গ্রেফতার বাংলাদেশী, তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, ঘুটিয়ারি ঃশরীফ অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে এক বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করল ঘুটিয়ারি শরীফ ফাঁড়ি পুলিশ। গ্রেফতার বাংলাদেশী মহিলা নাম বিউটি বেগম (২৭) । বাংলাদেশের নওসন্দি জেলার শিবপুরের বাসিন্দা ওই মহিলা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত দুমাস আগে তার বন্ধু রিনার হাত ধরে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। এরপর ভারতে প্রবেশ করার পর চলে যায় মুম্বাই। ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করার কারণে যাতে পুলিশের চোখে ধরা না পড়ে , সেই কারণে জায়গা বদল করে চলে আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফ এলাকায়। ঘুটিয়ারি শরীফের দেওয়ানপাড়া একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে ওই মহিলা। এলাকায় ভিক্ষুকের কাজ করে সংসার চালাতো ওই মহিলা। এমনটাই পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ তৃণমূলের প্রধান ও উপ প্রধানের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলেরই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। বসিরহাট মহাকুমার এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিমা ঢালী ও উপপ্রধান আবু রায়হান বৈদ্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকার সাধারণ মানুষদের সঠিকভাবে পরিষেবা দিচ্ছে না। তৃণমূলেরই গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্যদের কথা তিনি শুনছেন না। জন্ম সার্টিফিকেট, স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট সহ বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট আনতে আসলে সাধারণ মানুষদের দিনের পর দিন ঘোরানো হচ্ছে। তাদের নানান ধরনের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান কেন সাধারন মানুষদের দিনের পর দিন এইরকম ভাবে সমস্যার মধ্যে ফেলছে সেই প্রশ্নের উত্তরে এবং যাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান সঠিকভাবে পরিষেবা দেয় তার দাবিতে এই গ্রাম পঞ্চায়েতেরই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য রুপসানা বিবি, হাবিবুর মন্ডল, আবুল কালাম ঢালী সহ সাধারণ মানুষেরা পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের দাবি অবিলম্বে পঞ্চায়েত থেকে যাবতীয় পরিষেবা সময় মতো সঠিকভাবে দিতে হবে। গোটারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সীমা ঢালী বলেন, আগের প্রধানের জন্য আমি একবার আদালতে উঠেছি নির্দেশ আছে যে সম্পূর্ণ তথ্য দেয়ার পরে সেগুলো সঠিক যাচাই করে সম্পূর্ণ তথ্য সঠিক আছে কিনা দেখে এক সপ্তাহ বাদে সেই সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, এর জন্যই দেরি হচ্ছে।

খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল কুমির

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবন লাগোয়া নদী-খাঁড়িগুলিতে বন্যপ্রাণীর চলাফেরা নতুন কিছু নয়। তবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখার চৈতল বটতলার একটি ছোট খাঁড়িতে হঠাৎ করে একটি কুমিরের বাচ্চা দেখা যাওয়ায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হঠাৎ করে জলের মধ্যে কিছু নাড়াচাড়া দেখে প্রথমে তাঁরা ভয় পান, এরপর বুঝতে পারেন সেটি একটি ছোট কুমির। সারা শরীর ধূসর বর্ণের, চোখে ছিল উজ্জ্বলতা বয়স খুব বেশি নয়, আনুমানিক ১-২ মাস। বাচ্চা কুমিরটি কিছুক্ষণ খাঁড়ির জলে ঘোরাঘুরি করার পর সেখান থেকে উঠে পড়ে পাশের বড় জলাশয়ে। তারপর সেখানকার ঘোলা জলে মিশে যায় এবং আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।স্থানীয়দের উদ্বেগ ও কৌতূহল ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশের বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমায়। কেউ মোবাইলে ছবি তোলেন, কেউ ভিডিও করেন। অনেকে আবার কৌতূহল নিয়ে খাঁড়ির কিনারায় দাঁড়িয়ে কুমিরটি খোঁজার চেষ্টা করেন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। গত কয়েক মাস ধরে সুন্দরবনের সংলগ্ন নদী ও খাঁড়িগুলিতে একাধিক পূর্ণবয়স্ক কুমিরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মিনাখা হাড়োয়া সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জ সহ কিছু নদী সংলগ্ন অঞ্চল থেকেও কুমির দেখার খবর এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে মাছ ধরার জালে কুমির ধরা পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। কুমিরের প্রজনন ঋতুতে বাচ্চা জন্মানোর পরে মা কুমির সাধারণত নিরাপদ জায়গা খোঁজে। অনেক সময় বর্ষার জলে বা জোয়ারের প্রবলতায় ছোট ছোট খাঁড়িতে তাদের চলাচল বেড়ে যায়। এই ঘটনাগুলি কেবল প্রাকৃতিক ঘটনার ফল নয়;এগুলো পরিবেশগত পরিবর্তনের বড় ইঙ্গিত। নদীপ্রবাহে পরিবর্তন, খাঁড়ির গতিপথ বদল, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাবে কুমিরদের আবাসস্থল সঙ্কুচিত হচ্ছে। তারা বাধ্য হয়ে নতুন জায়গা খুঁজে নিচ্ছে, যার মধ্যে জনবসতিপূর্ণ এলাকাও পড়ে যাচ্ছে। মিনাখার খাঁড়িতে একটি কুমিরের বাচ্চার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু এটি প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সহাবস্থান তখনই সম্ভব, যখন সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা হাতে থাকে।

বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনাঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকাদারের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ৮০০,শ্রমিক রয়েছে পাশাপাশি অফিসের কাজের সঙ্গে যুক্ত ৩০০ জন মোট প্রায় এক হাজার জন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে বিদ্যুতের যেকোনো সমস্যায় সাধারণ মানুষদের পরিষেবা দিতে দিবরাত্র কাজ করে চলেছে। এবার এদেরই কর্মসংস্থান হারানোর আতঙ্ক এ ভুগছেন কারণ যেভাবে স্মার্টমিটার কেন্দ্র রাজ্য যৌথভাবে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে তাতে শ্রমিকদের কাজ অনেকটাই কমে যাবে। যার ফলে বৃহদ আকারের অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজ হারিয়ে রুজি রোজগার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই নিয়ে বসিরহাট শাহী পালা টাকি রোডের বসিরহাট মহকুমার বিদ্যুৎ দপ্তরে অফিসে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু করেন পাশাপাশি একটি স্মারক লিপি জমা দেন বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটি ইউসির সভাপতি কৌশিক দত্ত, টাউন এর সভাপতি ভাস্কর মিত্র, বসিরহাট পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুবীর সরকার এদের নেতৃত্বে আজ কয়েকশো বিদ্যুৎ দপ্তরে অস্থায়ী শ্রমিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ দেখান অফিসের সামনেই। তারা বলেন যেভাবে স্মার্ট মিটারের জন্য বিদ্যুতের বিল বেড়ে যাচ্ছে পাশাপাশি গরমে প্রচুর পরিমাণে লোডশেডিং হচ্ছে যার কারণে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছে।এছাড়াও অস্থায়ী যেসব শ্রমিক রয়েছে ত তাদের বিভিন্ন সমস্যার দাবি নিয়ে আজকে ডিভিশনাল অফিসে এসেছিলাম তিনি নেই আমরা স্মারকলিপি জমা দেয়।,

সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসায় প্রাণে বাঁচলেন সীমান্তের গৃহবধূ

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাজ্য ছাড়িয়ে ভিন রাজ্যে সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের হাতে পুনর্জন্ম হল গৃহবধূর। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার। স্বরুপনগর থানার বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তারালী গ্রামের ঘটনা বছর ৫৫ এর গৃহবধুর সামিনা বিবি দীর্ঘ ৬,মাস ধরে বুকের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। স্বামী জব্বর গাজী পেশায় দলিল লেখক অর্থ অনটনের মধ্যে তার কোন রকম ভাবে সংসার চলে রাজ্যে বেশ কয়েকটি নামই বেসরকারি হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষা করার পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন তার শরীরের একাধিক অংশে জল জমেছে ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা খরচা হবে। না হলে ওনাকে বাঁচানো যাবে না এরপর এলাকার সমাজসেবী মোস্তফা গাজীর উদ্যোগে সামিনাকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষা করা হয় দীর্ঘ দুমাস আইসিসিইউতে রেখে তার পরিষেবা দিতে শুরু করে। একদিকে শরীরের বিভিন্ন অংশের জল বের করা হয় তারপরে পিঠের পিছনে ধমনী ফুলে যায় সেখান থেকে শেষ জলটুকু বের করে তাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে পিজি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। এখন তিনি সুস্থ স্বাভাবিক রয়েছেন। তিনি বলেছেন যেভাবে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকরা আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে তাদেরকে প্রতি কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। যেভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এসেছি। আমাদের অর্থ নেই সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সুস্থ হতে পেরে চিকিৎসা পেয়েছি সরকারি হাসপাতালে ধন্যবাদ জানাই সবাইকে।

বসিরহাটে বিদ্যুৎ দপ্তরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের স্মারকলিপি প্রদান

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবন লাগোয়া নদী-খাঁড়িগুলিতে বন্যপ্রাণীর চলাফেরা নতুন কিছু নয়। তবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখার চৈতল বটতলার একটি ছোট খাঁড়িতে হঠাৎ করে একটি কুমিরের বাচ্চা দেখা যাওয়ায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হঠাৎ করে জলের মধ্যে কিছু নাড়াচাড়া দেখে প্রথমে তাঁরা ভয় পান, এরপর বুঝতে পারেন সেটি একটি ছোট কুমির। সারা শরীর ধূসর বর্ণের, চোখে ছিল উজ্জ্বলতা বয়স খুব বেশি নয়, আনুমানিক ১-২ মাস। বাচ্চা কুমিরটি কিছুক্ষণ খাঁড়ির জলে ঘোরাঘুরি করার পর সেখান থেকে উঠে পড়ে পাশের বড় জলাশয়ে। তারপর সেখানকার ঘোলা জলে মিশে যায় এবং আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।স্থানীয়দের উদ্বেগ ও কৌতূহল ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশের বহু মানুষ সেখানে ভিড় জমায়। কেউ মোবাইলে ছবি তোলেন, কেউ ভিডিও করেন। অনেকে আবার কৌতূহল নিয়ে খাঁড়ির কিনারায় দাঁড়িয়ে কুমিরটি খোঁজার চেষ্টা করেন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। গত কয়েক মাস ধরে সুন্দরবনের সংলগ্ন নদী ও খাঁড়িগুলিতে একাধিক পূর্ণবয়স্ক কুমিরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মিনাখা হাড়োয়া সন্দেশখালি হিঙ্গলগঞ্জ সহ কিছু নদী সংলগ্ন অঞ্চল থেকেও কুমির দেখার খবর এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে মাছ ধরার জালে কুমির ধরা পড়ার ঘটনাও ঘটেছে। কুমিরের প্রজনন ঋতুতে বাচ্চা জন্মানোর পরে মা কুমির সাধারণত নিরাপদ জায়গা খোঁজে। অনেক সময় বর্ষার জলে বা জোয়ারের প্রবলতায় ছোট ছোট খাঁড়িতে তাদের চলাচল বেড়ে যায়। এই ঘটনাগুলি কেবল প্রাকৃতিক ঘটনার ফল নয়;এগুলো পরিবেশগত পরিবর্তনের বড় ইঙ্গিত। নদীপ্রবাহে পরিবর্তন, খাঁড়ির গতিপথ বদল, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাবে কুমিরদের আবাসস্থল সঙ্কুচিত হচ্ছে। তারা বাধ্য হয়ে নতুন জায়গা খুঁজে নিচ্ছে, যার মধ্যে জনবসতিপূর্ণ এলাকাও পড়ে যাচ্ছে। মিনাখার খাঁড়িতে একটি কুমিরের বাচ্চার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু এটি প্রকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। বন্যপ্রাণী ও মানুষের সহাবস্থান তখনই সম্ভব, যখন সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা হাতে থাকে।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগে শুরু বেবি ফুটবল লিগ

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃঅল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের অনুমোদন পাওয়া বেবি লিগ ফুটবলের আসর বসল পূর্ব বর্ধমানে।
মূলত খুদে ফুটবলারদের মাঝে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনার লক্ষ্যে এই প্রতিযোগিতা বলে জানানো হয়েছে।
পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হল কালনা শহরে। পরিচালনা করছে এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশন। তাদের মাঠেই প্রতিযোগিতা শুরু হল শুক্রবার। ফাউন্ডেশন তরফে জানানো হয় পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও এই বেবি ফুটবল লিগে অংশ নিয়েছে নদিয়া ও হুগলি জেলার দল।
তিন জেলার অনূর্দ্ধ ১১ এবং অনূর্দ্ধ ১২ বিভাগের ১২ টি দলকে নিয়ে লিগের খেলা চলবে।
উদ্যোক্তাদের পক্ষে সুশীল মিশ্র জানান, প্রায় দেড় মাস এই প্রতিযোগিতা চলবে। লিগ পর্যায়ে মোট ১৩২ টা খেলা হবার কথা। এতগুলো ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য শুক্রবারের আগেই কালনার এসকেএম ফাউন্ডেশনের মাঠ দুভাগে ভাগ করে খেলা চলছে। সপ্তাহের সোম, বুধ এবং শুক্রবার লিগের খেলা গুলো হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। তবে অতিরিক্ত গরমের জন্য খেলা সবই হবে খুব সকালে এবং বিকেলে রোদ কমে গেলে। প্রতিদিনই ম্যাচের রিপোর্ট পাঠানো হবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দপ্তরে। লিগ পর্যায়ে খেলা চলাকালীন বেশ কয়েকজন খুদে প্রতিভাবান ফুটবলার কে চিহ্নিত করা হবে।
তাঁদের আলাদা করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

সর্বভারতীয় স্তরে জোড়া সাফল্য বর্ধমানে

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ সিবিএসই দশম শ্রেনীর পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে বর্ধমান শহরের দুই ছাত্রী। এই দুই ছাত্রী আবার পরস্পর প্রিয় বন্ধু। দুই পরিবারের মধ্যেও ভালো যোগাযোগ আছে। বর্ধমান শহরের এই দুই ছাত্রীর নাম জারিন তাসনিম ও জাহিন তাহসিন। তাঁদের এই দশম শ্রেণির পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল নজর কেড়েছে গোটা জেলাজুড়ে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ওই দুই ছাত্রী এই দুই বান্ধবী শুধুমাত্র একই স্কুলেই নয়, একই সঙ্গে পড়াশোনা, একে অপরের পরিবারের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক। এমনকি নামের মিল পর্যন্ত এমনভাবে জুড়ে আছে, যা সাধারণত দেখা যায় না। জারিন তাসনিম, বর্ধমান শহরের ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলামের মেয়ে। তাঁদের বাড়ি বর্ধমানের বাবুরবাগে। অন্যদিকে জাহিন তাহসিন, বড় বাজার বিসি রোডের বাসিন্দা শেখ জাকির হোসেনের মেয়ে। প্রথম জন ৯৬ শতাংশ এবং দ্বিতীয় জন ৯৫ শতাংশ নাম্বার পেয়ে স্কুল ও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এদের পারস্পরিক বন্ধন, একসঙ্গে পড়াশোনা এবং একই রকম চিন্তাভাবনা দেখে পাড়া প্রতিবেশী, শিক্ষক শিক্ষিকা, আত্মীয় পরিজনরা অবাক। ধার্মিক দুই পরিবার ধর্মের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার নিখুঁত সমন্বয় ঘটিয়ে সমাজে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই আন্তরিক যে, পরীক্ষার ফলাফল আসার পর একে অপরের বাড়িতে

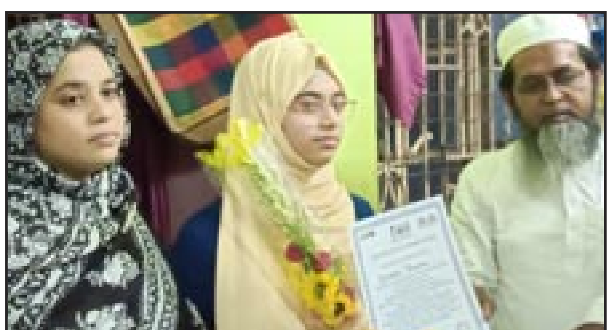

উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ে। এই ফলাফল দেখে বর্ধমানের সেহারাবাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী মাওলানা আশরাফ আলী নিজে এসে দুই ছাত্রীকে শুভেচ্ছা জানান ও তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন।
এদিকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দুই ছাত্রীর ভাবনা আলাদা হলেও, তাদের লক্ষ্য সমাজ ও দেশের জন্য কিছু করা। জারিন তাসনিম বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চায় বলে জানিয়েছে। ডাক্তার হয়ে গরিব অসহায় মানুষের সেবা করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য বলে দাবি তাঁর। বলেছে ডাক্তার হয়ে সেই সব মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চাই, যাদের চিকিৎসা পাওয়া কঠিন। অন্যদিকে, জাহিন তাহসিন মহাকাশবিজ্ঞানী হয়ে গবেষণার জগতে অবদান রাখ তে চায়।
তার অনুপ্রেরণা সুনিতা উইলিয়ামস, কল্পনা চাওলা ও রাকেশ শর্মা। সে বলে, আমি মহাকাশ নিয়ে কাজ করতে চাই। এমন কিছু করতে চাই যাতে বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল হয়।
দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ ও মানুষে-মানুষে বিভাজন তাদের মনকে ব্যথিত করে। দুই বন্ধু মনে করে, মানবতা ও সহনশীলতাই সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে। সমাজে সেই বার্তা দিতে চায় তারা।

মামলা প্রত্যাহার দাবিতে হুমকি, আতঙ্কে পরিবার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃএকটু একটু ডাকঘরে টাকা জমা রেখেছিলেন। কিন্তু গচ্ছিত টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারেন প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তারপর টাকা ফিরে পেতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এবার দায়ের করা মামলা তুলে নেবার হুমকি শুরু হয়েছে। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের। দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করেনিতে হবে। নয়তো ফল ভালো হবে না। তাই পাল হবে বলেই আজানা দুষ্কৃতীদের এমন হুমকির মুখে এখন পড়তে হচ্ছে ভারতীয় ডাকঘরে টাকা গচ্ছিত রেখে প্রতারিত হওয়া সুরজিৎ পাল কে। তবে হুমকিতে দমেননি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানা এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ পাল। তিনি এই হুমকির ঘটনার সবিস্তার লিখিত ভাবে ডিআইজি-সিআইডি এবং জেলার পুলিশ সুপার কে জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের আর্জি রেখে ছেন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাকারী পাল পরিবার থাকেন জামালপুর হাটতলা এলাকার। ষাটোর্দ্ধ পরিবার কর্তা রণজিত পাল, মাটির কলসি, হাঁড়ি সহ অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করে জামালপুর হাটে বসে বিক্রী করেন তাঁর স্ত্রী রাধারাণী পাল কঠিন রোগে আক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে তিনি চিকিৎসাধীন। রণজিত পালের এক মেয়ে মধুমিতা বিবাহিত আর দুই ছেলের মধ্যে বড় ছেলে অভিজিৎ ইলেকট্রিকের কাজ করেন। ছোট ছেলে সুরজিৎ জামালপুর বাজারে ফল বিক্রির পাশাপাশি অন্য কায়িক পরিশ্রমের কাজও করেন সুরজিৎ পাল জানিয়েছেন ,তদাঁদের পরিবারের সকলেই পরিশ্রম করে রোজগার করা টাকা থেকে কিছু কিছু করে জমিয়ে রাখতেন জমানো অর্থ জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে গচ্ছিত রাখার জন্য তিনি এবং তাঁর বাবা, মা,দিদি ও জামাইবাবু আলাদা আলাদাভাবে অ্যাকাউন্ট খোলেন। ২০২১ সালে এক বছরের 'ফিক্সড ডিপোজিট' স্কিমে তাঁরা নিজের নিজের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা করেন তাঁদের সবার মিলিয়ে জমা হয় ১২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ওই সময় জামালপুর সাব পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার বিদ্যুৎ সুর ওই টাকা নিয়ে করে শীল স্ট্যাম্প দিয়ে তাঁদের সবার অ্যাকাউন্ট বই ইস্যু করে দেন।
ভারত সরকারের অধীন জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে টাকা ডিপোজিট করে নিশ্চিন্তেই ছিলেন পাল পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিটের মেয়াদ এক বছর উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুরজিৎ এর মা রাধারাণী দেবী।
তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতা সহ ভিন রাজ্যের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। তখন টাকার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়লে পাল পরিবারের সদস্যরা অগ্রিম ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙিয়ে টাকা তুলে নেওয়ার জন্য জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে যান।
তখনই পোস্ট মাস্টারের কথা শুনে তাঁদের মাথায় হাত পাল পরিবারের সদস্যদের কথা অনুযায়ী, পোস্ট অফিস থেকে দেওয়া ফিক্সড ডিপোজিটের সমস্ত নথি নিয়ে তাঁরা পোস্ট অফিসে টাকা তুলতে যান ।কিন্তু পোস্ট অফিসের তৎকালীন পোস্ট মাস্টার বিদ্যুৎ সুর তখন সেই নথি হাতে নিয়ে দেখেই তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা শুরু করে দেন।সুরজিৎ পাল বলেন,ওইদিন শুধু দুর্ব্যবহার করাই নয়, বিদ্যুৎ সুর আঙুল উঁচিয়ে বলেদেন,তোমারা নাকি কোন টাকা পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিট'ই করিনি।এই মন্তব্য করে বিদ্যুৎ সুর আমাদেরকে পোস্ট অফিস থেকে এক প্রকার তাড়িয়ে দেন।
সুরজিৎ জানান ,এমন প্রতারণার শিকার হয়ে তাঁরা জামালপুর সাব পোস্ট অফিসের তদানিন্তন পোস্ট মাস্টার বিদ্যুৎ সুরকে আসামী করে বর্ধমান আদালতে মামলা রুজু করেন।
একই সাথে জেলা পুলিশ সুপার সহ জেলা ও রাজ্যের প্রধান ডাক বিভাগ, এমনকি সিবিআই দফতরেও গোটা ঘটনা সবিস্তার লিখিত ভাবে জানান।কিন্তু কোন সুরাহা না মেলায় ন্যায় বিচার পেতে তাঁরা গত বছরের শেষের দিকে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন।সেই প্রতারণার মামালায় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের সেই নির্দেশ মেনে সিআইডি জোরদার তদন্তে নামে।সিআইডি অফিসাররা জামালপুর সাব পোস্ট অফিসে গিয়ে তদন্ত চালান।এছাড়াও বিভিন্ন পোস্টাল এজেন্টকে একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ সেরেছে সিআইডি।আরও অনেককে সন্দেহের তালিকায় রেখে সিআইডি অফিসাররা নিজস্ব কায়দায় তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে।এসবের মধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে বিদ্যুৎ সুরের জামিনের আবেদনও খারিজ করে দেয়। এদিকে সিআইডি তদন্তে গতি বাড়াতেই সুরজিৎ পালের বিপদ বেড়েছে।

বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শুক্রবার বর্ধমান সদর প্যায়রা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমানের উচালনের কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
নার্শারী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ২৭০ জন ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করা হয়।
ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চতা, ওজন ও মধ্যবাহুর পরিধি পরিমাপের মাধ্যমে পুষ্টির মান নির্ণয় করা হয়। এছাড়াও ওই দিন জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে এবছরের থিম, স্ক্যাক্ট্যাক্ট আর্লি, প্রিভেন্ট ডেঙ্গু; ক্লিন সারাউন্ডিং, হেলদি লিভিং্ক্স এর কথা মাথায় রেখে ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকদের ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতন করা হয়। কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসিত চ্যাটার্জী জানান, ভবিষ্যতে শিশু পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বর্ধমান সদর প্যায়রা নিউট্রিশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। সংস্থার সম্পাদক প্রলয় মজুমদার জানান, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির মান উন্নয়নে সংস্থা সর্বদা কাজ করে চলেছে এবং আগামী দিনেও একইভাবে সমাজে সংস্থা এইভাবেই কাজ করে যাবে।
সংস্থার তরফে উপস্থিত ছিলেন আয়ন মাজি, কোয়েল মালিক, মনিষা মন্ডল, মনিষা দাস, স্বনর্ষী চ্যাটার্জী।

সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-এর মন্তব্য ঘিরে ফের বিতর্ক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখীর বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এর মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক দেখা দিল পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ এলাকায়।
বুধবার খণ্ডঘোষের সেহারা অঞ্চলে বিজেপির একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে ছিল। ওই শিবিরে এসে তিনি খণ্ডঘোষের একটি গ্রামে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। সীমান্ত বাসীদের জন্য সেহারাবাজারে বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত ওই রক্তদান শিবির থেকে দেশ প্রেমের বার্তা দেওয়া হয়। কিন্তু সৌমিত্র খাঁ বলেন, উখরিদ গ্রামে রোহিঙ্গাদের রাখা হয়েছে। ওই মন্তব্যের পরই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব কড়া ভাষাতেই প্রতিবাদ জানালেন। সৌমিত্র খাঁ এর বক্তব্য উস্কানিমূলক বলে দাবি করেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। তিনি বলেন, সাংসদ মানসিক অবসাদে ভুগে ওই ধরনের মন্তব্য করেছেন। বাংলাতে বিজেপি দলের গ্রহনযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটেও তারা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। সে কথা চিন্তা ভাবনা করেই বেফাঁস কথাবার্তা বলে চলেছেন।

বাড়ছে দূষণ, চিন্তার ভাঁজ আসানসোল ও দুর্গাপুরে

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, আসানসোল ঃদেশের অন্যতম বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ে চেয়ে বেশি দূষণ রয়েছে বাংলার দুই গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর আসানসোল ও দুর্গাপুরে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের সাম্প্রতিক বায়ু মানের তথ্য থেকে জানা গেছে যে দুর্গাপুর এবং আসানসোল দুই শহরগুলি নাগরিকরা যে বায়ু বা বাতাস শ্বাস হিসেবে নিচ্ছেন তার গুণগত মানের চেয়ে অনেক খারাপ। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ও সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার এর তথ্য অনুসারে, মার্চ মাসে রেকর্ড করা পিএম১০ এবং পিএম২.৫ ঘনত্বের দিক থেকে মুম্বাই এবং কলকাতার মতো অন্যান্য মহানগরের তুলনায় উভয় শহরই বেশি দূষিত। মার্চ মাসে দুর্গাপুরের মাসিক গড় পিএম১০ ঘনত্ব দিল্লির তুলনায় বেশি ছিল।
যেখানে পিএম ১০ এবং পিএম ২.৫ ঘনত্বের দিক থেকে আসানসোল ছিল মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সর্বাধিক দূষিত শহর। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দুর্গাপুর এবং আসানসোলে, ২৮ দিন ধরে দুই শহরেই পি.এম ১০ স্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়। দুই শহরেই ২৮ দিন ধরে এই দূষণকারী পদার্থের জন্য নিরাপদ মান লঙ্ঘন করেছে। মার্চ মাসে দুর্গাপুরের গড় পিএম১০ ঘনত্ব ছিল ১৮৯কিউজে/এম৩ এবং আসানসোলে ছিল ১৫৫কিউজে/এম৩ । এই দুটি ন্যাশনাল অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড বা জাতীয় পরিবেষ্টিত বায়ু মানের মান সীমা অতিক্রম করেছে। এই পরিসংখ্যান গুলি দুই শহরে বায়ু দূষণের তীব্রতা এবং স্থায়িত্বকে তুলে ধরে। পিএম১০ হল একটি মোটা কণা ও পিএম২.৫ হল ক্ষুদ্র এই দুটি কণা হাঁপানি, ফুসফুসের রোগ এবং জাতীয় পরিবেষ্টিত বায়ু মানের মান অনেক বেশি।
এই দুই শহরে বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হল বিভিন্ন খনি থেকে উৎপাদিত শিল্প নির্গমন এবং কয়লা, সিমেন্ট, ইস্পাত এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিল্প নির্গমন। যানবাহন দূষণ, অনুপযুক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যার মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য পোড়ানোর মাত্রা বৃদ্ধি, এবং রান্নার জন্য কাঠ ও কয়লার মতো কঠিন জ্বালানি এগুলি অন্যতম প্রধান উৎস। দুই শহরে বায়ুর মান উন্নত করার জন্য পরিষ্কার গণপরিবহন ব্যবস্থা বৃদ্ধি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুবিধা প্রতিষ্ঠা এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের একটি প্রকল্প উজ্জ্বলালার মতো প্রকল্পগুলির গ্রহণ বৃদ্ধি জরুরি।
সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ারের বিশ্লেষক মনোজ কুমার জানিয়েছেন, 'জাতীয় পরিষ্কার বায়ু কর্মসূচির আওতায় মনোনীত হয়েছিলো শহর দুর্গাপুর এবং আসানসোল'। ২০১৯ সালে কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে কোনও বছরেই হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা এবং বার্ষিক পিএম১০ এনএএকিউএস পূরণ করতে পারেনি। এই প্রমাণের ভিত্তিতে কর্ম পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করা এবং শক্তিশালী করার একটি স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করে। উৎস বন্টন ত্বরান্বিত করা, এই প্রক্রিয়াটি অবহিত করার মূল চাবিকাঠি হবে। দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস এন্ড কালচারাল ক্লাবস কোঅর্ডিনেশন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক কবি ঘোষ বলেন যে, দুর্গাপুর শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিষ্কার রান্নার বিষয়গুলিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করা উচিত। সচেতন নাগরিকদের একটি দল হিসেবে আমরা আমাদের শহরের বায়ু আরও উন্নত করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করতে ইচ্ছুক। তবে আমরা আধিকারিকদের আমাদের সাথে আরও সক্রিয়ভাবে জড়িত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যাতে আমরা পরিকল্পনা করতে পারি এবং আরও সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করতে পারি।
যখন বায়ু দূষণ সাধারণত আরও বেশি বৃদ্ধি পায় নাগরিক গোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ এবং বিশেষজ্ঞরা বায়ু দূষণের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হ্রাস করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানাচ্ছেন।

জমি বিবাদের জের, কাকাকে খুন করল ভাইপো

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃদীর্ঘ দিন ধরে পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। তার মাঝেই ভাইপোর হাতে নৃশংস খুন হলেন কাকা। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার আওগ্রামে। মৃত ব্যাক্তির নাম জাহিরুল মল্লিক। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান ওই ব্যক্তি শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ঘটনার পর থেকে গ্রাম জুড়ে চাপা উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল বিধায়ক থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীরা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন ধরে জাহিরুল মল্লিকের পরিবারের সঙ্গে অন্য ভাইদের বিবাদ চলছিল। চারভাইয়ের মধ্যে মৃতও জমি নিয়েই বিবাদ। মৃত জাহিরুল পেশায় চাষি। তাঁর উপর হামলার সময় অবশ্য জাহিরুলের ভাইপো ছাড়াও আরও দুজন ছিল বলে অভিযোগ। তাঁরাও জাহিরুল মল্লিকের নিকট আত্মীয় বলে জানা গেছে। জাহিরুল কে পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অভিযোগে অন্য ভাইদের সঙ্গে কয়েক দিন ধরে দফায় দফায় বিবাদ চলে। যদিও এক ভাই তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। কয়েকদিন আগে ওই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দাদাকে বেধড়ক মারধর করেছিলেন। এই ঘটনায় জাহিরুলের ওই দাদা এখনও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ যায় পুলিশের কাছে। কিন্তু তদন্ত চলাকালেই আবার পারিবারিক সংঘর্ষে মৃত্যু হল জাহিরুলের। অভিযোগ কয়েকদিন আগে যে দাদার সঙ্গে বিবাদে মারধরের ঘটনা ঘটে, বলে তারই এক ছেলে কাকার উপর চড়াও হয়ে তাঁকে খুন করে। বাবাকে মারধর করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এই খবর যায় জাহিরুলের দাদার দুই ছেলের কাছে। কেরালে কাজ করে দুই ছেলে। সেখ ান থেকে গ্রামে ফিরে আসে তারা। তারপরেই ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ দাদার এক ছেলে আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে জাহিরুলের বাড়িতে চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত, পা সহ সারা দেহে অসংখ্য বার কোপানো হয়। ওই অবস্থায় অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়। বাড়ির ছাদে লোকজন তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বাড়িতে থাকাকালীন কোন ভাবেই অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করা যায়নি। কোন রকমে গামছা দিয়ে সারা শরীর বেঁধে আনা হচ্ছিল বর্ধমান হাসপাতালে। কিন্তু রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে পারিবারিক বিবাদে খুন হলেও ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবারও আওগ্রামে উত্তেজনা ছিল। এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী দাবি করেন, জাহিরুল তাঁদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। সঠিক তদন্ত করে পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করুক এই দাবি রাখা হয়েছে।
পুলিশ অবশ্য অভিযুক্তদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

অভাব জয় করে স্কুলে প্রথম, দেশের হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার প্রস্তুতি অঙ্কিতার

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃঘরে চরম আর্থিক অনটন। তবুও দমে যায়নি অঙ্কিতা প্রামাণিক। লেখাপড়া চালিয়ে গেছে রীতিমত লড়াই করে। বাবার সামান্য আয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। তাই লেখ পড়া চালাতে গিয়ে বন্ধুদের কাছে বই চেয়ে এনে কাজ সারতে হয়েছে। এভাবেই সে উচ্চ মাধ্যমিকের গেণ্ডি পার করেছে। বিদ্যালয়ের মধ্যে অঙ্কিতাই সর্বোচ্চ নাম্বার পায়। অঙ্কিতার বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের কেলেটি গ্রামে। এক চিলতে ছোট্ট ঘরে তাঁদের বসবাস। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, এমন অবস্থায় অঙ্কিতা কিন্তু হাল না ছেড়ে উচ্চ শিক্ষা চালিয়ে যেতে চায়। এখ ানেই শেষ নয়, যুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সে জানায়, আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের হয়ে কাজ করতে চাই। আর সে সব নিয়েই তাঁর প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে। অঙ্কিতা খণ্ডঘোষের কুমিরকোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নাম্বার ৪৫০ । বিদ্যালয়ের মধ্যে অঙ্কিতাই সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছে। এবার সে ছোট থেকে দেখ া স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। তার স্বপ্ন সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে। সেইভাবে প্রস্তুতিও চলছে তাঁর। তবে এরপর আর্থিক বিষয় নিয়েও ভাবতে হচ্ছে তাঁকে। ইংরেজিতে স্নাতক স্তরে পড়াশোনার পাশাপাশি এনসিসিতে যোগদান করবেন। তার এক গৃহশিক্ষক চন্দন ঘোষ জানান, পড়াশোনা চালিয়ে যেতে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। ঘরে অভাব থাকলেও ভালো ভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছে। আগামী দিনেও সফল হবে। খণ্ডঘোষ ব্লকের জনপ্রতিনিধি তথা জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম বলেন, আজকের দিনে সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক হতে চায়। কিন্তু ব্যতিক্রমী অঙ্কিতা । তার এই সাফল্যে তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। অঙ্কিতার বাবা দয়াময় প্রামাণিক পেশায় একজন নাপিত। খুবই সামান্য আয় তাঁর। সংসার সামলাতে কিছুটা জমি ভাগে চাষ করেন। তাতেও কুলায় না। তাই মেয়ের লেখাপড়া চালাতে টাকাপয়সা দিতে পারেন না। অঙ্কিতার মা রিঙ্কু প্রামাণিক জানান, সংসার সামলে পড়াশোনার খরচ যোগানো যায়না। তাই অঙ্কিতা নিজে ছোটদের নাচ শিখিয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করেছে। বইপত্র অন্যের কাছে চেয়ে কাজ চালিয়েছে।

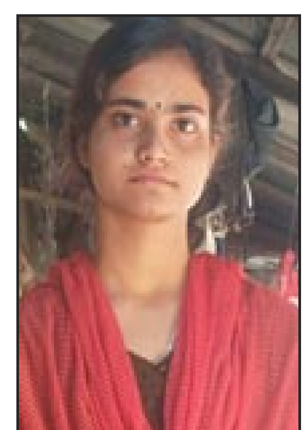

প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়তে বিশেষ প্রকল্প পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করতে এবার বড়ো ধরনের প্রকল্প চালু করছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। জেলার প্রতিটি ব্লকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে বলে জানালেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য সভাপতি বিশ্বনাথ রায়। জেলার ২৩টি ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথভাবে একটি করে প্রজেক্ট চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে আগামী দিনে প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে গ্রাম গুলোকে মুক্ত করা সম্ভব হবে। এ মুহূর্তে শুধুমাত্র শহর এলাকাই নয়, গ্রামীণ এলাকাও প্লাস্টিক দূষণ ভয়াবহ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। পুকুর, নালা, নয়নজুলি, ডোবা সবই ভর্তি হয়ে যাচ্ছে প্লাস্টিক জাতীয় উপাদানে। ফলে দ্রুত দূষণ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ সবচেয়ে বেশি দূষণ ঘটাচ্ছে। শহর এলাকায় মাঝে মধ্যে পৌরসভা ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ জারি করে। কিন্তু গ্রাম্য এলাকায় সেসব বন্ধ করার কোন সুযোগ নেই। ফলে প্লাস্টিক এখন গ্রামের মানুষের কাছে পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লাস্টিক এর প্রভাব এসে পড়ছে চাষের জমিতেও। চাষের জমিতে জলের সঙ্গে প্লাস্টিক চলে আসছে। এতে সবচেয়ে আগে মাটি বন্ধ্যা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও জলের দূষণ ঘটাচ্ছে। মাটিতে দূষণ এর ফলে শত্রু পোকার উপদ্রবের পাশাপাশি বন্ধু পোকাদেরও ক্ষতি হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন প্লাস্টিক থেকে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।
এসব আটকাতে দেরি হলেও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বড়ো ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে বর্ধমানের গ্রাম গুলোতে প্লাস্টিক মুক্ত পরিবেশ গড়ার ডাক দেওয়া হয়েছে।
পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য সভাপতি জানান, সবকটি গ্রামকেই বিশেষ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।
এর জন্য গ্রামে গ্রামে শুরু মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার কাজ। ২৩ টি ব্লকেই এই প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে কাজে লাগানো হয়েছে। গ্রামের মানুষদের প্লাস্টিক সামগ্রী যেখানে সেখানে না ফেলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একসঙ্গে জড়ো করে রাখার কথা বলা হয়েছে এবং ওই বর্জ্য পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করা হবে।
জেলার ২১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কাজ হবে বলে স্বাস্থ্য সভাপতি জানিয়েছেন। এই প্রকল্পের কাজ সহজ করতে প্রতি এলাকায় পাঁচ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জনগণের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ চালাবেন। এ ব্যাপারে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম বলেন, প্লাস্টিক যে ভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে জড়িয়ে গেছে সেখানে মানুষকে সচেতন হতে হবে। তা না হলে কোন কিছুই সম্ভব নয়। তিনি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির এই প্রকল্পে গ্রামের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন।

বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করল চাষিরা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ গ্রাহকদের চার থেকে পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ এর বিল। সব গ্রাহকরাই কৃষক।
পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের চাষিরা এই বিদ্যুৎ বিল পেয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন। উপায় না দেখে তারা বাঁকুড়া মোড়ে বিদ্যুৎ বিভাগের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখ ান। প্রায় দেড়শো জন চাষি ঘেরাও আন্দোলনে সামিল হন। খণ্ডঘোষের ছাতিমপুর, পুড়িয়া, কেশবপুর, দইচাঁদা, ওয়ারি সহ বিভিন্ন গ্রামের চাষিরা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের কাছে অবিলম্বে বিল সংশোধনের দাবি তোলেন। অভিযোগ যার যা বিল আসে তা থেকে পাঁচ গুণ করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিক চাষিদের প্রথমে বলেন যার যা বিল এসেছে সেই টাকা দিয়ে দিতে বলেন। তারপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু চাষিরা সেটা মানতে চাননি। দীর্ঘ সময় ঘেরাও কর্মসূচি চলার পর সুর নরম করেন এসআই। আগামী ৭ দিনের মধ্যে বিল সংশোধন করে দেওয়া হবে, এই আশ্বাস পাওয়ার পর চাষিদের অবরোধ উঠে। তবে ৭ দিন পার হবার পর চাষিদের দাবি পূরণ না হলে ফের বড় ধরনের আন্দোলন শুরু হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে চাষিদের পক্ষ থেকে।

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

গরম পড়তেই হাহাকার, তীব্র জলকষ্টে ভুগছে বাঁকুড়ার বাঁকি গ্রাম

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ নদীর ধারে বসবাস কিন্তু সারাবছরই তীব্র জলকষ্টে ভুগছে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া বাঁকি গ্রাম। গরম পড়তেই সেই গ্রামে শুরু হয়েছে জলের জন্য হাহাকার। পার্শ্ববর্তী নদী দিয়ে বয়ে যাওয়া নোংরা জল এবং প্রশাসনের তরফে পাঠানো ছোট্ট একটি ট্যাঙ্ক স্কারের জলে কোনো ক্রমে জলের চাহিদা মেটাচ্ছে গ্রামের প্রায় তিনশো পরিবার। বাঁকুড়া শহর লাগোয়া বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের বাঁকি গ্রাম। জলসঙ্কট কোনও নতুন ঘটনা নয়। গ্রামে বাড়ি বাড়িতে নলকূপ রয়েছে। কিন্তু সেই নলকূপের জল এতটাই দূষিত যে তা দিয়ে পানীয় জলের চাহিদা পূরণ তো দূরের কথা স্নান, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়া সহ কোনও কাজই প্রায় হয় না। গ্রামে প্রত্যেকটি বাড়িতে পাইপ লাইন সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বসানো হয়েছে কলও।

বছর দু'য়েক আগে পাইপ লাইন বসানোর পর মাস খানেক সেই কল দিয়ে জল পড়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে দুবছরে এক ফোঁটা জলও পড়েনি সেই কলগুলি দিয়ে বলে অভিযোগ। গ্রামে পুকুরের সংখ্যা খুব কম।

পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গন্ধেশ্বরী নদী দিয়ে বর্ষায় জল বয়ে গেলেও বাকি সময় সেই নদী দিয়ে বয়ে যায় শহরের বর্জ্য নোংরা জল।

বাধ্য হয়ে সেই জলেই স্নান, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে বাসন মাজা সহ গৃহস্থলীর বিভিন্ন কাজ সারেন গ্রামের মানুষ। স্থানীয়দের দাবি নোংরা জল ব্যবহারের ফলে বছরভর ত্বকের সমস্যা সহ বিভিন্ন ধরনের অসুখে ভুগতে হয় তাদের। বারংবার বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আনেন স্থানীয়রা। একাধিকবার আন্দোলনও করেন তারা। শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে প্রশাসনের তরফে গ্রামে ট্যাঙ্কে করে জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় গ্রামবাসী সোমা গরাই বলেন, ক্ষ্মএত দূর থেকে জল আনতে হয় কী বলব।

গরমের সময় খুবই কষ্ট হয়। বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি।

আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বামপন্থী ছাত্রযুবর ধিক্কার মিছিল

নয়া জামানা, মেদিনীপুরঃ বৃহস্পতিবার কলকাতার বিকাশ ভবনে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর শাসক দলের দুষ্কৃতীবাহিনী আক্রমণ ও পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মেদিনীপুরে পথে নেমে ধিক্কার মিছিলে শামিল হল বামপন্থী ছাত্রযুব ও শিক্ষক সংগঠনগুলি। এদিন শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ, এবিপিটিএ, ছাত্র সংগঠন এস এফ আই, যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় এবিটিএ-এর জেলা দপ্তর রবীন্দ্রনগরের গোলকপতি ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে ক্ষুদিরাম মোড়, কেরানিতলা, বটতলা, গোলকুঁয়াচক,কলেজ রোড় হয়ে পঞ্চুর চকে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে শেষ হয়। এরমাঝে কিছুটা সময়ের জন্য কেরানিতলা ও গোলকুঁয়াচকে পথ অবরোধ হয়।পঞ্চুর চকে পথপভা হয়। পথসভার বক্তব্য রাখেন এস এফ আই এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে।এদিনের মিছিলে আয়োজক সংগঠন গুলির নেতৃত্ব,কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী মানুষ যোগ দেন। মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিক্ষক নেতা জগন্নাথ খান, শ্যামল ঘোষ,সুরেশ পড়িয়া,অমিত পাত্র, ছাত্রযুব নেতৃত্ব দেবাঞ্জন দে, সুমিত অধিকারী,রণিত বেরা, সুকুমার মাজি, শুভদীপ সেন প্রমুখ।

ধান ক্ষেতের ভেতর থেকে উদ্ধার মহিলার দেহ

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গতচারদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বেলদা থানার ত্রিকালপুর গ্রামের মাঝে ধান ক্ষেতের ভেতর একটি ফাঁকা জায়গায় উদ্ধার হল এক মহিলার পচা গলা মৃতদেহ। মৃতের নাম কাকলি সিং। বয়স ৩১বছর , বাড়ি বেলদা থানার কেশব চক এলাকায়। জানা গেছে গত চার দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ওই মহিলা। শুক্রবার সকালে এক গ্রামবাসী রাস্তা থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে ধান ক্ষেতের মাঝে একটি গাছের গোড়ায় পচা গলা ওই মহিলার মৃতদেহ দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় বেলদা থানায়। ঘটনার স্থলে পুলিস এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে গাছে শাড়ি জড়িয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ছিল মৃতদেহ। গত কয়েকদিনে পচে শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় ছিড়ে মাটিতে পড়ে যায় মৃতদেহ। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিস। অপরদিকে বেলদা থানার সাবড়া এলাকায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলো এক যুবক। মৃতের নাম সুভাষ মাঝি (৩১)। পুলিশ জানিয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির ভেতরে গলায় দড়ি দেয় ওই যুবক। পরিবারের সদস্যরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শুক্রবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে দাঁতন থানার পুলিশ।

তীব্র দাবদাহে বাঁকুড়ার আঁচুড়ি গ্রামে পানীয় জলের সংকট

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃতীব্র দাবদাহ জেলা জুড়ে, তার মধ্যেই পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে বাঁকুড়া-১ ব্লকের আঁচুড়ি গ্রামে। এই অবস্থায় পানীয় জল সমস্যা সমাধানের দাবিতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া রাজ্য সড়কের উপর আঁচুড়িতে বালতি হাতে পথ অবরোধ করলেন ওই এলাকার মানুষ। দিনের ব্যস্ততম সময়ে এই অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বেশ কিছু যাত্রী ও পণ্যবাহি যানবাহন। খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, আসেন জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের আধিকারিকরাও ।অবরোধকারী গ্রামবাসীদের দাবি, আঁচুড়ি গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের দরজায় ঘুরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এখন মানুষ ধৈর্য হারিয়েছেন, ফলে জল সমস্যা সমাধানে আন্দোলনে নামা ছাড়া তাদের কাছে বিকল্প কোন পথ খোলা নেই বলেই তারা জানিয়েছেন। উপস্থিত জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়র সুশান্ত মাজি বলেন, পাইপ লাইনে সমস্যা রয়েছে, কাজ চলছে। তবে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

উচ্চ ফলনের চাষে কৃষক প্রশিক্ষণে সিনজেন্টা সংস্থা

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃজমির পরিমান বাড়ানোর সুযোগ নেই, জনসংখ্যা বাড়ছে, সমানতালে বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। এই অবস্থায় পর্যাপ্ত খাদ্যের চাহিদা যোগানে উচ্চ ফলনশীল চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে এগিয়ে এলো 'সিনজেন্টা ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি সংস্থা। বৃহস্পতিবার ওই সংস্থার তরফে কোতুলপুরের বাসুদেবপুর এলাকার কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ওই সংস্থার আধিকারিকরা। সিনজেন্টা সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে ফলন বাড়ানো যায় তা আমরা কৃষকদের হাতে কলমে দেখাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান, কিন্তু নতুন করে চাষের জমি বাড়ানোর সুযোগ নেই। ফলে সকলের খাবারের সংস্থানে ফলন বাড়াতে হবে।

আর সেই কাজটাই তারা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন বলে জানান।

এসএফআই-এর ডাকে মেদিনীপুরে শিক্ষার্থীদের সভা

নয়া জামানা, মেদিনীপুরঃ এসএফআই-এর উদ্যোগে মেদিনীপুরে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের(এসএফ আই)-এর উদ্যোগে পর পর দু-দিন বিশেষ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল মেদিনীপুর শহরের দুটি স্থানে। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুর শহরের বৈশাখী পল্লীতে ছাত্রদের কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় এবং আইন পড়ুয়া এসএফআই সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা। অন্যদিকে শুক্রবার মেদিনীপুর শহরের গোলোকপতি ভবনে কর্মীসভায় উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ, কে ডি কলেজ, সিটি কলেজ ও কেশপুর কলেজের এস এফ আই সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা। বর্তমান সময়ের নিরিখে শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিদাওয়া ও আন্দোলনের অভিমুখ নিয়ে সভা গুলিতে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী ১৬ ই জুন কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সমাবেশ নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়। দুটি কর্মী সভায় বক্তব্য রাখেন এস এফ আই এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে,পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক রণিত বেরা। সভাপতিত্ব করেন এস এফ আই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি সুকুমার মাজি। এছাড়াও সভা গুলিতে এস এফ আই এর অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন কলেজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাত সকালে ছিনতাই

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ সাত সকালে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল তালডাংরা থানার হাড়মাসড়া এলাকায়। শুক্রবার সকালে হাড়মাসড়া সংলগ্ন শিলাবতী নদীর ইঁটাপোড়া ব্রীজ এলাকায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

সূত্রের খবর, বাঁকুড়া শহরের জুনবেদিয়ার বাসিন্দা সুমনা মণ্ডল এদিন তাঁর মা ও দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে তালডাংরার লদ্দা গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে হাড়মাসড়া রাস্তা ধরে টোটোতে চেপে খাতরা থানার তিরিং গ্রামে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় মোটর বাইক আরোহী তিন দুষ্কৃতীরা ভোজালি হাতে তাঁদের পথ আটকায়।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওই দুষ্কৃতি দলের দুই সদস্য সুমনা মণ্ডল ও তাঁর শিশু কন্যার গলার চেন নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার সময় টোটো চালক তথা সুমনা মণ্ডলদের আত্মীয় সঞ্জয় কুমার মণ্ডল দুষ্কৃতিদের ভোজালির আঘাতে সামান্য আহত হন বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তালডাংরা থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও সর্বশেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি।

বেলমুলাতে আয়োজিত হল ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুবঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল ছিল দাঁতনের সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকায় যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় পালানীয়া খালের উপর নির্মিত ব্রিজটি। ফলে সমস্যার মধ্যে পড়তে হত এলাকার বাসিন্দাদের। অবশেষে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্রিজটি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। গত ২২ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর সফরে এসে কলেজিয়েটের মাঠে আয়োজিত সরকারি অনুষ্ঠান থেকে এই ব্রিজের শিলান্যাস করেন। শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে বেলমুলাতে আয়োজিত হয় একটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাঁতনের বিধায়ক বিক্রমচন্দ্র প্রধান, জেলা পরিষদের দুই কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ ও প্রতুল দাস, দাঁতনের বিডিও চিরঞ্জিত রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কনক পাত্র, কর্মাধ্যক্ষ উত্তম বেরা সহ অন্যান্যরা। সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে পড়শি রাজ্য উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ডের মানুষজন যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে। জাতীয় সড়ক থেকে দাঁতন ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মানিকাডাঙ্গর হয়ে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী বেলমুলা গ্রামে যাওয়ার অন্যতম রাস্তার মাঝে পালানিয়া খালের উপরে পড়ে এই ব্রিজটি। দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেছিল এই ব্রিজটি। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতায়াত। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ব্রীজের নিচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল অস্থায়ী রাস্তা। কিন্তু বর্ষার সময় খালে জল বেড়ে গেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত বিস্তীর্ণ এলাকার। অবশেষে জেলা পরিষদ থেকে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয় এই বীজ নির্মাণের জন্য। বিধায়ক বলেন এই এলাকার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম এই ব্রিজ নির্মাণ। আগামী দিনে নদী তীরবর্তী বেলমুলা পার্কে হোম স্টের ব্যবস্থা করা হবে।

গায়ে পুলিশের উর্দি, হাতে চক-ডাস্টার, থানা থেকে সোজা স্পেশাল কোচিংয়ে

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ গায়ে পুলিশের উর্দি, হাতে চক-ডাস্টার, অন্য রূপে ইন্দপুরের ওসি।একেবারে অন্য ভূমিকায় ইন্দপুর থানার ওসি মনোরঞ্জন নাগ। হাজারো ব্যস্ততা আর দায়িত্ব পালনের মধ্যেই চক ডাস্টার হাতে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাদানে এগিয়ে এলেন তিনি। আর এই ব্যতিক্রমী ছবিই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সূত্রের খবর, ইন্দপুরেরই শালকাপ রঘুনাথপুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জগদীশ পাইনের উদ্যোগে চলতি গ্রীষ্মের ছুটিতে ওই স্কুলের ২০২৬ এর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য 'স্পেশ্যাল কোচিং' এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকেরা সময় সুযোগ মতো এই কাজে সহায়তা করছেন। এই খবর পেয়েই এগিয়ে আসেন ওসি মনোরঞ্জন নাগও। ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগের সঙ্গী হতে চক ডাস্টার হাতে তুলে নিলেন তিনিও। অন্যদিকে, ইন্দপুর এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ওসি মনোরঞ্জন নাগ থানা এলাকার প্রতিটি মানুষের একান্ত আপনজন হয়ে উঠতে পেরেছেন। মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সমাজকল্যান, সচেতনতা, আনন্দোৎসব সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ বিচরণ। যা তাঁকে একেবারে মানুষের মনের কাছাকাছি পৌঁছতে সাহায্য করেছে বলে অনেকে জানিয়েছেন। মামলা-আদালত, চোর-ডাকাত, ঝামেলা এই নিয়ে পুলিশের জীবন। কিন্তু সেই জীবনেই আটকে থাকার ইচ্ছে ছিল না মনোরঞ্জন নাগের। তাই সুযোগ পেতেই লুফে নিয়েছিলেন তিনি।পুলিশের বন্দুক ও রুল রেখে, প্রয়োজনে হাতে তুলে নিয়েছেন চক-ডাস্টার। বাঁকুড়ার ইন্দপুরের শালকাপ রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা শিক্ষক হিসেবেই চিনছেন ওসি মনোরঞ্জন নাগকে। শালকাপ রঘুনাথপুর হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জগদীশ পাইন বলেন, 'নানা স্কুলের শিক্ষক, অনেক প্রাক্তন পড়ুয়া এই স্পেশাল কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এর খবর পেয়ে নিজেই যোগাযোগ করেছিলেন ওসি মনোরঞ্জন নাগ।

এত ব্যস্ততার মাঝে সময় বের করার জন্য ওঁকে অনেক ধন্যবাদ।'

অসতর্কতার সুযোগে টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুই যুবক

ভরত বেরা, নয়া জামানা, পশ্চিম মেদিনীপুরঃ স্বনির্ভর দলের টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে এসে কেপমারির কবলে পড়লেন এক মহিলা। মহিলাকে বোকা বানিয়ে টাকা নিয়ে চম্পট দিল দুই যুবক। বেলদা থানার বাখরাবাদ এলাকার ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্তে নেমেছে বেলদা থানার পুলিশ। জানা গেছে শুক্রবার দুপুরে বাখরাবাদে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ওই পঞ্চায়েত এলাকার চৌগাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা এক মহিলা একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোনের টাকা জমা দিতে এসেছিল।

লোনের টাকা জমা দিতে যাওয়ার সময় দুজন যুবক ফর্ম ফিলাপের নামে মহিলাকে সহযোগিতা করার কথা জানায়। ফর্ম পূরণের পর কত টাকা জমা দেবেন জানতে চেয়ে সেই টাকা হাতে চান। অভিযোগ টাকা গোনার সময় যুবক একটি ৫০০ টাকার নোট জাল আছে বলে। এরই মাঝে ওই মহিলার অসতর্কতার সুযোগে কিছু টাকা সরিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। তখনই বুঝতে পারেননি তিনি। পরে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে গেলে জানতে পারেন* তার কাছে ৮০ হাজার টাকার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আছে।ওই দুই যুবক ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে এলাকায়।

ওই মহিলা প্রগতি বাগ বলেন, আমাদের গীতাঞ্জলি সংঘের লোনের ৮০ হাজার টাকা জমা করতে এসেছিলাম, ক্যাশ কাউন্টারে নতুন একটি ফর্ম দিয়ে তা ফিলাপ করতে বলেন ক্যাশিয়ার। আর সেই ফরম ফিলাপ করতে গেলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক আমাকে সাহায্য করে দেবে বলে ফর্ম পূরণ করে দেয়। এরপর আমার কাছ থেকে টাকার পরিমান লিখবে বলে ব্যাগ থেকে টাকা বার করতে বলে। আমি সরল বিশ্বাসে তাদের হাতে টাকার বান্ডিল গুনতে দি। আর তখনই একটি নোটজাল আছে বলে আমাকে বিভ্রান্ত করে দেয় ওরা। এরপর টাকার বান্ডিলটা ফেরত দিলে আমি ব্যাগে ঢুকিয়ে দিই। এরপর তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে কাউন্টারে জমা করলে দেখি সেখান থেকে ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা কম রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেলদা থানার পুলিশ। ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুই যুবকের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

তৃণমূলের নব নিযুক্ত জেলা সভাপতি হলেন বিধায়ক রাজীব লোচন সরেন

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃরাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি ও চেয়ারম্যান এর নাম ঘোষণা হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বান্দোয়ান বিধানসভার দু'বারের বিধায়ক এবং পুরুলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতি রাজীব লোচন সরেন। চেয়ারপার্সন হিসেবে নাম ঘোষণা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো।

নাম ঘোষণা হতেই নব নিযুক্ত তৃণমূল পুরুলিয়া জেলা সভাপতিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ কার্যালয়ে সংবর্ধনা জানান দলীয় কর্মী সমর্থকরা। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ফুলের মালা দিয়ে বর্ধিত করা হয় নব নির্বাচিত সভাপতিকে।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীকে ধন্যবাদ জানান সভাপতি রাজীব লোচন সরেন। পাশাপাশি জেলার সমস্ত নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে, একসঙ্গে কাজ করে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ার মোট ৯টি বিধানসভা আসনেই দখল করবে তৃণমূল কংগ্রেস বলে জানান।

জঙ্গল ধ্বংস করার প্রতিবাদ কুড়মী সমাজের

বংশীধর সিংহ, নয়া জামানা, পুরুলিয়াঃ ১০ ই মে থেকে শুরু করে ১৬ ই মে পর্যন্ত সাত দিন ধরে আদিবাসী কুড়মী সমাজের উদ্যোগে বিগত ৬ বছর ধরে জঙ্গলমহল এলাকায় গাছের গোড়ায় জল দিয়ে এবং গাছের পূজা করে জঙ্গল বাঁচাও কর্মসূচি পালিত হয়ে আসছে। শুধু জঙ্গলমহল এলাকা নয় ধীরে ধীরে কর্মসূচির ব্যাপ্তিলাভ করেছে ঝাড়খণ্ড,উড়িষ্যা, আসাম এমন কি বাংলাদেশেও। দূষিত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন গাছ লাগানো। সেই সচেতনতা মাথায় রেখেই। মানুষজন কর্মী সমাজের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে নিজেরাও নিজ নিজ জায়গায় বৃক্ষরোপণ এবং গোড়ায় জল দেওয়া শুরু করেছে। সপ্তাহ শেষে কর্মসূচির অন্তিম দিনে, আদিবাসী কুড়মী সমাজের পুরুলিয়া জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি সাধন মাহাতো বলেন, জঙ্গল ফিলিং এর নাম করে বনদপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছর করা হচ্ছে জঙ্গল ধ্বংস। শাল,সেগুন, মহুয়া সহ মূল্যবান গাছগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হচ্ছে জঙ্গলমহলের জঙ্গল গুলো থেকে। বদলে লাগানো হচ্ছে সোনাঝুরির মত জল শোষণ কারী গাছ। বনদপ্তরের কিছু অসাধু কর্মচারীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কিছু অসাধু কাঠের চোরাকারবারিরাও। চোরাচালান হয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জঙ্গলমহলের মূল্যবান এই কাঠ গুলি।

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

বামনহাট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নোংরার পাহাড়, উদ্বেগ চিকিৎসকের

নয়া জামানা, দিনহাটাঃ বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিত্র দেখে হতবাক সবাই। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট খাবার, পানের পিক;দেয়ালেও গুটকার দাগ। হাসপাতাল যেন ডাস্টবিনে পরিণত। যদিও হাসপাতালের নানা স্থানে সচেতনতামূলক পোস্টার ও ডাস্টবিন রাখা আছে, তবুও অসচেতন ব্যবহারকারীদের দাপটে তা কার্যত উপেক্ষিত। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মেরাজ উদ্দিন আহমেদ জানান, বারবার সচেতন করা সত্ত্বেও অনেকেই নিয়ম

মানছেন না। তাঁর আক্ষেপ করে বলেন,বেসরকারি হাসপাতালে সবাই নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু সরকারি হাসপাতালেই এমন অসচেতনতা কেন? তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সবাই যেন সহযোগিতা করেন।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,গাজোলঃএক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহের গাজোল জামডাঙ্গা এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত গৃহবধূর নাম পূজা রায়(২১)।বাড়ি গাজোল ১ নং অঞ্চলের জামডাঙ্গা গ্রামে। এলাকায়।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গৃহবধূ পূজা রায়ের বিয়ে হয় গত তিন বছর আগে গাজোল ব্লকের জামডাঙ্গা এলাকায় ঝিনুক রায়ের সঙ্গে।

বিয়ের পর থেকেই সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো।

বৃহস্পতিবার তার চরমে ওঠে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে গৃহবধূ পূজা রায়।তবে মৃত গৃহবধুর পরিবারের অভিযোগ খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে পূজাকে।ঘটনার তদন্ত নেমেছে গাজোল থানার পুলিশ।

বাদ্যযন্ত্রে লুকিয়ে ইয়াবা পাচার, কোচবিহারে গ্রেপ্তার ৩

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃবাদ্যযন্ত্রের আড়ালে ইয়াবা পাচারের ছক ফাঁস করল শিলিগুড়ি এসটিএফ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পলিটেকনিক কলেজ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় তিন পাচারকারীকে। ধৃতরা হলেন;জহিরুল হক আকন্দ , আবু বক্কর সিদ্দিক ও বাবুল উদ্দিন মিয়া।

তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১ কেজি ২০০ গ্রাম ইয়াবা, বাজারমূল্য

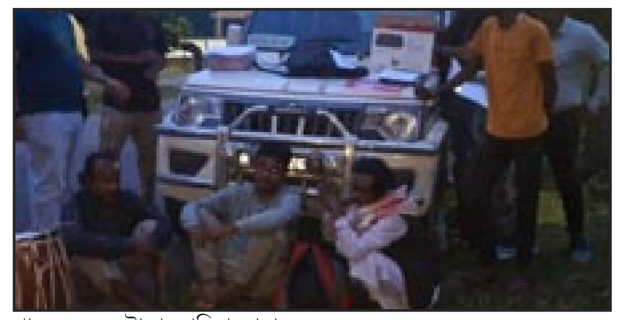

প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। পুলিশ জানায়, ইয়াবাগুলি অসমের শিলচর থেকে বালাভূতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে পাচার। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

কয়েক মাস ধরেই কোচবিহার জেলাকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে একটি চক্র, সন্দেহ পুলিশের।

খড়িমারিতে হাতির উপদ্রব রুখতে অকাল দীপাবলি

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃজলপাইগুড়ির মোরাঘাট রেঞ্জের গাড়খুটা গ্রামে বুনো হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে গ্রামবাসী। হাতির আক্রমণ থেকে ফসল ও বাড়ি বাঁচাতে তারা গ্রামজুড়ে 'অকাল দীপাবলি' পালন করছে। গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি ও কৃষি জমিতে টুনি বাল্ব লাগিয়ে আলো জ্বালানো হচ্ছে। গত দীপাবলিতে আলো জ্বালানোর ফলে হাতি কিছুটা দূরে সরে যাওয়ায় এবার পুরো গ্রামেই ও খেতেও আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, হাতির দল প্রায়ই তাদের ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুর করে। টর্চ লাইট ও

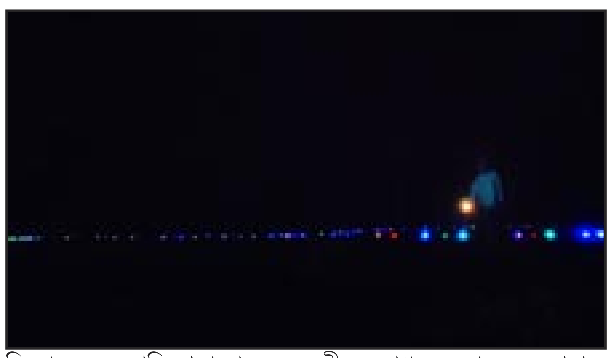

চিৎকার করেও হাতি তাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তারা আলো দিয়ে হাতি দূরে রাখতে চান। স্থানীয়রা বলছেন, 'আলোয়ের কারণে হাতি গ্রামে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছে এবং এ থেকে কিছুটা সুরক্ষা পাচ্ছি।' ঝাড় আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নীরেন্দ্রনাথ রায় জানান, তগ্রামবাসীদের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

আমরা ইতিমধ্যে বনদপ্তরের কাছে হাতির উপদ্রব বন্ধের জন্য আবেদন জানিয়েছি। আশা করছি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভালুকারোডে তীব্র যানজট, উড়ালপুলের দাবি

নয়া জামানা , হরিশ্চন্দ্রপুবঃ হরিশ্চন্দ্রপুরের ভালুকারোড রেলস্টেশনের পাশে রেলগেটে প্রতিদিন তীব্র যানজটে দুর্ভোগে পড়ছেন হাজারো যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অফিস সময় ও স্কুল চলাকালীন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। তুলসিহাটা-ভালুকা বাজার রাজ্য সড়কের উপর অবস্থিত এই গেট দিয়ে মালগাড়ি ও প্যাসেঞ্জার ট্রেন বারবার চলাচল করায় রাস্তায় থমকে থাকে যানবাহন। নিমতলা মোড়েও যানজট লেগেই থাকে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে উড়ালপুল নির্মাণ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক।

নাবালিকার বিয়ে রুখল পুলিশ ,পাত্র গ্রেপ্তার

নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ নাবালিকার বিয়ে রুখে দিল পুলিশ। বাড়িতে চলছিল বিয়ের আসর, আমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছিলেন, খাওয়া দাওয়া চলছিল। হঠাৎ পুলিশ এসে পৌঁছায়, আর তা দেখে কন্যা ও পাত্রপক্ষের বাবা-মা চম্পট দেয়। তবে পাত্র ধরা পড়ে যায়। ঘটনাটি ময়নাগুড়ির রামসাই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিপোতা গ্রামে ঘটেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের অভিযান হয়। নাবালিকার বয়স ১৬, পাত্রের বয়স ১৯। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। পাত্রের নাম সুমন সরকার। পাত্রপক্ষের বাবা-মা ও কন্যার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তারা পলাতক। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হয়েছে।

নাবালিকা অপহরণে গ্রেপ্তার দুই জামাই ,মূল অভিযুক্ত আটক

নয়া জামানা,ময়নাগুড়িঃ প্রায় একমাস আগের নাবালিকা অপহরণের ঘটনার তদন্তে গোপন সূত্রের সাহায্যে ময়নাগুড়ি পুলিশ বড় ধাক্কা দিয়েছে অপহরণকারী চক্রে।

বুধবার একই দিনে দুই জামাইবাবু কালিপদ রায় ও তপন রায়কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের স্বীকারোক্তির পর মূল অভিযুক্ত দীপঙ্কর রায়কে ময়নাগুড়ির পদমতি এলাকার তিস্তার চর থেকে আটক করা হয়।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, দীপঙ্কর নাবালিকাকে অপহরণ করে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং আত্মীয়দের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল।

এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে এবং অপর সহযোগীদের খোঁজ করছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে এবং দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাঁজা উদ্ধার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসে

নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ বামনহাট স্টেশন থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ছাড়ার আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ও জিআরপির যৌথ অভিযানে এসি কোচ থেকে দুই ট্রলি ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধার হয়।

দুপুরে চালানো অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অনুমান, গাঁজা পাচারের ছক ছিল। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি, তদন্ত চলছে।

কুশমন্ডিতে ডিওয়াইএফআই প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা

দিলদার আলী, নয়া জামানা, কুশমন্ডিঃ চাকরি হারা শিক্ষকদের বিকাশ ভবনে শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ প্রশাসনের নির্মম লাঠিচার্জের প্রতিবাদে কুশমন্ডি ব্লকের ডিওয়াইএফআই পক্ষ থেকে কুশমন্ডি জেলা পরিষদ মার্কেট থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

মিছিলটি কুশমন্ডি সদর পরিক্রমা করে এবং কুশমন্ডি চৌরাস্তা পথসভায় শেষ হয়।

এদিন উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই সম্পাদক দিপঙ্কর চাকী, ডিওয়াইএফআই সভাপতি নিত্যানন্দ সরকার, জেলা লোকাল কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম,

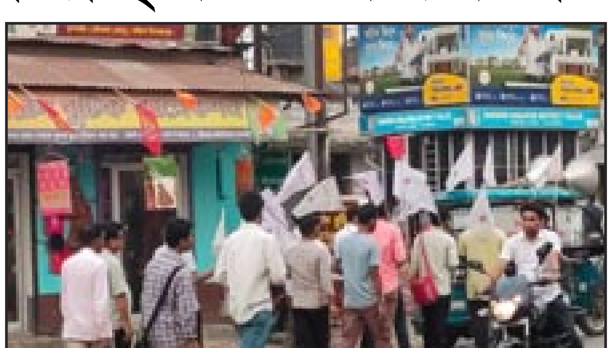

আব্দুল আজিজ, দারুল ইসলাম সহ অনেকে। এই বিষয়ে কুশমন্ডি ব্লকের ডিওয়াইএফআই সম্পাদক দিপঙ্কর চাকী বলেন, বিকাশ ভবনে চাকরি হারানো শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের প্রতিবাদে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করেছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ডিওয়াইএফআই সদস্যরা ধিক্কার জানায়। তিনি আরও বলেন, আমরা সর্বদা চাকরি হারানো শিক্ষকদের পাশে আছি।

উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূলের চেয়ারম্যান হামিদুল, জেলা সভাপতি পুনরায় কানাইয়ালাল

সুবল গোপ, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুরঃ তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলার নতুন সাংগঠনিক চেয়ারম্যান হলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। পুনরায় জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল। দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কানাইয়ালাল বলেন, জেলা সংগঠন ভালো রয়েছে। জেলার নয়টি ব্লকের মধ্যে কালিয়াগঞ্জ বাদে বাকি আটটিতেই তৃণমূলের শক্ত অবস্থান। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে জেলার সব ব্লক তৃণমূল দখলে আসবে বলে তার

দাবি। কানাইয়ালাল আরও জানান, সাংগঠনিক চেয়ারম্যান পদে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানকে পেয়ে তিনি খুশি। হামিদুল একজন দক্ষ নেতা এবং চোপড়ার সংগঠন ভালো। তারা মিলিয়ে জেলার সংগঠন মজবুত করবেন। চেয়ারম্যান হওয়ার পর হামিদুল রহমান দলের ওপর আস্থা রাখায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক ব্যানার্জি ও সুব্রত বক্সীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দলের স্বার্থে চোপড়া ও জেলার সংগঠন মজবুত করতে কাজ করবেন।

হরিণ হত্যা করে ভোজ, ৩ বছরের কারাদণ্ড

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃহরিণ মেরে বাড়িতে ভোজের আয়োজন করেছিলেন শালকুমার রাভা বস্তির রাজেশ রাভা।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলদাপাড়া দক্ষিণ রেঞ্জের বনকর্মীরা তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে রান্না করা হরিণের মাংস ও শিং উদ্ধার করেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে দায়ের মামলায় সিজেএম আদালত তাঁকে ৩ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেয়। সিআর মামলা নং ৩৯১/২৪ মাত্র এক বছরে নিষ্পত্তি হয়।

বনদপ্তর জানিয়েছে, এই রায় বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালিত হল ময়নাগুড়িতে

নয়া জামানা,ময়নাগুড়ি ময়নাগুড়িঃ ব্লক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায়, ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে আজ জাতীয় ডেঙ্গু দিবস পালিত হলো। জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়, যা ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করে। ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানান, এর মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই;সকলকে বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং কোথাও জল জমে থাকতে দেওয়া যাবে না। সকলকে মশারি টাঙিয়ে

ঘুমোতে হবে। সকলকেই সচেতন হতে হবে, তবেই ডেঙ্গুকে গোড়া থেকে রোখা যাবে। তিনি আরও বলেন, আমরা গত বছরেও এই অভিযান চালিয়েছিলাম, এবারও লাগাতার ডেঙ্গু রুখতে আমরা অভিযান চালিয়ে যাব। তবেই ময়নাগুড়ি শহরকে ডেঙ্গু-মুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এদিন উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের কর্মী, আশা কর্মী, সমস্ত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যরা।

শাটার ভেঙে দোকানে চুরি, ধরা পড়লো সিসিটিভিতে

নয়া জামানা,রাজগঞ্জ ঃরাজগঞ্জের পানিকৌরি বাজারে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের দোকানে চুরি। বৃহস্পতিবার রাতে দোকানের শাটার ভেঙে প্রায় ২ লক্ষ টাকার ফ্যান, লাইটসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। দোকান মালিক বাপি দে সকালে এসে দেখেন শাটার ভাঙা। সিসিটিভি ফুটেজে চারজন দুষ্কৃতীকে দেখা যায় শাটার ভেঙে দোকানে ঢুকতে। পুলিশে

অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তে নেমেছে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ।

হাতি তাড়াতে তৎপর বন বিভাগ

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের মান্ধাধারী জঙ্গল থেকে রাতের অন্ধকারে তিস্তা নদীর চরে ঢুকে পড়ে প্রায় ৯০টি হাতির বিশাল দল। রাজগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত এই এলাকায় হাতির আগমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তর ও রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। উপস্থিত হন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ও। হাতিরা চাষের জমিতে ঢুকে ভুট্টা খেয়ে ফেলে বলে জানান স্থানীয়রা। তবে কোনো মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বনদপ্তরের আধিকারিকরা বিধায়কের সঙ্গে পরামর্শ করে হাতিগুলিকে পুনরায় জঙ্গলে ফেরানোর পরিকল্পনা নেন। গ্রামবাসীদের আতঙ্ক দূর করতে প্রশাসনের তরফে সচেতন করা হয়। বনদপ্তরের নজরদারিতে রয়েছে পুরো ঘটনা। সন্ধ্যা হতেই হাতিদের জঙ্গলে ফেরানোর কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের নিগ্রহের প্রতিবাদে মিছিল ও পথ সভা বামেদের

নয়া জামানা,ফালাকাটা ঃ বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের প্রতিবাদে সরব হল বামেরা।শুক্রবার বামপন্থী গণসংগঠনসমূহের যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে ফালাকাটা শহরে প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভা করা হয়। এদিন টাউন ক্লাব ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে ফালাকাটা শহর পরিক্রমা করার পর ট্রাফিক মোড়ে পথসভা সংগঠিত হয়।বক্তব্য রাখেন যুবনেতা বাপন গোপ,শিক্ষক নেতা গোলাম মোস্তাফা, শ্রমিক নেতা নৃপেন খাসনবীশ এবং বীমা কর্মচারী সমিতির নেতা কল্যাণ চন্দ

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর উপর অত্যাচারের অভিযোগ

নয়া জামানা, বামনগোলা ঃ স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে ঘর ছাড়তে বাধ্য হলেন এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার অন্তর্গত হাঁসপুকুর এলাকায়। জানা গেছে, প্রায় ছয় মাস আগে হাঁসপুকুরের বাসিন্দা মিলন রায়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের পর বিয়ে হয় বীণাপাণি সরকারের। অভিযোগ, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে প্রায়শই মারধর করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে অত্যাচারের মাত্রা চরমে ওঠে, তখনই কোনওক্রমে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচান ওই গৃহবধূ। অভিযোগ, অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীনও তাঁকে ঘরবন্দি করে মারধর করা হতো, এমনকি পেটে লাথিও মারা হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অভিযোগ তোলে, পেটে থাকা সন্তান অন্য কারওর। এসব কারণেই বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে মারধর করা হয় বলে জানা গেছে। শুক্রবার সকালে বামনগোলা থানায় স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। নিজের ও অনাগত সন্তানের নিরাপত্তার জন্য তিনি দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ নদীয়া বীরভূম
নয়া জামানা

বীরভূমে বিলুপ্তি সভাপতি পদ ? কোর কমিটিতে অনুব্রত মণ্ডল

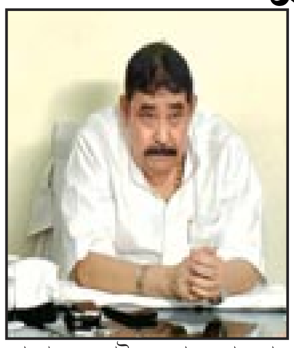

রূম্পা দাস,নয়া জামানা,বোলপুর ঃতৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সংগঠনে বড়সড় রদবদল বীরভূমে। এবার আর সভাপতি পদের কোনও নাম ঘোষণা হয়নি। পরিবর্তে, পুরো জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে নয় সদস্যের একটি কোর কমিটির হাতে।

রাজনৈতিক মহলে এখন প্রশ্ন;তবে কি বিলুপ্ত হল বীরভূমে তৃণমূলের সভাপতির পদ? নতুনভাবে গঠিত এই কোর কমিটিতে রয়েছেন আশিস ব্যানার্জি, অনুব্রত মণ্ডল, অভিজিৎ সিনহা, চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ রায়চৌধুরী, কাজল সেখ, সুদীপ্ত ঘোষ এবং জেলার দুই সাংসদ শতাব্দী রায় ও আসিত মাল। অন্যদিকে, আশিস ব্যানার্জিকে আগের মতোই জেলা চেয়ারম্যান হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে।

অনুব্রত মণ্ডল এখনও দাবি করছেন, তাঁকে সভাপতি পদ থেকে সরানোর কোনও দলীয় নির্দেশ তিনি পাননি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি এখনো বীরভূম জেলা তৃণমূলের সভাপতি। এই সাংগঠনিক রদবদলকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জল্পনা।

অনেকের মতে, এটা দলের কৌশলী পদক্ষেপ;অনুব্রতের গুরুত্ব একেবারে কমানো না হলেও, পুরো ক্ষমতা তাঁর হাতে না রেখে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে কোর কমিটির মধ্যে। আবার কেউ কেউ বলছেন, লোকসভা ও পঞ্চায়েত ভোটে অনুব্রত অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ভালো ফল করেছে তৃণমূল, সেই প্রেক্ষিতেই সংগঠনে বদল আনছে দল। তৃণমূল নেতৃত্বের এই রদবদল সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখেই কি? এখন প্রশ্ন একটাই;এই কোর কমিটির হাত ধরে বীরভূমে দলের ভবিষ্যৎ সাংগঠনিক রূপ কী দাঁড়ায়, তা বলবে সময় ।

হেরিটেজ কোর্সের সমাপ্তি শ্রীপৎ সিং কলেজে

রহমতুল্লাহ, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃজিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত হল 'হেরিটেজ ইন ইন্ডিয়া' সংযোজনমূলক কোর্সের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। কলেজের ইতিহাস বিভাগ ও হেরিটেজ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এই কোর্সে ভারতের নানা ঐতিহ্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শংসাপত্র বিতরণের পাশাপাশি ঐতিহ্য ও সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়। এদিন শ্রীপৎ সিং কলেজ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক আবাস ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের মধ্যে একটি মৌ-সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ, ব্রজ কিশোর ঘোষ এবং কলেজের অধ্যক্ষ কমলকৃষ্ণ সরকার প্রমুখ।

এভারেস্ট জয়, তারপর নিখোঁজ পরিবার এখনও অনিশ্চিত

দেবব্রত মালাকার ও বি. ব্যানার্জি, নদিয়া , নয়া জামানাঃ জয়, অতঃপর নিখোঁজ। এভারেস্টের চূড়া ছোঁয়ার গর্ব মুছে দিল দুঃসংবাদ। নদিয়ার সুব্রত ঘোষ, যিনি সম্প্রতি বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করেন, সেই অভিযানের পর থেকেই আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। শেষ মুহূর্তে অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ার খবর মিলেছে, তবে এখনও পর্যন্ত পরিবার মৃত্যুর খবর মেনে নিতে পারেনি। রাণাঘাট পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠের পাড়ার বাসিন্দা সুব্রতবাবু পেশায় শিক্ষক। কর্মস্থল উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার মিলনবিথী হাই স্কুল। সঙ্গে ছিলেন আরেক পর্বতারোহী, রানাঘাটেরই রুম্পা দাস। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রুম্পা ক্যাম্পে ফিরে এলেও সুব্রতের আর কোনও খোঁজ মেলেনি। ১০ মে নেপালের বেস ক্যাম্প থেকে চূড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁরা। তবে চূড়ায় পৌঁছতে সময় লেগে যায় অনেকটাই। সেই দেরিই যেন কাল হয়ে দাঁড়ায়। শেষবারের মতো খবর আসে, সুব্রত ঘোষের অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকালে আত্মীয়দের মোবাইলে পৌঁছায় একটি মেসেজ;সুব্রত আর নেই। কিন্তু কোথা থেকে সেই বার্তা, কতটা নির্ভরযোগ্য;তা নিয়ে ধন্দ কাটছে না। শুক্রবার সকাল থেকেই মাঠের পাড়ার সুব্রতবাবুর বাড়িতে ভিড় করছেন আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা। রানাঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান কোশলদেব বন্দ্যোপাধ্যায় সকালেই বাড়িতে এসে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ও দুপুরে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত রকম সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। চিকিৎসক অতিন্দ্র মণ্ডল মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে যোগাযোগ করেন। জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকও উদ্ধার প্রক্রিয়ার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং যথাসম্ভব চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। পরিবারের চোখে এখন শুধুই অনিশ্চয়তা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্বজনেরা। নিখোঁজের পর সময় যত এগোচ্ছে, বাড়ছে উদ্বেগ আর রহস্যের ঘনঘটা। প্রশাসনিক স্তরে কোনও নিশ্চিত খবর এখনও মেলেনি। সেই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় নদিয়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবার।

প্রতারণা রুখতে চালু চাপড়া থানায় সাইবার সেল

নিপ্পন বিশ্বাস, চাপড়া ফোন ও অনলাইনে প্রতারণা রুখতে বিশেষ পদক্ষেপ নিল চাপড়া থানা। সীমান্তবর্তী এই থানা চত্বরে চালু হলো সাইবার সেল। মূলত ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বেড়ে চলা জালিয়াতি, ব্যাঙ্ক প্রতারণা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো বার্তা ইত্যাদি নজরে রাখতে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকবে এই সেল। চাপড়ার বাসিন্দাদের অনুরোধে থানার আইসি অনিন্দ্য মুখার্জীর উদ্যোগে এই সেল চালু হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ জমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তদন্ত শুরু হবে। ইতিমধ্যেই সাইবার প্রতারণার শিকার এক ব্যক্তিকে ১৮ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে সেল। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি শিল্পী পাল।

এই সেল ভবিষ্যতে আরও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করা হবে বলে জানান থানার আইসি।

ডেঙ্গু রুখতে সচেতনতার পদযাত্রা সরলপুরে

আজিম উদ্দিন সেখ , নয়া জামানা , ভগবানগোলা ঃ ভগবানগোলা ২ নম্বর ব্লকের সরলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কুকার পাড়া এলাকায়।

গ্রামবাসীদের ডেঙ্গুর মতো প্রাণঘাতী পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে সচেতন করতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান হাসিনা বিবি, আধিকারিক বলরাম মন্ডল, আব্দুস সালাম, আব্দুস সোভান, ভিআরপি ও ভিবিডিসি ওয়ার্কার ভিক্টর মন্ডল, হাসান শেখ, আবু সুফিয়ান সেখ প্রমুখ।

১০২ বছর বয়সে আইনি লড়াইয়ে জয়ী নবকুমার বিশ্বাস

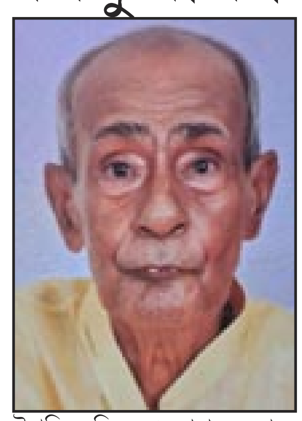

দেবব্রত মালাকার, নয়া জামানা, নদিয়াঃ বয়স মাত্র সংখ্যা;এই কথা সত্যি প্রমাণ করলেন নদিয়ার মাধবপুর ইছাপুর এলাকার নবকুমার বিশ্বাস।

২০১৯ সালে করা একটি এভিকশন মামলার দীর্ঘ ছয় বছরের লড়াইয়ের শেষে, ২০২৫ সালের ১৬ মে তিনি পেলেন রায় নিজের পক্ষে। সিভিল জাজ (জুনিয়র ডিভিশন) থার্ড কোর্ট, নদিয়ার বিচারক রায় দেন নবকুমার বিশ্বাসের পক্ষে।

মামলাটি ছিল আনন্দ মাঝি ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে, যারা নবকুমারবাবুর সম্পত্তি থেকে বেআইনি দখল সরানোর অনুরোধ উপেক্ষা করেছিলেন। বাধ্য হয়ে শতবর্ষী এই প্রবীণ ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হন। মামলার শুনানিতে নবকুমারবাবু নিজেও কয়েকবার উপস্থিত ছিলেন। আদালত রায়ে জানিয়েছে, বাদির জমি ও সম্পত্তিতে বিবাদী পক্ষ বেআইনি বসবাস করছিলেন এবং তাদের উচ্ছেদ আদেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা রায় পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়েছেন। এক নিকট আত্মীয় বলেন, ঠাকুরদার মতো মানুষ আজকের দিনে খুব কমই দেখা যায়। ওনার জেদ আর ন্যায়বোধ আমাদের নতুন করে শিখিয়েছে জীবনের লড়াই কীভাবে লড়তে হয়।দ স্থানীয়রাও খুশি, কেউ বলেন, ত১০২ বছর বয়সেও উনি যে নিজে মামলা চালিয়ে গেছেন, সেটা শুধু বিরল নয়, অভাবনীয়।

আইনজীবী জানান, এভিকশন মামলায় প্রমাণপত্রের গুরুত্ব থাকে, আর নবকুমারবাবুর ক্ষেত্রে সেটি যথাযথ হওয়ায় তিনি জয়লাভ করেছেন। নবকুমার বিশ্বাস এখনো সুস্থ এবং দৈনন্দিন কাজে নিজে অংশ নেন। তিনি বলেন, ত্ন্যায় পেতে দেরি হয়, কিন্তু যদি সত্যি সঙ্গে থাকে, তাহলে বিচার একদিন হবেই।দ রায়টি প্রমাণ করল, বয়স কোনও বাধা নয়;যদি ইচ্ছাশক্তি অটুট থাকে।

চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে পলাশীপাড়ায় পথ অবরোধ সিআইটিইউ-র

পার্থ দাস বৈরাগ্য , নয়া জামানা, পলাশীপাড়া ঃ কলকাতার বিকাশ ভবনে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর পুলিশের বর্বর আচরণের প্রতিবাদে এবং তাঁদের উপযুক্ত চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সিআইটিইউ ও অন্যান্য বাম গণসংগঠনের উদ্যোগে পলাশীপাড়া বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রথমে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে পলাশীপাড়া বাসস্ট্যান্ড পরিক্রমা করে। এরপর বাসস্ট্যান্ড অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান উপস্থিত আন্দোলনকারীরা। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র পলাশীপাড়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক প্রদ্যুৎ বিশ্বাস, কৃষক সভার আসাজুল সেখ, যুব নেতা সাহিন সেখ, গণআন্দোলনের নেতা সলিল কর, জন্মেজয় ঘোষ, বুলবুল মণ্ডল সহ অন্যান্য কর্মী ও সমর্থকরা।

নানুরে ঝড়ের দাপট, ভাঙল ঘর, গেল গরুর প্রাণ

নয়া জামানাঃ নানুর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দাপটে বিপর্যস্ত হল বীরভূমের নানুর ও কীর্ণাহার। ঝড়ে ভেঙে পড়ে বহু গাছ ও বিদ্যুতের পোল। শুক্রবার সকালে নানুর ব্লকের সংসদ গ্রামে জমা জলে ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যায় চারটি গরু। মৃত পশুগুলি লাল মণ্ডল, আজিম সেখ ও ফুল মীরের। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের প্রশ্ন; ঝড়ের পর পরিকাঠামো পরীক্ষা ছাড়াই কেন চালু হল বিদ্যুৎ? অন্যদিকে, কীর্ণাহার এলাকায় ভেঙেছে একাধিক মাটির ঘর। বিদ্যুৎ বিভ্রাটে রাত কেটেছে অন্ধকারে। স্থানীয় প্রধান জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল ও তৎকালীন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। প্রথম কালবৈশাখীই রেখে গেল দগদগে ক্ষত, ভরসা একটাই; সরকারি সাহায্য যেন দ্রুত আসে।

ডেঙ্গু সচেতনতায় যম-চিত্রগুপ্তের অভিযান

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জমানা, পলাশীপাড়াঃ জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে নদীয়ার তেহট্ট -২ নং ব্লকের গোপীনাথপুরে সচেতনতা মূলক পথ নাটিকা অনুষ্ঠিত হল। শুক্রবার গোপীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত ভিবিডিসি কর্মীদের উদ্যোগে এই সচেতনতা মূলক পথ নাটিকা অনুষ্ঠিত হয় । যেখানে যমরাজ বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিলেন জমা জলের। চিত্রগুপ্ত তুললেন সেই সব বাড়ির কর্তাদের নাম এবং যমদূত খুঁজে বার করলেন এডিস মশা।এই পঞ্চায়েত এলাকার কৃষ্ণনগর দাস পাড়া,রাধানগর বাসস্ট্যান্ড, দে পাড়া প্রভৃতি এলাকা গুলিতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিয়ার রহমান শেখ জানান, গত বছর যে সব এলাকা গুলিতে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল মুলত সেই সব এলাকা সহ অন্যান্য এলাকায় ভিবিডিসি কর্মীরা একটি পথনাটিকার মধ্য দিয়ে মানুষকে সচেতন করে। এই অভিনব উদ্যোগের জন্য প্রশংসা করেন

করিমপুরে পালিত হল জাতীয় ডেঙ্গু দিবস

অর্ধেন্দু মালাকার ,নয়া জামানা, করিমপুর ঃনদিয়া জেলার অধীন করিমপুর এক নম্বর ব্লকের উদ্যোগে আজ সারাদিনব্যাপী নানা ধরনের কর্মসূচি পালিত হলো। সকালে আইসিডিএস কেন্দ্র গুলিতে মাদার্স মিটিং করা হয়। সেখানে অভিভাবকদের ডেঙ্গু সম্পর্কে নানা ধরনের সচেতন মূলক বার্তা প্রচার করা হয়। ওই ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুপ্রতিম মজুমদার বেলা একটার সময় তার ব্লকের অধীন আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত কে একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গুগল মিটের মাধ্যম দিয়ে শুরু হয়। পঞ্চায়েত গুলিতে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে সচেতন মূলক শিবির করা হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গুলিতে একেবারে গরিব মানুষ চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে মশারি বিতরণ করা হয়। এই কাজে হাতে হাত লাগিয়েছেন আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ সমস্ত কর্মীরা ব্লক ও পঞ্চায়েতের। ওই ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুপ্রতিম মজুমদার তিনি বলেন যে সব সময় আমরা সমাজকে সুস্থ ও পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য নানান ধরনের সচেতন মূলক শিবির করে চলি। পরবর্তীকালে আমরা আরও মানব কল্যাণের দিকে এগিয়ে যাব সারা বছর আমাদের এই কর্মসূচি জারি থাকবে।

শিক্ষকদের ওপর তৃণমূলের দুষ্কৃতি বাহিনী ও পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে এসইউসিআই এর প্রতিবাদ দিবস পালন, দেবব্রত মালাকার , কৃষ্ণনগর

বিকাশ ভবনে পুলিশের লাঠিচার্জ, রাজপথে বামেরা

নয়া জামানা, হরিহরপাড়া ঃ বিকাশ ভবনের সামনে চাকরি হারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে সারা রাজ্যের পাশাপাশি হরিহার পাড়াতেও প্রতিবাদ মিছিল বামেদের। বৃহস্পতিবার যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের বিকাশ ভবন অভিযানকে ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে বিকাশ ভবন চত্বর। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায় । আন্দোলনকারীদের অভিযোগ পুলিশের লাঠির আঘাতে একাধিক আন্দোলনকারী আহত হন। এই ঘটনার পরে বামেরা ঘোষণা করেন শুক্রবার সারারাজ্য জুড়ে প্রতি প্রতিবাদ হবে। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার বিকেলে হরিহরপাড়ার রাজপথে হাঁটলেন বাম নেতা কর্মীরা। এই মিছিলে পা মেলান হরিহরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক ইনসার আলী বিশ্বাস, হরিহর পাড়ার জোনাল কমিটির সম্পাদক জহুর আলী সহ নেতা কর্মী সমর্থক। ইনসার আলী বিশ্বাস বলেন ক্ষ্ম বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে সদ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে রাজ্যের পুলিশ ও তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী যেভাবে যোগ্য প্রার্থীদের অমানবিকভাবে পিটিয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা আজ এই মিছিল সংগঠিত করলাম ।

রোগী মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ধুবুলিয়া হাসপাতালে

নয়া জামানা,নদীয়াঃ ধুবুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী মৃত্যু ঘটনায় ধুমধুমার পরিস্থিতি হসপিটালে। জানা যায় আজ সকালে এক ব্যক্তি পেটে ব্যথা নিয়ে ধুবুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসে , নাম বৃন্দা ঘোষ। বয়স আনুমানিক ৬০ বছর । তার বাড়ি বেলপুকুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট । রোগীর পরিবারের দাবি,সকাল থেকে তাকে বিনা চিকিৎসায় রাখা হয় এবং যে ডাক্তার সকাল থেকে পেশেন্টের দায়িত্বে ছিলেন সেই ডাক্তারও সেই রোগীর চিকিৎসার জন্য কোন যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। এরপরই সন্ধ্যা নাগাদ সেই রোগীর মৃত্যু হয়। তারপরে রোগীর পরিবারের লোকজন এসে হসপিটালের ডাক্তারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং হাসপাতালে সাধারণ জিনিস ভাঙচুর করে অশান্তির সৃষ্টি করে।পরবর্তীতে ধুবুলিয়া থানার পুলিশ খবর পেলে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ আনতে বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে হসপিটালে উপস্থিত হয়। তবে এখনও পর্যন্ত দেহ আটকে রাখা হয়েছে এবং পরিবারের লোকের দাবি যতক্ষণ না ওই ডাক্তারের যথাযথ ব্যবস্থা হবে এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকরা যতক্ষণ না এই হসপিটালে আসবে ততক্ষণ এই ঝামেলার চলতে থাকবে বলে জানা যায়, এবং দেহ তারা বের করতে দেবে না বলে জানায়। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানানরোগীকে রেফার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, তবে তিনি তা নিতে চাননি। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে রেফার করা হলেও মৃত্যু এড়ানো যায়নি। ঘটনায় হাসপাতাল এবং এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত চলছে।

কীর্ণাহারে পথ নিরাপত্তায় থানার উদ্যোগ

নয়া জামানা, কীর্ণাহারঃ পথ দুর্ঘটনা রুখতে ও সচেতনতা বাড়াতে 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার পদযাত্রার আয়োজন করল কীর্ণাহার থানা। থানা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বাজার পরিক্রমা করে ফিরে আসে পদযাত্রা। থানার ওসি অমিতাভ পাল জানান, নিয়ম মেনে চলার বার্তা দিতেই এই উদ্যোগ।

ট্রাফিক ওসি সহ পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরাও এতে অংশ নেন। এই কর্মসূচিতে চালক ও পথচারীদের উদ্দেশে মাইকিং করে হেলমেট, সিটবেল্ট, মোবাইল ব্যবহার না-করার মতো বার্তা দেওয়া হয়। লিফলেটও বিতরণ করা হয়। বীরভূম জেলা পুলিশের নির্দেশে ধারাবাহিকভাবে এমন সচেতনতা কর্মসূচি চলছে বিভিন্ন থানায়। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমবে।

রানী ধন্যা কুমারী কলেজে রক্তদান শিবির

মিলন সারোয়ার, নয়া জামানা, জিয়াগঞ্জ ঃ রানী ধন্যা কুমারী কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আয়োজিত হলো রক্তদান শিবির।

এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানি ধন্যা কুমারী কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর অজয় অধিকারী। এন এস এস অফিসার শুভজিৎ দাস উপস্থিত ছিলেন ডঃ দেবাশীষ এছাড়াও বিভিন্ন টিচার্স ও প্রফেসররা। এই দিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০ জন রক্তদান করেছে।

জাতীয় নিরাপত্তায় সিঁদ! ভারতের বিমানবন্দর চুক্তি বাতিলে এবার আদালতে তুরস্কের সংস্থা সেলেবি

ভারত সরকার চুক্তি বাতিল করতেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ঘোষণা করল তুরস্কের বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা সংস্থা সেলেবি। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলিতে গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিংয়ের দায়িত্বে ছিল সংস্থাটি। ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে পাক সেনাকে সহযোগিতা করার অভিযোগ উঠে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতের যাবতীয় সাহায্যের কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধের আবহে পাকিস্তানকে ড্রোন দিয়ে সাহায্য করে তুরস্ক সরকার। পাকিস্তানে সেনা পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এরপর তুরস্কের সংস্থা সেলেবির সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি বাতিল করার কথা ঘোষণা করে ভারত সরকার। সেলেবির তরফে শুক্রবার দিল্লি হাই কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সেখানে তারা দাবি করে কোনও নোটিস ছাড়াই তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল

করেছে নয়াদিল্লি। তাদের আরও যুক্তি, হঠাৎ করে এভাবে চুক্তি বাতিল করলে ৩৭৯১ জন কর্মী চাকরি হারাবেন। পাশাপাশি তাদের সংস্থায় বিনিয়োগকারীদের মনোবলের উপর প্রভাব পড়বে। আদালতে দাখিল করা মামলায় সেলেবির তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কোনও চুক্তি কীভাবে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রভাব পরতে পারে? তাছাড়া শুধুমাত্র এই কারণে এভাবে চুক্তি বাতিল করা যায় না বলেও দাবি করেছে সংস্থাটি। এই

বিষয় নিয়ে ভারত সরকারের তরফে এখনও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আদালত এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী সোমবার। উল্লেখ্য, লাইসেন্স বাতিল ঘোষণা হতেই সেলেবি দাবি করেছিল, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগানের সঙ্গে সংস্থার সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি তাদের মালিকানাও তুরস্কের নয়। রাজনৈতিক যোগ নেই বলেও জানিয়েছিল সেলেবি অ্যাভিয়েশন। এরই মধ্যে আদালতের দারস্থ হল তারা। ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে পাক সেনাকে সহযোগিতা করার অভিযোগ উঠে তুরস্ক সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতের যাবতীয় সাহায্যের কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধের আবহে পাকিস্তানকে ড্রোন দিয়ে সাহায্য করে তুরস্ক সরকার। পাকিস্তানে সেনা পাঠানোর অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। এরপর তুরস্কের সংস্থা সেলেবির সঙ্গে যাবতীয় চুক্তি বাতিল করার কথা ঘোষণা করে ভারত সরকার। সেখানে তারা দাবি করে কোনও নোটিস ছাড়াই তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে নয়াদিল্লি।

তাদের আরও যুক্তি, হঠাৎ করে এভাবে চুক্তি বাতিল করলে ৩৭৯১ জন কর্মী চাকরি হারাবেন। পাশাপাশি তাদের সংস্থায় বিনিয়োগকারীদের মনোবলের উপর প্রভাব পড়বে। আদালতে দাখিল করা মামলায় সেলেবির তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কোনও চুক্তি কীভাবে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রভাব পরতে পারে?

তাছাড়া শুধুমাত্র এই কারণে এভাবে চুক্তি বাতিল করা যায় না বলেও দাবি করেছে সংস্থাটি।

উল্লেখ্য, লাইসেন্স বাতিল ঘোষণা হতেই সেলেবি দাবি করেছিল, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগানের সঙ্গে সংস্থার সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই।

এমনকি তাদের মালিকানাও তুরস্কের নয়। রাজনৈতিক যোগ নেই বলেও জানিয়েছিল সেলেবি অ্যাভিয়েশন। এরই মধ্যে আদালতের দারস্থ হল তারা।

কার্গিলের হোটেলে পুত্রকে রেখে উধাও হলেন মা, পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি করছিলেন?

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হওয়ার চার দিন পরেই কার্গিলের হোটেল থেকে উধাও হয়ে গেলেন এক মহিলা। তিনি নাগপুরের বাসিন্দা। ১৫ বছরের পুত্রকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। ছেলেকে হোটেলে রেখে উধাও হয়ে যান মহিলা। এর পরেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ওই মহিলা পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি করছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। নিয়ন্ত্রণরেখার কাছেই কার্গিলের হুন্দেরবন গ্রাম। কার্গিলের এএসপি নিতিন যাদব জানিয়েছেন, ওই গ্রামে গত ৯ মে বেড়াতে গিয়েছিলেন মহিলা। সঙ্গে ছিল পুত্র। সে সময় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করার জন্য 'অপারেশন সিঁদুর' চালাচ্ছিল ভারত। ১০ মে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে নয়াদিল্লি। ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ১১ মে থেকে মহিলাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মহিলার ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। সে জানিয়েছে, কার্গিলে আসার আগে সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছে তারা।

পঞ্জাবের কয়েকটি জায়গাতেও গিয়েছিল। ওই মহিলার খোঁজ করছে পুলিশ। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করারও চেষ্টা চলছে। ওই মহিলা চরবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

'দেওয়ালে' ধাক্কা খেল পাকিস্তানই! ভারতের তৈরি 'আকাশতির' টেক্কা দিল চিনা প্রযুক্তির রক্ষাকবচকে

ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পাল্টা পাকিস্তান শুরু করে 'অপারেশন বুনিয়ান-আন-মারসুস'। তাদের দাবি ছিল, চিনা প্রযুক্তির উপর ভর করে তৈরি সেই প্রতিরক্ষা প্রাচীর 'অভেদ্য'। যদিও সেই 'অভেদ্য' প্রাচীর সহজেই ভেদ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। কিন্তু ভারতের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেদ করতে পারেনি পাকিস্তান। ভারতেই তৈরি 'আকাশতির' টেক্কা দিয়েছে চিনা প্রযুক্তিকে। কী ভাবে কাজ করেছে এই প্রযুক্তি, তা নিজেদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ডিডি নিউজ। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের ন'টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা। তার পরে পাকিস্তান 'অপারেশন বুনিয়ান-আন-মারসুস' শুরু করে। আল জাজি়রার প্রতিবেদন অনুযায়ী, এটি একটি আরবি শব্দবন্ধ। এর অর্থ 'শিসার তৈরি কাঠামো'। সেই অভিযানে ৯-১০ মে রাতে ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা লক্ষ্য করে একের পর এক ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে পাকিস্তান। তখন প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই 'আকাশতির'। পাকিস্তানের ছোড়া ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, ছোট ইউএভি (আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল) ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি 'আকাশতির' প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে ভারতেই। তৈরি করেছে ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজে়শন (ডিআরডিও), ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র (ইসরো) এবং ভারত ইলেক্ট্রনিক্স

লিমিটেড (বিইএল)। বুধবার ডিডি নিউজ এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে বেশ কয়েকটি পোস্ট দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই 'আকাশতির' কী ভাবে পাকিস্তানের ছোড়া ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। ডিডি নিউজে়র পোস্ট বলা হয়েছে, এআই চালিত স্বয়ংক্রিয় এই প্রযুক্তি রেডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। আবহাওয়া, ভূখণ্ড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সময় বুঝে প্রত্যাঘাতের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়। অন্য দিকে, পাকিস্তানের আকাশ প্রতিরক্ষা (এডি) নেটওয়ার্কে রয়েছে চিনের তৈরি এইচকিউ-৯ এবং এইচকিউ-১৬, যা ভারতের হানা রুখতে ব্যর্থ হয়েছে। হামলার সময়ে এই 'আকাশতির' প্রযুক্তি প্রতি মুহূর্তের ছবি পাঠায় কন্ট্রোল রুম, রেডার এবং এয়ার ডিফেন্স গানকে। এই প্রযুক্তির তিনটি অংশ রয়েছে, রেডার যন্ত্র, সেন্সর এবং যোগাযোগের প্রযুক্তি। বিভিন্ন উৎস থেকে নথি সংগ্রহ করে 'আকাশতির'। তার পর তা 'প্রসেস' করে প্রয়োজনমতো সিদ্ধান্ত নেয়। অন্য প্রযুক্তির সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে 'আকাশতির'। এই প্রযুক্তিকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে তার 'বুদ্ধিমান যুদ্ধকৌশল'। সেই সঙ্গে অনেক নীচে থাকা বিমানঘাঁটি এবং হানাদার অস্ত্রের উপর নজর রাখতে সক্ষম

এটি। অন্য প্রযুক্তি যখন রেডার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, তখন 'আকাশতির' নিজেই নজরদারি চালাতে পারে। ডিডি নিউজে়র পোস্ট বলছে, এই প্রযুক্তির ক্ষমতা বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় যে, এটি বিপদ আঁচ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত নিতে তাকে সাহায্য করে এআই প্রযুক্তি। তার পর প্রত্যাঘাত করে। যানে চাপিয়ে একে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় সহজেই।

ভারত ও চিনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে পশ্চিমি বিশ্ব! দাবি রুশ বিদেশমন্ত্রীর, কী ভাবে? ব্যাখ্যাও দিলেন

ভারত এবং চিন, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে পশ্চিমি বিশ্ব। এমনটাই দাবি করলেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। তিনি জানিয়েছেন, এই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমি বিশ্ব বললেও আলাদা করে পশ্চিমের কোনও দেশের নাম করেননি লাভরভ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকেও পশ্চিমি আগ্রাসনের মুখে একজোট থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রাশিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা তাস বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। লাভরভ বলেছেন, ''ভারত আর চিনের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমি দুনিয়া। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি দেখুন। পশ্চিমি দুনিয়া তো এই অঞ্চলকে 'ইন্দো-প্যাসিফিক' বলে উল্লেখ করতে শুরু করেছে। স্পষ্টতই এটি চিন-বিরোধী একটি পদক্ষেপ। চিন এবং ভারত পরস্পরের প্রতিবেশী এবং খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধ তৈরি করা হচ্ছে।'' চিন-ভারতের মধ্যে বিরোধের এই নীতিকে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি বলে উল্লেখ করেছেন রুশ বিদেশমন্ত্রী। তিনি জানান, এই নীতির উল্লেখ করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও।

পশ্চিমের এই 'চক্রান্ত' থেকে দুই দেশকে সাবধান থাকতে বলেছেন লাভরভ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশকে নিয়ে গঠিত 'আসিয়ান' সংগঠনেও পশ্চিমি দুনিয়ার প্রভাব বিস্তারের কথা উল্লেখ করেছেন রুশ বিদেশমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই সংগঠনকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। লাভরভের কথায়, ''বিশ্বের অন্য অংশের মতো এখানেও পশ্চিমি শক্তিগুলি প্রভাব খাটাতে চাইছে। এত বছর ধরে যে সংগঠন সকলের উন্নতির জন্য কাজ করে এসেছে, সেই 'আসিয়ান'কে দুর্বল করতে চাইছে ওরা।'' লাভরভের উল্লিখিত 'আসিয়ান'-এ কিন্তু ভারত বা চিন নেই। এই সংগঠনের অন্তর্গত দেশগুলি হল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স, তাইল্যান্ড, ব্রুনেই, মায়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস এবং ভিয়েতনাম। উল্লেখ্য, ভারত এবং পাকিস্তানের সংঘাতে সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তবে দুই দেশের মধ্যে এখন সংঘর্ষবিরতি চলছে। তার মাঝে অন্য প্রতিবেশীর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উল্লেখ করে পশ্চিমি দুনিয়াকে বিঁধলেন রুশ বিদেশমন্ত্রী।

পাকিস্তানকে খুশি করতে চান মেহবুবা! জলপ্রকল্প বিতর্কে পিডিপি নেত্রীকে তোপ ওমরের

ওমর আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতির বাকযুদ্ধে উত্তপ্ত উপত্যকার রাজনীতি। উলার হ্রদে তুলবুল জলপ্রকল্প নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) নেত্রীর সংঘাত এখন তুঙ্গে। এই প্রকল্প পুনরায় শুরু করার পক্ষে জোর সওয়াল করেছেন ওমর আবদুল্লা। যার বিরোধিতা করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মেহবুবা। পালটা পিডিপি নেত্রীকে তোপ দেগে ওমর বলেন, পাকিস্তানকে খুশি করতে চান মেহবুবা! জানা গিয়েছে, তুলবুল নেভিগেশন ব্যারেজ প্রকল্প নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, '১৯৮০ সালের গোড়াতে উত্তর কাশ্মীরে উলার হ্রদে তুলবুল নেভিগেশন ব্যারেজের নির্মাণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের চাপে সিন্ধু জলচুক্তি কারণে এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এখন সিন্ধু জলচুক্তি আপাতত বাতিল করা হয়েছে। এই সময় কি আমরা এই ব্যারেজের কাজ পুনরায় শুরু করতে পারি না! এই প্রকল্পটি ঝিলাম নদীকে নৌযান চলাচলের উপযোগী করবে এবং শীতকালে নিম্নাঞ্চলের বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।' ওমর আবদুল্লার এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধীতা করে পালটা মেহবুবা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চরম উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন দুই দেশ সেখান থেকে পিছিয়ে এসেছে। এমন সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার তুলবুল প্রকল্প পুনরায় শুরু করার আহ্বান খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

জম্মু ও কাশ্মীরের নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়ে, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ এবং কষ্টের মাধ্যমে মূল্য চুকিয়েছে জলের মতো অপরিহার্য এবং জীবনদায়ী উপাদানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা অমানবিক। আন্তর্জাতিকভাবে এটা সকলের জন্য ঝুঁকি ডেকে আনবে।

ভারতের ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় হারিয়েছি অ্যাওয়াক্স বিমান! 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ক্ষতি কবুল পাক এয়ার মার্শালের

সামরিক পরিভাষায় 'এয়ারবোর্ন ওয়ার্নিং অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম' (অ্যাওয়াক্স)। আদতে শত্রুপক্ষের উপর নজরদারির জন্য অত্যাধুনিক রেডার বসানো গোয়েন্দাবিমান। ভারতীয় সেনার 'অপারেশন সিঁদুর' এবং তার পরবর্তী সংঘাতপর্বে পাক বিমানবাহিনীর অন্তত একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাক বায়ুসেনার অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল মাসুদ আখতার এ বার কবুল করেছেন সে কথা। একটি পাক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আখতার বলেন, '' দূরপাল্লার রেডার নজরদারি এবং আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণকারী অ্যাওয়াক্স বিমানটি ইসলামাবাদের ভোলারী বিমানঘাঁটিতে ছিল। ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'' গত ৯ মে গভীর রাতে ভারতের 'নিখুঁত ক্ষেপণাস্ত্র হানা'তেই এই ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত পাক এয়ার মার্শাল। 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-সহ কয়েকটি মার্কিন সংবাদমাধ্যমে চলতি সপ্তাহের গোড়াতেই দাবি করা হয়েছিল, ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাক বিমানবাহিনীর। কিন্তু পাক সেনার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দফতরের (ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক

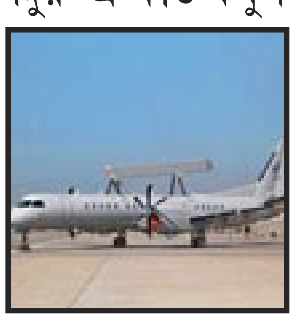

রিলেশনস বা আইএসপিআর) ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমদ শরিফ চৌধরি ভারতীয় সেনার হানায় পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক প্রাণহানির কথা জানালেও প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো বা উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেননি। এই আবহে শুক্রবার আখতারের মন্তব্য, ''তারা (ভারতীয় বাহিনী) পর পর চারটি ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল। সেগুলি 'ভূমি থেকে ভূমি' সংস্করণ, না কি 'আকাশ থেকে ভূমি'তে নিক্ষেপযোগ্য, আমি নিশ্চিত নই। পাকিস্তানি পাইলটরা তাঁদের বিমানকে সুরক্ষিত করার জন্য দ্রুত সক্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি ক্ষেপণাস্ত্র ভোলারী বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গারে আঘাত করে। সেখানে আমাদের একটি অ্যাওয়াক্স ছিল। সেটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'' তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে 'অপারেশন সিঁদুর' এবং পরবর্তী সংঘাতপর্বে ভারতীয় বায়ুসেনা ব্রহ্মস ব্যবহার করেছিল কি না, তা নিয়ে এখনও কিছু বলেনি ভারতীয় সেনা। প্রসঙ্গত, 'অপারেশন সিঁদুর' শুরুর আগে পাকিস্তানি বায়ুসেনার হাতে সুইডেনের তৈরি ন'টি 'সাব ২০০০ এরিআই' অ্যাওয়াক্স ছিল। তারা সুইডেন থেকে মোট ১০টি 'সাব ২০০০ এরিআই' কিনেছিল। কিন্তু ২০১২ সালে পাক পঞ্জাবের মিনহাস বিমানঘাঁটিতে তেহরিক-ই-তালিবান (টিটিপি) বিদ্রোহীদের হামলার পর সেখানে থাকা চারটি অ্যাওয়াক্সের মধ্যে তিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার মধ্যে একটি পুরোপুরি বিকল হয়ে গিয়েছিল। আখতার কবুল করলেন আরও একটি অ্যাওয়াক্স ধ্বংসের কথা।প্রসঙ্গত, ৪৫০ কিলোমিটার দূরে থাকা শত্রুকে শনাক্ত করতে সক্ষম 'সাব ২০০০ এরিআই' কেনার জন্য ২০০৬ সালে সুইডেনকে বরাত দিয়েছিল ইসলামাবাদ। তখন ক্ষমতায় ছিলেন সেনাশাসক পারভেজ মুশারফ। ভারতীয় বায়ুসেনা ব্যবহৃত ইজরায়েলি অ্যাওয়াক্স 'আইএল-৭৬ ফ্যালকন' বা দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'নেত্র'র তুলনায় সুইডিশ বিমানটি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষে এগিয়ে বলেই পশ্চিমি দুনিয়ার দাবি।

ভুয়ো প্রতিবেদন দেখিয়ে পার্লামেন্টে সেনার প্রশংসা পাক বিদেশমন্ত্রীর! ভুল ধরাল স্থানীয় সংবাদমাধ্যমই

নিজের দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করার জন্য পার্লামেন্টে ভুয়ো প্রতিবেদন দেখান পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী তথা উপপ্রধানমন্ত্রী ইশাক দার। তাঁর এই 'কীর্তি'র কথা ফাঁস করল সে দেশেরই সংবাদমাধ্যম 'ডন'। তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখে জানিয়ে দিল, দার যে প্রতিবেদন পার্লামেন্টে তুলে ধরেছিলেন, তা আসলে 'ভুয়ো'। বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে নিজের দেশের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেন দার। তা করতে গিয়েই ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেন। তার শিরোনাম ছিল; 'পাকিস্তান বায়ুসেনা আকাশের অবিসংবাদিত রাজা'। দারের পেশ করা ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশের তারিখ ছিল ১০ মে। সেই প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দার দাবি করেন, পাকিস্তানের বায়ুসেনাকে 'ভয়ঙ্কর, শ্রদ্ধেয়, দক্ষ' বলা হয়েছে। দারের হাতে থাকা সেই প্রতিবেদনের ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে (আনন্দবাজার ডট কম তার সত্যতা যাচাই করেনি)। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'ডন' সেই প্রতিবেদনের সত্যতা যাচাই করে। তারা জানায়, দারের ওই দাবি মিথ্যা। তারা জানায়, ওই প্রতিবেদনের যে ছবি ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে 'অনেক অসঙ্গতি, বানান ভুল, বাক্যের ভুল,

ভাষার গন্ডগোল' চোখে পড়েছে। তার পরেই তারা বলে, ''ব্রিটিশ সংবাদপত্রের ওই ছবি ভুয়ো। সেখানে এই ধরনের কোনও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি।'' এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছে ভারতের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। তারা জানিয়েছে, ''দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ এ ধরনের কোনও প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।'' পিআইবি এ-ও জানিয়েছে যে, এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)-র দ্বারা ওই প্রতিবেদনের ছবি এডিট করা হয়েছে। দারের ওই দাবি 'ভুয়ো' বলেও জানিয়েছে পিআইবি। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান ২৬ জন। পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করতে 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে ভারতীয় সেনা। তার পরেই ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা লক্ষ্য করে ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চেষ্টা করে পাকিস্তান। ভারত তা ব্যর্থ করে। পাকিস্তানের তরফে আসা অনুরোধের পরে ১০ মে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ভারত। যদিও পাকিস্তান দাবি করে, তারা যুদ্ধবিরতির অনুরোধ করেনি। উল্টে তারা ভারতের কয়েকটি বায়ুসেনাঘাঁটিতে আঘাত হানতে সফল হয়েছে। ভারত স্পষ্টই জানিয়ে দেয়, তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে। এর পরেও পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী পার্লামেন্টে নিজের দেশের সেনার প্রশংসা করেন।

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

পাকিস্তানে টাইগারদের ক্রিকেট সফরের ছাড়পত্র দিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে টি-২০ সিরিজ খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারের মতামত জানতে চেয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। সূত্র জানিয়েছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সফরের ব্যাপারে ইতিবাচক মতই দিয়েছে। এখন বাকিটা বিসিবির সিদ্ধান্ত। আজ প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ।সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছ থেকে সফরের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর ও পরামর্শ নিয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। হাইকমিশনের কাছ থেকে সফরের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়াই নাকি মিলেছে। তা ছাড়া ১৭ মে থেকে পাকিস্তানে পিএসএল শুরু হচ্ছে, ওদিকে ভারতেও একই দিনে শুরু হয়ে যাচ্ছে স্থগিত হয়ে যাওয়া আইপিএল। যুদ্ধ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া দুই দেশেই যেহেতু খেলা মাঠে ফিরছে, বাংলাদেশ দলের সেখানে খেলতে যেতে কোনো সমস্যা দেখছে না পাকিস্তানে বাংলাদেশের হাইকমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ।আজ মুঠোফোনে এই ব্যাপারে জানতে চাইলে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেছেন, 'সফরটি হওয়ার ভালো সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে। সেভাবেই আমরা আলোচনা করছি। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও কিছু দিক ভালোভাবে বুঝে দেখতে চাই, যেগুলো নিশ্চিত হলে আমাদের কোচ,খেলোয়াড়েরা স্বস্তি নিয়ে খেলতে যেতে পারবেন।' এসব বিষয়ে বিসিবি প্রধান বিস্তারিত না বললেও জানা গেছে, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, বিশেষ করে কোচিং স্টাফের বিদেশি সদস্যদের মনোভাব জানা এবং তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে চায় ক্রিকেট বোর্ড। সফরের আগে এ বিষয়ে দুই বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়েও আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে সূত্র।আগের সূচি অনুযায়ী বাংলাদেশ দলের পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল শারজায় আমিরাতের বিপক্ষে দুই টি, টোয়েন্টির সিরিজ শেষে। ২৫ মে শুরু হয়ে সিরিজটি শেষ হওয়ার কথা ছিল ৩ জুন। তবে এখন সিরিজটি হলেও সূচি বদলাবে। পিসিবি এরই মধ্যে বিসিবিকে একটি পরিবর্তিত সূচি প্রস্তাব করেছে। ১৩ মে বিসিবিকে পাঠানো পরিবর্তিত সূচিতে ফয়সালাবাদে সিরিজের প্রথম দুটি টি,টোয়েন্টি ২৫ ও ২৭ মের পরিবর্তে ২৭ ও ২৮ মে আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফয়সালাবাদ থেকে ২৯ মে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান দল লাহোরে যাবে। সিরিজের শেষ তিনটি ম্যাচ লাহোরে,

সম্ভাব্য তারিখ ৩০ মে এবং ১ ও ২ জুন।বিসিবি সভাপতি অবশ্য জানিয়েছেন, পরিবর্তিত সূচি নিয়ে দুই বোর্ডের মধ্যে নতুন করে আলোচনা হতে পারে। তবে যেহেতু সামনে ঈদুল আজহা, যেটির সম্ভাব্য তারিখ ৬ বা ৭ জুন; দুই বোর্ডই চায় সিরিজটি ৫ জুনের মধ্যে শেষ করতে।

প্যালেস্টাইনের তারকা ফুটবলার এবার কলকাতা ময়দানে ! খেলবেন লাল-হলুদ জার্সিতে

এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ করেছে লাল হলুদ। ২০২৮ সাল পর্যন্ত টিভি বিষ্ণু ও থাকছেন ইস্টবেঙ্গলে। সব মিলিয়ে আগামী মরশুমের জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন ইস্টবেঙ্গল দল। ভালো ফল করাই লক্ষ্য। জিততে হবে ট্রফি। আর সেই লক্ষ্যে কোনরকম খামতি রাখতে চান না লাল হলুদ কর্তারা।বিদেশিদের মধ্যে ব্রাজিলের মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে বসুন্ধরা কিংস থেকে তারা নিয়ে এসেছে।এরপর সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার ফের চমক। যা খবর তাতে ইস্টবেঙ্গলে আসছেন প্যালেস্তাইনে সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ।সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে দেখা যেতে পারে এই বিদেশিকে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ফুটবলারটিকে আগামী মরশুমের আগে তৃতীয় বিদেশি হিসেবে দলে নেওয়ার পরিকল্পনা সফল হওয়ার পথে লাল-হলুদের।২৯ বছরের এই ফুটবলার ইন্দোনেশিয়ার লিগা ওয়ানের একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকেই প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্যকে দলে নিচ্ছে লাল-হলুদ।রশিদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ ভাঙার দক্ষতা ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে দৃঢ়তা আনতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে। সম্ভবত মাদিহ তালাল ছাড়া বাকি বিদেশিদের বিদায় দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। দলবদলে হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ, হেড অব ফুটবল থাংবোই সিংটোর সঙ্গে ফুটবলার বাছার কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার তুষার রক্ষিতকে। শুধু বিদেশি নয়, দেশীয় ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রেও চমক দেখাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। পিভি বিষ্ণুকে ধরে রাখার পাশাপাশি বিপিন সিংকে দলে নেওয়া হচ্ছে। এরপর এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ইন্টার কাশী থেকে ছিনিয়ে এনে আক্রমণে তারুণ্য আনতে চাইছে লাল হলুদ। লালরিনডিকার বিষয়টি গতকালই নিশ্চিত হয়েছে।লালরিনডিকাকে পেতে দৌড়ে ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সও।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলেই চূড়ান্ত তিনি ।গত মরশুমে ইন্টার কাশীর হয়ে চারটি গোল এবং পাঁচটি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর।

ফের শুরুর পথে আইপিএল,কোন কোন তারকা ফিরছেন ভারতে

আইপিএলের এবারের আসর শেষ হওয়ার কথা ছিল ২৫ মে। বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড তাদের খেলোয়াড়কে এ সময় পর্যন্তই ছাড়পত্র দিয়েছিল। তবে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের জের ধরে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সূচি-জটিলতা তৈরি হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুসারে আইপিএলের ১৮ তম আসর শেষ হবে ৩ জুন।এর মধ্যেই ২৯ মে শুরু হয়ে যাবে ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজ। ১১ জুন শুরু ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করবে অস্ট্রেলিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকাও। যে কারণে আইপিএল স্থগিতের পর দেশে ফিরে যাওয়া সব বিদেশি খেলোয়াড়কে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো ফিরে পাচ্ছে না।এবারের আসরে এখনো লিগ পর্বে ১৩টি ম্যাচ বাকি। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দলে ডাক পাওয়া আট ক্রিকেটার আইপিএলে আছেন। দেশটির ক্রিকেট বোর্ড এই খেলোয়াড়দের জন্য ছুটি বাড়ায়নি। যার অর্থ তাঁদের প্লে-অফের আগেই ভারত ছেড়ে যেতে হবে। Δ গুজরাট টাইটান্স- ইংল্যান্ডের জস বাটলার ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা দলে যোগ দিয়েছেন। তবে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক প্লে-অফের আগেই ফিরে যাবেন। এমনকি ২৫ মে চেন্নাই সুপার কিংসের বিপক্ষে ম্যাচেও খেলবেন না। বাটলার চলে যাবেন ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে যোগ দিতে।গুজরাট অবশ্য তাঁর বদলি খেলোয়াড় এরই মধ্যে নিশ্চিত করে ফেলেছে। দলটি প্লে-অফের জন্য ৭৫ লাখ রুপিতে কুশল মেন্ডিসকে দলে ভিড়িয়েছে। আবার রাবাদা দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট দলে থাকায় তাঁকেও প্লে-অফের আগে ফিরে যেতে হবে। গুজরাট ফিরে

পাচ্ছে না ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার শেরফান রাদারফোর্ডকেও। Δ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরুতে ফিরে এসেছেন তিন ইংলিশ ক্রিকেটার ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোন ও জ্যাকব বেথেল। শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষেই তারা খেলতে পারবেন। বেঙ্গালুরু ফিরে পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার রোমারিও শেফার্ডকেও। তবে বেঙ্গালুরু অস্ট্রেলিয়ান পেসার জশ হ্যাজলউডকে পাচ্ছে না। Δ দিল্লি ক্যাপিটালস দিল্লি ক্যাপিটালস বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে ৬ কোটি রুপিতে কেনার কথা জানিয়েছে। বলা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের বদলি করা হয়েছে তাঁকে। তবে দিল্লি ক্যাপিটালসে শুধু ফ্রেজার-ম্যাগার্কই নন, আরেক অস্ট্রেলিয়ান মিচেল স্টার্কেও ফিরছেন না। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রিস্টান স্টাবস টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যস্ততায় ঢুকে যাবেন। আর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপকেন্দ্রিক ব্যস্ততা না থাকার পরও ভারতে ফিরছেন না সাবেক প্রোটিয়া অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি। Δ কলকাতা নাইট রাইডার্স- কলকাতা নাইট রাইডার্স জানিয়েছে, তাদের দুজন খেলোয়াড় ফিরতে পারছেন না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোভমান পাওয়েল চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন, আর মঈন আলী ও তাঁর পরিবার ভাইরাল সংক্রমণে আক্রান্ত। তবে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারাইন, কুইন্টন ডি কক, রহমানউল্লাহ গুরবাজরা যোগ দিচ্ছেন। Δ পাঞ্জাব কিংস- মার্কাস স্টয়নিস, অ্যারন হার্ডি ও জস ইংলিস-তিন অস্ট্রেলিয়ানেরই ফেরা অনিশ্চিত। পাঞ্জাব কিংস এরই মধ্যে মিচেল ওয়েন ও জাভিয়ের বার্টলেটকে দলে ভিড়িয়েছে। ওয়েন কিছুদিন আগেও পিএসএলে পেশোয়ার জালমিতে খেলেছেন। পাঞ্জাব প্লে-অফে পাবে না দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো ইয়ানসেনকেও। দলটি অবশ্য নিউজিল্যান্ডের লকি ফার্গুসনের জায়গায় একই দেশের কাইল জেমিসনকে নিয়েছে। Δ লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস- এইডেন মার্করাম ফিরলেও শেষ পর্যন্ত থাকবেন না। চলে যাবেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যস্ততায়। এরই মধ্যে চোটে পড়া মায়াঙ্ক যাদবের বদলি হিসেবে নিউজিল্যান্ডের উইলিয়াম ও'রুর্ককে ৩ কোটি টাকায় কিনেছে লক্ষ্ণৌ। Δ চেন্নাই সুপার কিংস- চেন্নাইয়ের ম্যাচ বাকি দুটি। এই দুই ম্যাচ জিতলেও প্লে-অফে ওঠার সুযোগ নেই। এ কারণেই হয়তো দলটির দুই ইংলিশ ক্রিকেটার স্যাম কারেন ও জেমি ওভারটন ভারতে ফিরছেন না। চেন্নাই কাউকে বদলিও নিচ্ছে না বলে জানিয়েছে ক্রিকবাজ। দলটির হয়ে খেলতে আবার ভারতে ফিরছেন নুর আহমেদ, মাতিশা পাতিরানা ও ডেভন কনওয়ে। যদিও রাচিন রবীন্দ্রর ফেরা নিশ্চিত নয়। Δ মুম্বাই ইন্ডিয়ানস- রোহিত শর্মার সঙ্গে একাধিক ম্যাচে ভালো ওপেনিং জুটি গড়া রায়ান রিকেলটনকে টুর্নামেন্টের বাকি অংশে আর পাচ্ছে না মুম্বাই। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ওপেনার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতিতে চলে যাবেন। আরেক প্রোটিয়া ক্রিকেটার করবিন বশের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। মুম্বাইয়ে ফিরলেও প্লে,অফের আগে চলে যাবেন ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকসও। মুম্বাই সেরা চারে থাকলে দলটির হয়ে খেলবেন জনি বেয়ারস্টো। Δ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ- হায়দরাবাদ এরই মধ্যে প্লে-অফ দৌড় থেকে ছিটকে পড়েছে।

তবে দলটির দুই অস্ট্রেলিয়ান প্যাট কামিন্স ও ট্রাভিস হেড আবারও ভারতে ফিরছেন। ১৯ এপ্রিল লক্ষ্ণৌর বিপক্ষে ম্যাচের আগে দলে যোগ দেবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হাইনরিখ ক্লাসেনও ফিরছেন ভারতে।

Δ রাজস্থান রয়্যালস- লিগ পর্বে এবারের আসর শেষ হয়ে যাচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসেরও। বাকি আছে দুই ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের জন্য ভারতে ফিরছেন না ইংলিশ পেসার জফরা আর্চার।

সংঘাতের আবহে নীরজ চোপড়া ক্লাসিককে স্থগিত করলেন তারকা

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের জের পড়েছে ক্রীড়াক্ষেত্রে। সাত দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল আইপিএল। শুক্রবার দুপুরে এই সিদ্ধান্ত জানায় বিসিসিআই। এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল নীরজ চোপড়া ক্লাসিকের উদ্বোধনী সংস্করণ। বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অ্যাথলিটদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করেই টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে একটি প্রেস বিবৃতিতে টুর্নামেন্ট পিছিয়ে দেওয়া কথা জানানো হয়।নিজের নামাঙ্কিত জ্যাভলিন প্রতিযোগিতা 'এনসি ক্লাসিক' হওয়ার কথা ছিল ২৪ মে। কিন্তু জানানো হয়েছে, দেশের স্বার্থের কথা ভেবে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিযোগিতা স্থগিত করে দেন নীরজ চোপড়া। তিনি জানান, এই মুহূর্তে দেশের পাশা থাকাই তাঁর প্রধান কর্তব্য। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে এই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার আরশাদ নাদিমকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সমালোচিত হন নীরজ। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানার পর তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।তাঁর পরিবারকেও টার্গেট করা হয়। তার যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন অলিম্পিকের সোনা জয়ী। জানিয়েছিলেন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বিশ্বের সেরাদের টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করানো। এবার সেই প্রতিযোগিতাই স্থগিত হল। শুক্রবার পিছিয়ে দিলেন নিজের নামাঙ্কিত টুর্নামেন্ট। নীরজ বলেন, 'এই সঙ্কটের সময় দেশের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। আমাদের প্রার্থনা এবং কৃতজ্ঞতা রয়েছে সেনাবাহিনীদের জন্য। ওরাই এখন দেশের মুখ। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সঠিক সময় এনসি ক্লাসিকের নতুন সূচি প্রকাশিত হবে।' সবটাই নির্ভর করছে পরিস্থিতির ওপর। অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলেই সংশোধিত সূচি প্রকাশিত হবে।

কামিন্স-হেড-মার্শরা আইপিএলে ফিরলেও ফিরছেন না মিচেল স্টার্ক

দিল্লি ক্যাপিটালসের প্লেঅফ খেলার সম্ভাবনায় বড় ধাক্কা লাগল। আইপিএল স্থগিত হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়া মিচেল স্টার্ক আর ফিরছেন না এই টুর্নামেন্টে। বোলিং আক্রমণের মূল অস্ত্রকেই তাই হারাল দলটি। ১৪ উইকেট নিয়ে এখনও পর্যন্ত এই আসরে দলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি বাঁহাতি এই ফাস্ট বোলার।ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে জের ধরে গত শুক্রবার স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আইপিএল। ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি আসরটি আবার শুরু হচ্ছে শনিবার।দিল্লির অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান জেইক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক আগেই নিশ্চিত করেছেন তার না ফেরা। তরুণ এই ব্যাটসম্যানের জায়গায় বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছে দলটি। ২ কোটি ভিত্তিমূল্যের বাঁহাতি পেসারকে মরিয়া হয়ে ৬ কোটি রুপিতে দলে নেওয়ায় আভাস পাওয়া গিয়েছিল, স্টার্ক হয়তো ফিরবেন না। সেটিই সত্যি হলো। আইপিএলে ফিরে না যাওয়ায় এখন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রস্তুতির জন্য বাড়তি সময় পাবেন স্টার্ক। তবে ১১ কোটি ৭৫ লাখ রুপি পারিশ্রমিকের উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি হারাবেন।অস্ট্রেলিয়ার সব ক্রিকেটার অবশ্য স্টার্ক, ফ্রেজার-ম্যাকর্গাককে অনুসরণ করছেন না। পয়েন্ট তালিকার নিচের দিকে থেকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেলেও নিয়ম রক্ষার শেষ তিন ম্যাচের জন্য ফিরছেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও ওপেনার ট্রাভিস হেড। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন কামিন্স, খেলবেন হেড। অস্ট্রেলিয়ার আরেক তারকা জশ হেইজেলউডের ফেরা অবশ্য নিশ্চিত নয়। কাঁধের হালকা চোটের কারণে এমনিতেই গত ২৭ এপ্রিলের পর আর খেলতে পারেননি এই পেসার। চোটের অবস্থা বুঝে তিনি ফেরার সিদ্ধান্ত নেবেন। ১১ জুন থেকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এর আগে খুব একটা ঝুঁকি তার নেওয়ার কথা নয়। লাক্ষ্নৌ সুপার জায়ান্টসের প্লেঅফ খেলার সম্ভাবনা কমই। তবু দলের সঙ্গে যোগ দিতে ফিরছেন মিচেল মার্শ। আরেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার জশ ইংলিস ফেরা নিয়ে আলোচনা করছেন তার দল পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অস্ট্রেলিয়া দলে আছেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান।দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রিস্টান স্টাবস ফিরছেন দিল্লির হয়ে খেলতে। তবে প্রাথমিক পর্বের বাকি থাকা ম্যাচগুলিই কেবর খেলতে পারবেন তিনি। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দলে থাকা প্রোটিয়া ক্রিকেটারদের ২৭ মে-র মধ্যেই ফিরতে হবে দেশে। ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে এটি চূড়ান্ত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার বোর্ড। স্টাবসের মতো গুজরাট টাইটান্সের কাগিসো রাবাদা, লাক্ষ্নৌ সুপার জায়ান্টসের এইডেন মার্করাম, পাঞ্জাব কিংসের মার্কো ইয়ানসেন, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর লুঙ্গি এনগিডি, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ভিয়ান মুল্ডার এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের রায়ান রিকেলটন ও কর্বিন বশ প্রাথমিক পর্ব শেষ হতেই আইপিএল ছেড়ে যাবেন।দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক ফাফ দু প্লেসির সেই বাধ্যবাধকতা নেই। তবে তার দিল্লি ক্যাপিটালসে ফেরা নিশ্চিত নয় এখনও।মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ইংলিশ অলরাউন্ডার উইল জ্যাকস ভারতে ফিরলেও প্লেঅফের আগেই তা দেশে ফিরে যোগ দিতে হবে জাতীয় দলে। প্লেঅফের জন্য তাই জ্যাকস ও রিকেলটনের বদলি হিসেবে জনি বেয়ারস্টো ও পেসার রিচার্ড গ্লিসনকে

দলে নিয়েছে মুম্বাই।বদলি হিসেবে এভাবেই বিভিন্ন দলে যোগ দিয়েছেন বেশ কজন ক্রিকেটার। সামনের কদিনে সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারেন আরও কজন।

প্যালেস্টাইনের তারকা ফুটবলার এবার কলকাতা ময়দানে ! খেলবেন লাল-হলুদ জার্সিতে

এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ইতিমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ করেছে লাল হলুদ। ২০২৮ সাল পর্যন্ত টিভি বিষ্ণু ও থাকছেন ইস্টবেঙ্গলে। সব মিলিয়ে আগামী মরশুমের জন্য কোমর বেঁধে নেমেছেন ইস্টবেঙ্গল দল। ভালো ফল করাই লক্ষ্য। জিততে হবে ট্রফি। আর সেই লক্ষ্যে কোনরকম খামতি রাখতে চান না লাল হলুদ কর্তারা।বিদেশিদের মধ্যে ব্রাজিলের মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে বসুন্ধরা কিংস থেকে তারা নিয়ে এসেছে।এরপর সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচকে দলে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এবার ফের চমক। যা খবর তাতে ইস্টবেঙ্গলে আসছেন প্যালেস্তাইনে সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার মহম্মদ রশিদ।সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে দেখা যেতে পারে এই বিদেশিকে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ফুটবলারটিকে আগামী মরশুমের আগে তৃতীয় বিদেশি হিসেবে দলে নেওয়ার পরিকল্পনা সফল হওয়ার পথে লাল-হলুদের।২৯ বছরের এই ফুটবলার ইন্দোনেশিয়ার লিগা ওয়ানের একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। সেখান থেকেই প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্যকে দলে নিচ্ছে লাল-হলুদ।রশিদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ ভাঙার দক্ষতা ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে দৃঢ়তা আনতে সাহায্য করবে নিঃসন্দেহে। সম্ভবত মাদিহ তালাল ছাড়া বাকি বিদেশিদের বিদায় দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। দলবদলে হেড কোচ অস্কার ব্রুজোঁ, হেড অব ফুটবল থাংবোই সিংটোর সঙ্গে ফুটবলার বাছার কাজে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার তুষার রক্ষিতকে। শুধু বিদেশি নয়, দেশীয় ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রেও চমক দেখাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। পিভি বিষ্ণুকে ধরে রাখার পাশাপাশি বিপিন সিংকে দলে নেওয়া হচ্ছে। এরপর এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ইন্টার কাশী থেকে ছিনিয়ে এনে আক্রমণে তারুণ্য আনতে চাইছে লাল হলুদ। লালরিনডিকার বিষয়টি গতকালই নিশ্চিত হয়েছে।লালরিনডিকাকে পেতে দৌড়ে ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলেই চূড়ান্ত তিনি ।গত মরশুমে ইন্টার কাশীর হয়ে চারটি গোল এবং পাঁচটি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর।

অনূর্ধ্ব ১৫ লিগে দুরন্ত ফর্মে লাল-হলুদ,শিশিরের চার গোলে ভর করে হাই স্কোরিং ম্যাচে জয়

এআইএফএফ আয়োজিত ২০২৪-২৫ জুনিয়র লিগে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে এক হাই-স্কোরিং ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এফসি ৬-৪ ব্যবধানে হারাল রিলায়্যান্স ফাউন্ডেশন ইয়ং চ্যাম্পসকে। ফাইনাল রাউন্ডের গ্রুপ 'এ'র এই লড়াই অনুষ্ঠিত হয় জামশেদপুরের ফ্লাটলেট গ্রাউন্ডে যেখানে দুই দলের আক্রমণাত্মক ফুটবল দর্শকদের নজর কেড়ে নেয়।ম্যাচের ২১ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন শিশির সরকার। কিন্তু মাত্র দুই মিনিটের মাথায় রিলায়্যান্সের হয়ে সমতা ফেরান শুভ্রজিৎ প্রামাণিক। এরপর ৩৮ মিনিটে আরও একবার গোল করে রিলায়্যান্সকে এগিয়ে দেন শুভ্রজিৎ। তবে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে ফের গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান শিশির (৪৫+১')।দ্বিতীয়ার্ধে খেলা আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ৫০ মিনিটে সুরজিৎ মান্ডি গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন। কিন্তু রিলায়্যান্সও ছেড়ে দেয়নি। ৬৭ মিনিটে আইমান বিলালপম গোল করে ম্যাচে ফেরে দলটি। তবে এরপর ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ফের জ্বলে ওঠেন শিশির সরকার। ৭৮ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন এবং ৮৮ মিনিটে আরও এক গোল করে ব্যবধান বাড়ান। যদিও ৭৯ মিনিটে রিলায়্যান্সের হয়ে রাজবীর মণ্ডল একটি গোল করেন, তাতে শেষরক্ষা হয়নি। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে (৯০+৪') রমিত দাসের গোল ম্যাচের সিলমোহর বসিয়ে দেয়।চারটি গোল করে ইস্টবেঙ্গলের তরুণ ফরোয়ার্ড শিশির সরকার ম্যাচের নায়ক হয়ে ওঠেন। তাঁর দক্ষতা, গতি এবং গোল করার ক্ষমতা রিলায়্যান্সের রক্ষণভাগকে একাধিকবার বিভ্রান্ত করে।স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ শেষে তাঁকে 'প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত করা হয়।এই জয়ে ফাইনাল রাউন্ডের গ্রুপ 'এ'তে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জন করল ইস্টবেঙ্গল এফসি।

স্বল্প খরচে ঘুরে আসুন

তুর্কমেনিস্তান

কোথায় ঘুরবেন, কি খাবেন জানাচ্ছেন সংবাদ নয়া জামানার প্রতিনিধি সূচনা পল্যে

তুর্কমেনিস্তান এশিয়ার সবচেয়ে কম ভ্রমণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। এটি মধ্য এশিয়ার একটি স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। এর পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে ইরান ও আফগানিস্তান, উত্তর-পূর্বে উজবেকিস্তান, এবং উত্তর-পশ্চিমে কাজাকিস্তান। তুর্কমেনিস্তানের অধিকাংশ এলাকা সমতল বা ঢেউখেলানো বালুময় মরুভূমি, যার মধ্যে স্থলে স্থলে বালিয়াড়ি দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে ইরানের সাথে সীমান্তে রয়েছে পর্বতমালা। কারাকুম মরুভূমির কাছে অবনমিত ভূমি দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বে দেশটি তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত ছিল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল। ১৯৯১ সালে এই শহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৯২ সালে নতুন সংবিধান কার্যকর হয়।

এই দেশের বৃহত্তম পর্যটন আকর্ষণগুলির মধ্যে একটি প্রাচীন শহর মার্ভ যেটি ইউনেস্কো দ্বারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে বিবেচিত। এই জায়গাটি আগে প্রাচ্য হিসাবে পরিচিত ছিল, এটি এক সময় বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল শহর হিসাবে গন্য করা হত। এই জায়গাটিকে রেশম পথ বলা হয়ে থাকে কারন এই জায়গা থেকেই ইউরোপ এবং চিনে রেশমের বানিজ্যিকীকরন করা হয়ে থাকত।

ভাষাঃ তুর্কমেন ভাষা এবং রুশ ভাষা তুর্কমেনিস্তানের সরকারি ভাষা। তুর্কমেন ভাষাতে এখানকার জনগণের প্রায় ৮০ু এবং রুশ ভাষাতে প্রায় ৮ু কথা বলেন। এখানে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার মধ্যে আছে বেলুচি ভাষা ও উজবেক ভাষা।

খাদ্যঃ প্লভ (পিলাফ) হচ্ছে এখানকার প্রধান খাবার যা উৎসব উদযাপনে পরিবেশিত হয়। এটি মাটন, গাজর এবং ভাজা চাল দিয়ে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ম্যান্টি তৈরীতে ব্যবহৃত হয় ছাগলের মাংস, পেঁয়াজ ও কুমড়ো। শুরপা হচ্ছে মাংস এবং শাকসব্জি দিয়ে তৈরী স্যুপ। রেস্তোরা এবং বাজারে বিভিন্ন ধরণের পুর ভরা খাবার পাওয়া যায়, যেমন সামোসা, গুটাপ এবং ইশলীক্লি। এগুলো ভ্রমণকারী এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। কারণ এগুলো দ্রুত চলার পথে খাওয়া যায়। তুর্কমেনি রান্নায় সাধারণত মশলা বা মশলাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার হয় না। আবার সুগন্ধির জন্য তুলাবীজের তেল অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। মাটন, শুয়োরের মাংস, মুরগি বা কখনও কখনও মাছ কাঠকয়লার আগুনে গ্রিল করে তারা কাবাব বানায় যেটি তারা কাঁচা পেঁয়াজ এবং বিশেষ একটি সিরকা ভিত্তিক সস দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশিত করে। তুর্কমেনিস্তার রেস্তোরা প্রধানত রাশিয়ান খাবার যেমন পেলম্যানি, গ্রচস্কা, গলুবসি এবং মেয়েরাইজ-ভিত্তিক স্যালাড পরিবেশন করে। এছাড়াও কিছু অঞ্চলে ল্যাগম্যান নামক নুডলসও পাওয়া যায়।

পানীয়ঃ

মধ্য এশিয়ার বাকি দেশের মত সবুজ চা এখানকারও প্রাথমিক পানীয়, যা এখানে সব সময় পান করা হয়ে থাকে। দাশোগুজ অঞ্চলে, মাঝে মাঝে কাজাখ শৈলীতে দুধ চা তৈরী করা হয়। এখানে সকালের ব্রেকফাস্টে ঘন দইয়ের পানীয় গেটিক পরিবেশন করা হয়। এছাড়া চাল এবং উটের দুধ থেকে তৈরী পানীয় এখানে সুপরিচিত। এটি একটি সাদা পানীয় যা টক স্বাদের হয়।

এবার তুর্কমেনিস্তান সফরে বিশেষ কিছু জায়গা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

ডোর টু হেল (দরভাজা - গ্যাস ক্রেটার নরকের দরজাক্ষ্ম হিসাবেও পরিচিত)

তুর্কমেনিস্তানের দ্রাভা শহরে রয়েছে একটি জ্বলন্ত গর্ত। আর এই জ্বলন্ত জায়গাটি ডোর টু হেল নামে পরিচিত। বিশেষত রাতের বেলায় এর সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ঠিক এই সময় দূর থেকেও এর শিখার উজ্জ্বলতা ভালমতো বোঝা যায়। এই জায়গাটির এতই বেশি যে কেউ চাইলেও ৫ মিনিটের বেশি সেখানে থাকতে পারবে না।

১৯৭১ সাল থেকে জায়গাটি অবিরত দাউদাউ করে জ্বলছে। দ্বারভাজা গ্রামের কারাকুম মরুভূমিতে অবস্থিত ডোর টু হেল যার গভীরতা ২০ মিটার দীর্ঘ, তবে এটি কোনও প্রাকৃতিক গর্ত নয়। ১৯৭১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ দারউয়িজি এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধানের সময় অনুসন্ধানকারীরা গ্যাসবহুল গুহার মধ্যে মৃদু স্পর্শ করলে দুর্ঘটনাক্রমে মাটি ধসে পুরো ড্রিলিং রিগসহ পড়ে যায়। পরিবেশে বিষাক্ত গ্যাস প্রতিরোধ করার জন্য ভূতত্ত্ববিদরা তখন গ্যাস উদিগরন মুখটি জ্বালিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। তারা ভেবেছিলেন এর ফলে কয়েকদিনের মধ্যে গ্যাস উদিগরন বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু টা আর হয়নি। প্রায় ৪০ বছর ধরে অগ্নিমুখটি অনবরত জ্বলছে। ১৯৭১ সালে এখানে গ্যাস খনির সন্ধান মেলে। বিষাক্ত গ্যাসের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে গবেষণা করে জানা গিয়েছিল, এই গ্যাসের পরিমান খুবই সীমিত। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই গ্যাস জ্বালিয়ে শেষ করা হবে এর ফলে এই গ্যাস বিষাক্ততা ছড়ানোর সুযোগ পাবে না। এরপর এখানে গর্ত করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু গবেষকদের অবাক করে দিয়ে প্রায় ৪০ বছর ধরে সেই আগুন এখনো জ্বলে চলেছে।

অনেকেরই এই জায়গা সম্পর্কে জানা নেই তবে তুর্কমেনিস্তান এলে একবার হলেও এই জায়গার সৌন্দর্য ঘুরে দেখা যায়।

আশগাবাত (মার্বেল এবং সোনালী স্থাপত্যে পরিপূর্ণ মনুমেন্টাল ক্যাপিটাল সিটি)

আশগাবাত হল তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী। এটি তুর্কমেনিস্তানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলির মধ্যে একটি। আশগাবাত বিশ্বের সর্বাধিক ঘনত্বের সাদা মার্বেল-পরিহিত ভবনের জন্য গিনিস রেকর্ড পেয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ফোয়ারা পুল এবং আরও অন্যান্য কৌতূহলী বিষয়ের জন্যেও এই শহরের রেকর্ড আছে। আশগাবাত থেকে এক দিনের সফরে বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখা যায় যেমন ওল্ড নিসার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ কিংবা বিখ্যাত জাতের আখাল টেক ঘোড়ার খামার।

ইয়াঙ্গিকালা

ইয়াঙ্গিকালের গিরিখাত, সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এখানের গিরিখাতগুলি ৫.৫ মিলিয়ন বছর আগে কারাকুম মরুভূমির নদী ও বাতাস দ্বারা গঠিত হয়েছিল। প্রায় ১৫ মিলিয়ন বছর আগে এই অঞ্চলটি প্রাচীন প্যারাথেথিস মহাসাগরের একটি উপকূলীয় অঞ্চল ছিল। এই জায়গাটি তুর্কমেনিস্তান সফরে অনেক পর্যটকদেরই অদেখা জায়গা। তবে এই আকর্ষণীয় জায়গাটি সফরপ্রেমি মানুষের মন ছুয়ে যাবেই। বলকানাবাত বা তুর্কমেনবাশি থেকে এখানে পৌঁছে যেতে পারেন। উভয় শহর থেকেই এর দূরত্ব প্রায় ১৬০ কিলোমিটার।

মার্ভ (একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ যা একসময় বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি)

১৯৯৯ সাল থেকে মার্ভ শহর ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের ধ্বংসাবশেষ (যেটি ৪০০০ বছর পুরনো) নিয়ে গঠিত। একাদশ শতক পর্যন্ত এটি একটি ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। একাদশ থেকে দ্বাদশ সাল পর্যন্ত এটি গ্রেট সেলজুক সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ত্রয়োদশ শতকে এটির জনসংখ্যা ছিল ৫০,০০০০ এরও বেশি এবং সেই সময়ে বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি হিসাবে এই শহরকে গন্য করা হত। এটি ১২২১ সালে মঙ্গোল সাম্রাজ্য দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল এবং তারপর থেকে এই জায়গাটি বেশ কয়েকবার পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করা হলেও তা আগের মতো গৌরব অর্জন করতে পারেনি। তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, মধ্যযুগীয় রাস্তা এমনকি সেলজুক শাসক সুলতান সানজারের সমাধিতেও ঘুরে আসতে পারেন। ইটের তৈরি বিশাল এই ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে হাঁটলে, কল্পনা করা কঠিন যে এটি একসময় সিল্ক রোডের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল।

গোনুর দেপে , (সবচেয়ে প্রাচীন বসতি স্থাপন করা শহরগুলির মধ্যে একটি)

এটি প্রাচীন মার্ভ থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরেকটি আকর্ষণীয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ১৯৭০ এর দশকে এটি খনন করা হয়েছিল। এই শহরটি ব্যাকট্রিয়া-মার্গিয়ানা আর্কিওলজিক্যাল কমপ্লেক্স বা অক্সাস সভ্যতার বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। গোনুর দেপে ছিল তুর্কমেনিস্তানের সবচেয়ে প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি। এই জায়গাটি ভীষণ পরিকল্পনা করে তৈরি করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যাবহারের জন্য এখানে কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি জরথুস্ট্র ধর্মের প্রাথমিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। এছাড়াও এখানে গয়নার পাশাপাশি অনেক সিরামিক এবং পাথরের নিদর্শনও পাওয়া যায়। ভিক্টর সারিয়ানিদির নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালে এখানে খনন কাজ শুরু হয়েছিল এবং এখনও সেই কাজ চলছে।

রেপেটেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

১৯২৭ সালে, কারাকুম মরুভূমি অঞ্চলে রেপেটেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সংগঠিত হয়েছিল। বালির প্রাণহীন পটভূমিতে বেশ কিছু বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের একটি জায়গা এই রিজার্ভ। এই আকর্ষণীয় স্থানটির অনন্যতা দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রায় ৩০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২০০ প্রজাতির পাখি এবং ১২৫ টি স্থানীয় উদ্ভিদ এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

কাস্পিয়ান সাগর

ক্যাস্পিয়ান সাগর কিন্তু আসলেই সমুদ্র নয়, এটি ইউরোপ এবং এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম নিষ্কাশন হ্রদ। ক্যাস্পিয়ান সাগর এলাকার জলবায়ু পর্যটকদের জন্য বেশ আরামদায়ক তাই এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা। কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে বিনোদনের জন্য বিভিন্ন বিকল্প সরবরাহ তৈরি হচ্ছে।

বাহারডেন গুহা

তুর্কমেনিস্তানের সেরা দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে প্রকৃতির আরেকটি সৃষ্টি হল বাহারডেন গুহা। পাথরের উপর গরম ভূগর্ভস্থ জলের প্রভাবে গঠিত এই গুহা। এই প্রাকৃতিক গহ্বরের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ মিটার, প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় ২৫ মিটারের মতো। এই গহ্বরের ভিতরে একটি ভূগর্ভস্থ হ্রদ রয়েছে যেখানের হাইড্রোজেন সালফাইড জলে স্নান করা যেতে পারে। গুহার ভিতরের বাতাস খুবই আর্দ্র এবং হাইড্রোজেন সালফাইড বাষ্পে পরিপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ভীষণই আরামদায়ক যেটি সারা বছর একইরকম থাকে।

ডাইনোসর মালভূমি

উজবেকিস্তানের সীমান্ত থেকে খুব দূরে নয়, দেশটির দক্ষিণ-পূর্বে পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত হোদজাপিল নামে একটি গ্রাম থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে একটি আশ্চর্যজনক জায়গার সন্ধান পাওয়া যায় যার নাম ডাইনোসর মালভূমি। এটি আসলে একটি চুনাপাথরের স্ল্যাব, যার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ৩০০-৪০০ মিটার। এই মালভূমির বিশেষত্ব হল এর সমস্ত পৃষ্ঠ ডাইনোসর পায়ের ছাপে পরিপূর্ণ। প্রায় ৩০০০ পায়ের ছাপ রয়েছে এই মালভূমিতে। জুরাসিক জুগের ডাইনোসর থেকে স্থানীয় জলাভূমির ছোটো ডাইনোসরেরও পায়ের ছাপ দেখা যায় এখানে।

ব্যাকপ্যাকঃ

যাওয়াঃ কলকাতা থেকে তুর্কমেনবাস পর্যন্ত ইন্ডিগো ফ্লাইট যায় যার ভাড়া আনুমানিক ৯০,০০০ টাকা। এছাড়া তুর্কমেনিস্তানে যাওয়ার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হল আশগাবাত পর্যন্ত ফ্লাইট। আশগাবাত থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলি জাতীয় বিমান বাহক তুর্কমেন এয়ারলাইনস এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। তুর্কমেন থেকে গাড়ি ভাড়া করে বিভিন্ন শহরে ঘুরে আসা যায়।

থাকাঃ তুর্কমেনিস্তানের বিভিন্ন জায়াগায় থাকার জন্য বিভিন্ন হোটেল রয়েছে যেখানে থাকার খরচ আনুমানিক ২,০০০ টাকা থেকে শুরু।

মুদ্রাঃ ১ তুর্কমেনিস্তানি মানাত গু ২৩.৪৯ টাকা।

সম্পাদক মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।